জোট ঘোঁট

চারের পাতায়

আলিপুর বার্তা

১৯৬৬–২০১৬

৫০ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

সড়ক দুর্ঘটনা থেকে বাঁচতে

ছয়ের পাতায়

কলকাতা ঃ ৫০ বর্ষ, ১৬ সংখ্যা, ২৯ মাঘ – ৬ ফাল্গুন, ১৪২২ ঃ ১৩ ফেব্রুয়ারি – ১৯ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ Kolkata : 50 year : Vol No.: 50, Issue No. 16, 13 February - 19 February, 2016 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : বুদবুদের মতো মিলিয়ে গেল বাগান কর্মীদের আশা।

কেন্দ্রীয় সরকার ডানকানের ৭টি চা–বাগান অধিগ্রহণ করবে বলে বিআইএফআর–এর অজুহাতে পিছিয়ে গেল টি–বোর্ড। প্রভুক্ত বাগান কর্মীরা এসব বোঝে না। তারা চায় দুবেলা দুমুঠো।

রবিবার : সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে প্রতিবাদ কি অপরাধী রাজনীতির মাথা ব্যাথার কারণ হয়ে উঠছে? এর আগেও দু–একটা ঘটনা প্রমাণ করেছে। এবার তাতে যুক্ত হল উত্তরবঙ্গের ডুয়ার্স–মালবাজার। সাবধান অসহিষ্ণুতা সার্বজনীন হচ্ছে।

সোমবার : প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজের পরিবেশ নেই। এর আগে এই অভিযোগে

প্রেসিডেন্সি ছেড়েছেন অনেকেই। এখনও পরিস্থিতি বদলায়নি। অধ্যাপক সাংসদ সৌগত রায় বিশ্ববিদ্যালয় তকমা নিয়েই প্রশ্ন তুলেছেন।

মঙ্গলবার : ২৬/১১ সামনে নিয়ে এলেন ডেভিড হেডলি ওরফে

দাউদ গিলানি। হেডলির বয়ান সঙ্গী করে পাকিস্তানের উপর চাপ বাড়াচ্ছে দিল্লি। বেশ বোঝা যাচ্ছে জঙ্গি ছায়া ক্রমেই দীর্ঘতর হচ্ছে জনজীবনে।

বুধবার : পথের মাশুল এক স্থায়ী সামাজিক ব্যাধিতে পরিণত হচ্ছে।

বেলুড়ে চাঁদার দাবিতে মার খাচ্ছেন টোটোচালক। অটোচালকদের দাদাগিরিতে নাজেহাল মানুষ। মেট্রোর কাউন্টারে খুচরোর দাবিতে মহিলার হাতাহাতি। পুলিশের হাত–পাতা জুলুমে ট্রাক ধর্মঘটের ডাক। আগে বাস–ট্যাক্সি প্রতিবাদ জানিয়েছে।

বৃহস্পতিবার : রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যথেষ্টই

ফ্রেন্ডলি। ই–গভর্ন্যান্স, ওয়াই–ফাই, অ্যাপ পরিষেবা কত কি! কিন্তু এক সমীক্ষা বলছে নেট ব্যবহারে পশ্চিমবঙ্গ দেশের মধ্যে ১৭ নম্বরে।

শুক্রবার : সিয়াচেনের তুষার

ধসে ছদিন আটকে থাকা জওয়ান হনুমন্থাপ্পা কোপ্পাড় কদিন লড়াই করার পর দেশবাসীকে চোখের জলে ভাসিয়ে পাড়ি দিলেন পরলোকে। আমরা তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি।

● সবজান্তা খবরওয়ালা

রেশন কার্ড বিক্ষোভের জেরে বন্ধ হল রামকৃষ্ণ গ্রাম পঞ্চায়েত

মেহেবুব গাজি

ডিজিটাল রেশনকার্ড না পেয়ে গ্রাহকদের বিক্ষোভের জেরে মঙ্গলবার দুপুরে বন্ধ করে দিতে হল কাকদ্বীপ ব্লকের রামকৃষ্ণ গ্রাম পঞ্চায়েত। বিক্ষোভের জেরে পঞ্চায়েত কর্মীরা দীর্ঘক্ষণ আটকে থাকেন। পরে স্থানীয় থানা থেকে বিশাল পুলিশ বাহিনী এসে পঞ্চায়েত থেকে কর্মীদের উদ্ধার করে নিয়ে যায়। পরে নিরাপত্তার জন্য পুলিশ পঞ্চায়েত বন্ধ করে দেয়। পঞ্চায়েত প্রধান সুমিত দিন্দা বলেন, এই পঞ্চায়েতের প্রায় ১৫ হাজার গ্রাহক আবেদন করেছিলেন। বেশীরভাগ ডিজিটাল কার্ড পেয়ে গিয়েছেন। বাকিদের বৈধ নথি না থাকায় কার্ড পায়নি। এই পঞ্চায়েত এলাকায় ১৩টি গ্রামের প্রায় ১৫ হাজার মানুষ নতুন ডিজিটাল কার্ডের জন্য আবেদন করেছিলেন। নতুন কার্ডের সমীক্ষা করেছিল ব্লকের খাদ্য নিয়ামক দপ্তর। কিন্তু নতুন কার্ডে প্রচুর নাম বাদ পড়ে যায়। এদিন সকাল থেকে কার্ডের দাবি নিয়ে প্রায় হাজার দশেক গ্রাহক পঞ্চায়েতের সামনে জড়ো হয়। পঞ্চায়েত থেকে গ্রাহকদের পুরনো রেশনকার্ড ও ভোটার পরিচয়পত্র আনতে বলা হয়। কিন্তু বেশিরভাগ গ্রাহক দুটি নথিপত্র এক সঙ্গে আনতে পারেন নি।

ফলে পঞ্চায়েতের কর্মীরা কার্ড দিতে রাজি হন নি। এরপর বিক্ষোভে ফেটে পড়েন উপস্থিত গ্রাহকরা। পঞ্চায়েতের সামনে কার্ডের দাবিতে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন উপস্থিত গ্রাহকরা। কয়েকজন গ্রাহক পঞ্চায়েত কর্মীদের দিকে তেড়ে যান। আতঙ্কে পঞ্চায়েত কর্মীরা একট ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েন। খবর দেওয়া হয় পুলিশকে। পুলিশ এসে বিক্ষোভকারীদের সরিয়ে দেয়। আটক পঞ্চায়েত কর্মীদের উদ্ধার করে নিয়ে যায়। বন্ধ করে দেওয়া হয় পঞ্চায়েত। বিক্ষোভকারী সুভাষ দাস, নিবারণ দাসদের অভিযোগ, 'আমরা আবেদন করেও কার্ড পাইনি। আমরা গরিব মৎস্যজীবী হয়েও কার্ড পেলাম না। অন্য চাকরি করা মানুষরা পেয়ে গেল।'

রেশন কার্ড নিয়ে উত্তাল সারা রাজ্য

- গ্রাহকদের তথ্যে বিস্তর অমিল চোখে পড়ছে
- বহু উচ্চবিত্ত কার্ডের আওতায় বলে অভিযোগ
- শাসক দলের দাদাগিরি কার্ড বন্টনে
- বিরোধীদের হাতিয়ার এখন রেশন কার্ড ইস্যু

অটোয় সওয়ার বাগদেবী

আজ বসন্ত পঞ্চমী। প্রতি বছরের মতো বাগদেবীর আরাধনায় মেতে উঠেছে কলকাতা সহ গোটা রাজ্য। শুক্রবার প্রায় সারা রাত ধরেই বিভিন্ন বাজারে প্রতিমা কেনার ভিড় উপচে পড়েছিল। এছাড়া দেবী সরস্বতীর পুজোর যাবতীয় সামগ্রী কেনারও ধুম পড়ে গিয়েছে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে। এমনিতেই এই দিনটিতে বিভিন্ন স্কুল, কলেজ এবং সংবাদমাধ্যম ও পুস্তক বিপণনের সঙ্গে যুক্ত অফিসগুলিতেও পুজোর আয়োজন করা হয়েছে। পঞ্চমী তিথি পড়ে যাওয়ায় শুক্রবার থেকেই পুজোর লগ্ন শুরু হয়ে গিয়েছে। বেশিরভাগ স্কুলেই শুক্রবার পুজো সম্পন্ন হয়েছে। তবে বাড়ি এবং বারোয়ারি মন্ডপের অধিকাংশ পুজো শনিবার অনুষ্ঠিত হবে।

৫০ বছরে পা রাখা জনপ্রিয় সাপ্তাহিক আলিপুর বার্তার অফিসেও যথারীতি বাগদেবীর পুজো হচ্ছে। এছাড়া কলকাতা তথা রাজ্যের বিভিন্ন গণমাধ্যমের অফিসেও পুজোর তোড়জোড় চলছে জোর কদমে। সরস্বতী পুজোর দিন আনুষ্ঠানিক লেখাপড়ার হাতে খড়ি হয়ে থাকে অনেক শিশুরই। এছাড়া সুস্থ সংস্কৃতি এবং শিল্পের বিকাশের জন্য দেবীর কাছে করজোড়ে প্রার্থনা করছে আবাল বৃদ্ধবণিতা। এই দিনটিতে শাড়ি পরায় অভিষেক হয় বহু বালিকা তথা কিশোরীর। যদিও হালফিলের নেট যুগে এখন পুজোর অনেক বিবরণ নানা আঙ্গিকে উঠে আসছে ফেসবুকে।

আর এই পুজোর অব্যবহিত পরেই ভ্যালেন্টাইন্স ডে থাকলেও আপামর বাঙালি সমাজে আসল রোমান্টিজম শুরু হয় এই দিন থেকেই। ছবি: অরুণ লোধ

গোয়েন্দা সূত্রে খবর

সদস্য বাড়াতে তৎপর জেহাদিরা

কুনাল মালিক

পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় এখন জেহাদি জঙ্গি সংগঠনের জাল বিস্তারের জোর তৎপরতা শুরু হয়েছে। এমনই খবর কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সূত্রের। খাগড়াগড় বিস্ফোরণের পর এনআই এর আধিকারিকরা বর্ধমান, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ এবং মালদহে জোর ধড়পাকড় শুরু করে। কিছুদিন জেহাদি কার্যকলাপ থমকে ছিল। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা জানতে পেরেছে দুই ২৪ পরগনার নিষিদ্ধ সংগঠন ইন্ডিয়ান মুজাহিদিন (আইএম) এবং ইসলামিক স্টুডেন্স মুভমেন্টের (সিমি) পুরানো সদস্যরা আবার গা ঝাড়া দিয়ে উঠেছে। দুই জেলার আত্মগোপনকারী সদস্যরা ইসলামিক স্টেটসের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে নতুন করে জেহাদি কর্মসূচি শুরু করেছে। আইএস ভারতে তাদের সদস্য সংগ্রহের জন্য ''জুনুদ–উল–খলিফায়ে হিন্দ'' নামে সংগঠন খুলেছে। সেই সংগঠনে দুই জেলার অনেক যুবক নাম লিখিয়েছে বলে গোয়েন্দাসূত্রে জানা যাচ্ছে।

বাংলাদেশের জঙ্গি সংগঠন জামাতুল মুজাহিদিন বাংলাদেশ ও (জেএমবি) দুই জেলায় সক্রিয় হয়ে উঠেছে। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাসূত্রের দাবি ওই সংগঠনের নেতা ইউসুফ গাজির নেতৃত্বে দুই জেলায় জেহাদি কার্যকলাপ শুরু হয়েছে। এনআইএ সূত্রের দাবি মাস খানেক আগে উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট থেকে ঘোজডাঙা পর্যন্ত বিস্তৃর্ণ এলাকায় ইউসুফ গাজি 'জেহাদের' নামে চাঁদা তুলেছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং থেকে বেশ কয়েকজন যুবক ওই সময় ইউসুফ গাজির সঙ্গে দেখা করে বলে খবর পাওয়া যায়।

দুই জেলায় জেহাদি মনোভাবাপন্ন মৌলবাদী সংগঠনগুলোকে এক ছাতার তলায় এনে আইএসের আদর্শে ধর্মের নামে মগজধোলাই শুরু করেছে জেএমবির নেতৃত্ব। অন্য একটি সূত্রের খবর অনেক মৌলবাদী জঙ্গি জেহাদি সদস্যরা আত্মরক্ষার স্বার্থে দুই জেলায় শাসক দলের রাজনীতির মুখোশ পড়ে নিচ্ছেন। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাদের আশঙ্কা দুই জেলায় নজরদারী না বাড়ালে আগামী দিনে জেহাদি জঙ্গিদের বড় সড় স্লিপার সেল গড়ে উঠবে।

অপেক্ষমান মানুষের ভিড়ে সাফল্য রূপার পদযাত্রায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, ডায়মন্ড হারবার: মঙ্গলবার দুপুর। সোমবার শেষ হওয়া ডায়মন্ড হারবার থেকে এগিয়ে আসছে বিজেপি মহিলা মোর্চার পদযাত্রা। সকাল থেকে প্রচার শোনার পর থেকে রূপা গঙ্গোপাধ্যায় কখন আসবেন তা নিয়ে আলোচনা চলছিল গ্রামের ঠাকুরদালান থেকে কলতলায়। তাই ঘড়ির কাঁটা ২টোর ঘরে পৌঁছনোর পর থেকে ডায়মন্ড হারবার স্টেশন মোড়, কালীবাজার, রবীন্দ্রনগর, কেল্লার মোড়, রত্নেশ্বরপুর, নারায়ণপুর পর্যন্ত ১১৭ নম্বর জাতীয় সড়কের দু'ধারে মানুষ অপেক্ষা করেছেন কাছ থেকে রূপাকে দেখার জন্য। সেই ভিড়ে কমবয়সী থেকে বয়স্করা থাকলেও মহিলাদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। গত ৩ তারিখ কামদুনি থেকে শুরু হওয়া পদযাত্রা আজ বুধবার সপ্তাহ ঘুরবে। রূপা এই মিছিলের মূল আকর্ষণ।

কামদুনি থেকে কাকদ্বীপ পদযাত্রায় পথ মাতালেন রূপা গাঙ্গুলী সঙ্গে সাথী কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়। ছবি: অরুণ লোধ

বিধানসভা নির্বাচনের মুখে রাজ্য জুড়ে মহিলাদের ওপর নির্যাতন ও নারী পাচারের বিরুদ্ধে এই পদযাত্রা। যাত্রার শুরু দিন থেকে সাধারণ মানুষের ভিড় দেখে উৎসাহিত রূপা নিজেও। আর সেই ভিড়ে মহিলারা বেশি থাকায় রূপার বক্তব্য খুব সহজে পৌঁছে যাচ্ছে গ্রামের সাধারণ বধূদের কাছে। এদিনের বাগাড়িয়া পর্যন্ত যাত্রাপথে জনসংযোগে নিজেকে উজাড় করে দিলেন একদা বলিউড, টলিউডের অভিনেত্রী রূপা। আর তাতেই সাফল্য দেখছেন রূপা সহ গোটা বিজেপি দল। এদিনের যাত্রাপথে জাতীয় সড়কের দু'পাশে সাধারণ মানুষের ভিড় উপচে পড়েছিল। তরুণী থেকে অশীতিপর বৃদ্ধাও এগিয়ে এসেছেন রূপাকে দেখে। রূপা মায়ের কোলে থাকা শিশুকে যেমন আদর করেছেন, তেমন বয়স্কদের আবার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেছেন। কমবয়সী ছেলেমেয়েরা রূপার সঙ্গে সেলফি তুলেছেন। রূপাও সবার আবদার মিটিয়েছেন হাসি মুখে। তাঁকে উদ্দেশ্য করে ফুলের মালা, ফুলের পাপড়ি উড়ে এসেছে বারে বারে। রূপাকে দেখতে আসা মাধবপুরের মিনতি হালদার বলেন, 'টিভিতে অনেক দেখেছি রূপাদিকে। বিশেষ করে মহাভারতের দ্রৌপদী চরিত্রে। কাছে এসেছেন, তাই দেখতে চলে এলাম।' একই কথা বললেন কলেজ পড়ুয়া জিৎ প্রামাণিক। প্রথম বর্ষের এই ছাত্র রূপাকে নিয়ে সেলফি তুলে অভিভূত। উচ্ছ্বাসের সঙ্গে জিৎ জানায়, 'অনেকদিন ধরে ইচ্ছা ছিল রূপাদির সঙ্গে সেলফি তুলব। আজ সেই ইচ্ছা পূরণ হল।' মাঝপথে জাতীয় সড়কের মাঝখানে খাঁটো টুলের উপর দাঁড়িয়ে হ্যান্ডমাইক লাগিয়ে মানুষের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখলেন রূপা। সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে রূপা রাজ্যে নারী নির্যাতন ও নারী পাচার বৃদ্ধি নিয়ে বর্তমান সরকারকে তোপ দেগে বলেন, 'এমন একটা দিন নেই যে রাজ্যে নারীর সম্মান লুট হচ্ছে না। প্রতিদিন নানান অজুহাতে রাজ্যের মেয়েরা পাচার হয়ে যাচ্ছে ভিন রাজ্যে। রাজ্য সরকারের কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই। আমাকে যতই আক্রমণ করুক বাংলার আক্রান্ত মানুষদের পাশে থাকবই।' রবিবার বিষ্ণুপুরে এক কর্মিসভায় রূপাকে নিয়ে কুরুচিকর মন্তব্য করেছেন বিধানসভার ডেপুটি স্পিকার। তাঁর পদযাত্রা নিয়ে শাসকদলের মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায় থেকে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক কটাক্ষ করেছেন। সেকথা রূপা নিজেও জানেন। তাঁর পদযাত্রা নিয়ে শাসকদল যে কিছুটা বিড়ম্বনায় তা শাসকদলের মন্ত্রী, নেত্রীদের মন্তব্য থেকে বেরিয়ে আসছে বলে রূপা ঘনিষ্ঠমহলে জানিয়েছেন। তবে শাসকদলের কটু মন্তব্যের ফাঁদে পা দিচ্ছেন না রূপা। সতর্কভাবে এড়িয়ে গিয়েছেন সংবাদমাধ্যমের প্রশ্ন। নিজের লক্ষ্য থেকে বিচলিত হতে চান না রূপা।

গত শুক্রবার ১২টায় মিছিল পৌঁছায় কাকদ্বীপের ভূতো মোল্লার হাটে। সেখান থেকে কাকদ্বীপ চৌমাথায় পৌঁছে পথসভা করেন রূপা। সঙ্গে ছিলেন রাজ্যসভাপতি দিলীপ ঘোষ ও অন্যান্যরা।

রাজনীতির আরও খবর চারের পাতায়

- সাংবাদিক গুহর ভবিষ্যৎবাণী...
- কংগ্রেস–বামফ্রন্ট জোট হলেও...
- তৃণমূল Vs তৃণমূল, কিন্তু ...

প্রতিকূল আবহাওয়ায় মার খাচ্ছে হুগলি জেলার আলু চাষ, আগাম আশঙ্কা বাজারে

রিম্পি ঘোষ

প্রতি বছরের মতো এই বছরেও হুগলি জেলার বিভিন্ন স্থানে চাষিরা আলু চাষের তোড়জোড় শুরু করে দিয়েছে। এই সময় ধান চাষের পর জমি তৈরি করে আলু চাষ শুরু করে দেন চাষিরা। কিন্তু চলতি বছর ভয়ঙ্কর বন্যার কারণে চাষের জমি সব নষ্ট হওয়ায় বন্যার জল নামার পর নতুন করে বীজতলা ফেলে ধান চাষ করেন চাষিরা। ফলে ধান তুলে আলুর চারা লাগাতে নভেম্বরের শেষ পর্যন্ত লেগে গিয়েছে। কিন্তু মেঘলা আকাশ, ঝিরঝিরে বৃষ্টি এই প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে আলু চাষ এমনটাই আশঙ্কা করেছেন হুগলি জেলার চাষিরা। হুগলি জেলা কৃষি দপ্তর সূত্রে জানা যায় ২০১৪ সালে প্রায় ৯১.০৩২ হাজার হেক্টর জমিতে আলুর চাষ হয়। অনুকূল আবহাওয়ার কারণে ৩১১৮.১০ হাজার মেট্রিক টন আলু উৎপাদিত হয়। হুগলি জেলার পাণ্ডুয়া ব্লকের আয়মা অঞ্চলের আলু চাষি মহঃ নাসিম জানান, তাঁর ১০–১২ বিঘা জমিতে জ্যোতি আলুর চাষ হয়। এইবছর প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে আলুর ফলন কম হওয়ার আশংকা রয়েছে। বিশেষত এইবার আলুতে নাবি– ধ্বসার প্রাদুর্ভাব দেখা যেতে পারে। একই বক্তব্য আলু চাষি মদন সাঁতরা ও শেখ কুতুবুদ্দিনেরও। মদন সাঁতরার প্রায় ৫ বিঘা ও শেখ কুতুবুদ্দিনের প্রায় ১২ বিঘা জমিতে আলু চাষ হয়। কিন্তু এইবার তাঁর জমিতে ধ্বসার প্রকোপ দেখা দিতে পারে এমনটাই বক্তব্য তাঁদের। আলু চাষে ধ্বসার পাশাপাশি রয়েছে হিমঘরের খরচাও। আট মাসের জন্য হিমঘরের খরচা প্রায় ৭৪.৭৫ পয়সা। চাষি মদন সাঁতরা জানান, স্থানীয় রামেশ্বরপুরের সমবায় সমিতি থেকে

ঋণ নিয়ে চাষ করা হয়ে থাকে। সেখানে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ঋণ শোধ করতে হয়। এইবার ধ্বসার প্রকোপ থাকায় ঋণ মকুবের জন্য আবেদন জানানো হবে বলে তিনি জানান। তারকেশ্বরের মোহনবাটির আলু চাষি চন্দন ভট্টাচার্যের গলাতেও এই ধ্বসার আশংকার কথা শোনা গেল। চন্দনবাবু তিন বিঘা জমিতে জ্যোতি আলুর চাষ করে থাকেন। তিনি বলেন প্রতি বছর এই সময় অঙ্কুর বের হয়ে তা শোধন করা হয়। কিন্তু এই বছর এই প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে গাছের কোনও বৃদ্ধি নেই, গাছ মারা যাচ্ছে। উপরন্তু পাঞ্জাব থেকে যে বীজ আলু নিয়ে এসেছে তার গুণগতমান খুবই খারাপ। পাঞ্জাবে এইবছর শিলা বৃষ্টি হওয়াতে তার কুপ্রভাব পড়েছে এই বীজ আলুর ওপর। শতক পিছু প্রায় ৫৫০ টাকা ঋণ নিয়ে চন্দনবাবু আলু চাষ করেন। অগষ্ট মাসের মধ্যে ৭ শতাংশ হারে এবং অগষ্ট মাস পেরিয়ে গেলে ১০.৫০ শতাংশ হারে সুদ দিতে হবে। কিন্তু আবহাওয়ার যা অবস্থা তাতে আলুতে নাবি–ধ্বসার প্রকোপ দেখা যেতে পারে। তাই চাষিরা ঋণ কিভাবে শোধ করবে তা নিয়ে চিন্তার শেষ নেই এমনটাই জানান চন্দনবাবু।

আমেরিকা–ইউরোপেও পতন অব্যাহত

সমস্যার বাউন্সারে নাজেহাল ভারতীয় অর্থনীতি

শুদ্ধাশিস গুহ

২০১৬ তে সমস্যার গেরো আর ছাড়তে চাইছে না ভারতীয় অর্থ বাজারকে। বিশেষ করে চিন থেকে যে সমস্যা ধেয়ে এসেছে তা কিছুতেই কাটছে না। এমন অবস্থা দাঁড়াচ্ছে যে ভারতের নিজস্ব জিডিপি এবং অন্যান্য ফান্ডামেন্টাল ভালো থাকলেও কিছুতেই শুধরোচ্ছে ভারতের নিফটি–সেনসেক্স। পরিস্থিতি এমন হয়ে উঠছে যে ২০০৮–এর সেই কালা দিন মনে করাচ্ছে হালফিলের আর্থিক অবস্থা। সেবার অবশ্য আমেরিকার লেম্যান ব্রাদার্সের ওলটপালটে গায়েল হয়েছিল বিশ্ব অর্থনীতি। যার আঁচে সাংঘাতিকভাবে দগ্ধ হয়েছিল ভারতও। এখন এমন অবস্থা তিল তিল করে ঘনীভূত হচ্ছে যার ফলে সেই পরিস্থিতিকেও না ছাপিয়ে যায় এমন পূর্বাভাষ কতিপয় বিশেষজ্ঞের। আশার কথা এই অংশের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে অনেকটাই কম। এছাড়াও আরও প্রায় একডজন সমস্যা এসে গ্রাস করে নিয়েছে ভারতীয় শেয়ার বাজারকে।

এছাড়া আমেরিকা সহ ইউরোপের বাজারের ক্রমশ নিচে অবতরণ ক্রমাগত ফেলে চলেছে ভারতীয় সূচক জোড় নিফটি এবং সেনসেক্সকে। কিছুদিন আগেও যে ফিল গুড আবহ তৈরি হয়েছিল এদেশের বাজারে তা বেমালুম উধাও। বরং চারিদিকে এখন বাজার আরও নিচে নামবে কিনা তা নিয়ে চলছে জোর ফিসফাস।এই গুজব তো ছয় হাজারের কাঠগড়াতেও দাঁড় করাচ্ছে ভারতীয় নিফটিকে। সেনসেক্সও নামতে পারে ১৬–১৭ হাজারের ঘরে, এমন শঙ্কাও ভরপুর রয়েছে। এইসব মাথায় রেখে এখন এগোতে হবে লগ্নিকারীদের। যেখানে পদে পদে বাধা। লাভের মুখ দেখা হয়ে উঠছে দুষ্কর। এর মাঝেই কেউ কেউ লাভ যে পাচ্ছেন না তা নয়। বিশেষ করে এই তলানির বাজারেও সেক্টর অনুযায়ী খেলা হচ্ছে মাঝেমধ্যেই। অভিজ্ঞতা বলছে সেই সাময়িক লাভে তুষ্ট থেকে এগোতে পারলে তবেই টিকে থাকা যাবে এই মার্কেটে।

এখন পর্যন্ত যা পরিস্থিতি এগোচ্ছে মনে হচ্ছে নিফটি না সেই ৭০০০–র কাছে বা তার নিচেও চলে আসে। বাজারে ফের দখলদারি শুরু হয়ে গিয়েছে বেয়ার বা বেচুবাবুদের। এই লেখা চলার সোমবার ভারতের নিফটি বেশ তেড়েফুঁড়ে ৭৫০০–র ওপরে থাকলেও বেলা আড়াইটের পর থেকে ঝুরঝুর করে ভেঙে পড়েছে। নিফটি তো ৭৪০০ পর্যন্ত ভেঙে দিয়েছে এদিন। যেভাবে তার পতন সংগঠিত হচ্ছে তাতে কতদিন যে ৭২০০–র কাছেপিঠের লো ধরে রাখতে পারবে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। মনে তো হচ্ছে না ভারতের বাজার এই ঝড় সামলাতে পারবে। সেক্ষেত্রে মার্চ কোয়ার্টার পর্যন্ত এই পতন চলতেই থাকবে।

বলা যায় না এই বছরের একটা বড় সময় পর্যন্ত এই পতনের অক্ষরেখা চলতেই থাকল। ভারতীয় আর্থিক সূচককে উর্দ্ধগামী করে

অর্থনীতি

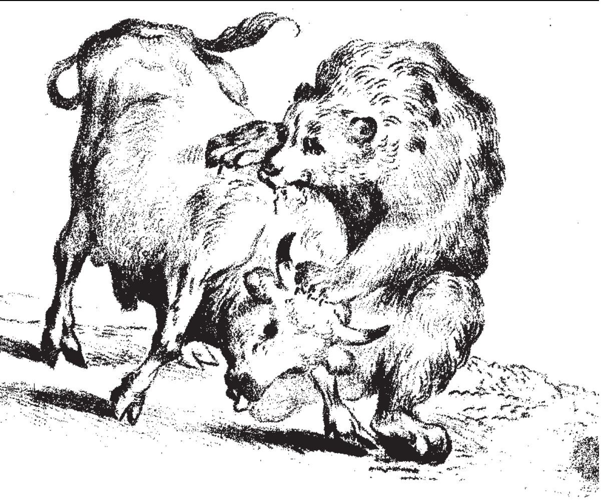

তুলতে কোনও বিদেশী কারণ নয় খোদ দেশীয় উপাদান মজবুতভাবে পরিস্ফুট হতে হবে। বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে যে অভিমত পাওয়া যাচ্ছে এবং দেশী বা বিদেশী লগ্নিকারীদের মনের গতিও আপাতত কেন্দ্রীভূত হয়ে রয়েছে ভারতের নিজস্ব রাজনৈতিক ঘেরাটোপের দিকে। যার জালে আটকে রয়েছে জিএসটি, খনি এবং জমি বিলের মতো গুরুত্বপূর্ণ সব বিল। বিরোধীদের বাধায় এগুলি আদৌ পাশ হবে কি না তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। সরকার–বিরোধীদের কাজিয়া কিছুতেই থামছে না। ঘিরে। এমনিতে কিছুদিন আগে পর্যন্ত যে মহল গড়ে উঠেছিল তাকে হাওয়া দিয়েছিল ব্যাপকভাবে মানে নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা নিয়েন বিজেপি বা তথাকথিত এনডিএ জোটের ক্ষমতায়। তাও এখন কটাদিন এই রাজনৈতিক কূটচালিতার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে ভারতীয় শেয়ার বাজার। তা বিদেশ থেকে যতই ভালো বা খারাপ যে খবরই আসুক না কেন। অথচ প্রাথমিক কিছু সাফল্যের পর থেকে বিজেপির সেই অশ্বমেধের ঘোড়া কার্যত থেমে গিয়েছে। একের পর এক রাজ্যে খারাপ ফল যাকে আরও ত্বরান্বিত করেছে। বিশেষ করে বিহারে গুবলেটের পর থেকেই গেরুয়া অনেকটাই ফিকে হয়ে গিয়েছে। তখন বিশেষজ্ঞদের একাংশ আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন যে বিহারে বিজেপি হারলে ফের সাত হাজারের অঙ্কেই থেমে যেতে পারে ভারতীয় সূচকের ঘোড়া। এই অনুমান সত্য করে সেনসেক্স–নিফটির আপাত ঘোরাঘুরি সেই সাত হাজারের তলদেশে।

কটা কথা এই দেড়–দুবছরে মোদি সাহেব ভালো টের পেয়েছেন ভোটের মঞ্চ থেকে বিরোধীদের তোপ দাগা যতটা সহজ আদৌ ততটা সহজ নয় ভারতীয় অর্থনীতির পারদ মাপা। বিশেষ করে বিদেশী লগ্নিকারীদের ভোল যে কিভাবে পালটে যেতে পারে, ইতিবাচক মনোভাব থেকে নেতিবাচক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে তাও ভালো মালুম পড়েছে নরেন্দ্র মোদি কিংবা অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলির কাছে।

এমতাবস্থায় মোদি সরকারের পক্ষে বলার মতো এই যে কাজ না হওয়ার জন্য বিদেশী লগ্নিকারীরা যতই দুষুক না কেন তাদের, এটাও তারা বুঝতে পারছেন এই সরকারের আন্তরিকতা আছে। বিভিন্ন বিল পাশের ক্ষেত্রে হিমালয়সম বাধা গড়ে তুলছে বিরোধীরা। ফলে লোকসভায় যতই ড্যাংড্যাং করে জিতে এসে সংখ্যাগরিষ্ঠতা গড়ে তুলুন না কেন রাজ্যসভার বৃত্তে এসে বারংবার আটকে যাচ্ছে সংস্কারের রথ। এখানে বিজেপি কোণঠাসা করছে কংগ্রেস সহ বিরোধীরা একদম এককাট্টা মনোভাব নিয়ে। উল্লেখ্য, এর আগে হরিয়ানা বা মহারাষ্ট্রের মতো রাজ্যে নিজের জোরে সরকার গড়েছে বিজেপি। এর সঙ্গে বিহার জুড়ে গেলে সংস্কারের ষোলোকণা পুরণের দিকে এগিয়ে যেতে অনেকটাই সক্ষম হত মোদি নেতৃত্বাধীন সরকার। কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি।

বিদেশ থেকে যে খবরটা এইসময় ভারতীয় অর্থবাজার সহ বিশ্বের আর্থিক সূচকগুলিকে শিহরিত করে রেখেছিল গত বছর জুড়ে তা হল আমেরিকার শীর্ষ ব্যাঙ্ক ফেডের সেদেশে সুদের হার বাড়ানো। এই প্রেক্ষিতে আমেরিকা তথা ইউরোপের লগ্নিকারীরা যাদের এফআইআই পোষাকি নামে আমরা চিনে থাকি তারা নাকি এদেশ সহ বাইরের সব জায়গা থেকে যাবতীয় লগ্নি তুলে নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জড়ো করবে। কিন্তু এই অশনী বার্তার একটা সমান্তরাল পালটা ভাবনাও মজুত আছে যা ভারতীয় বাজারকে অনায়াসে সুরক্ষিত রাখতে পারে।আমরিকায় সুদ বাড়াটা সেই প্রতীক্ষায় আপাত ইতি টেনেছে।

২০১৬ তে আর যেদিকে ভারতের শেয়ার বাজারের নজর থাকবে তার প্রধান আকর্ষণই হল কিভাবে গড়ে উঠবে এবারের আর্থিক বাজেট এবং রেল বাজেট। মোটের ওপর সংস্কারের পথ সরকার বজায় রাখছে নাকি ঘরোয়া রাজনীতির বাধ্যবাধকতায় পিছু হটে জনমোহিনী বাজেট রচিত হচ্ছে তার ওপর অনেক কিছু নির্ভর করবে। যদি কেন্দ্র সংস্কারের পথে অবিচল থাকে তাহলে নিশ্চিতভাবে বিদেশি ক্রয় বাড়বে। আর রাজনৈতিক গিমিক দেখানো বাজেট হলে ফের পতনের কবলে পড়বে এদেশের অর্থবাজার। এখন এই পতনের গ্রহ থেকে বেরিয়ে এসে একটা চমৎকার বাজেট ভারতের অর্থনীতির হাল অনেকটাই ফেরাতে পারে।

আর সেটা গিমিকের মাধ্যমে নয়, কাজের মাধ্যমে। তাই ঘরে–বাইরে চ্যালেঞ্জের মুখে পড়া মোদি সরকারের কাছে সংস্কারমুখী এবং একইসঙ্গে জনমোহিনীতার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা বিশেষ জরুরি।

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

১৩ ফেব্রুয়ারি – ১৯ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬

মেষ : নিজের মতানুসারে চলুন, অন্যের কথায় কান দেবেন না, একের পর এক ঝামেলা এসে আপনাকে বিব্রত করে তুলবে। আর্থিক উন্নতির জন্য অনেক সুযোগ আসবে সেগুলিকে কাজে লাগাতে হবে। শিক্ষায় ফল ভাল পাবেন। গৃহ–ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে ভাল ফল পাবেন।

বৃষ : বর্তমানে অর্থনৈতিক বিষয়ে নানাবিধ গোলযোগ আসবে। চেষ্টা করলে বাধাকে অতিক্রম করে অর্থ আনতে সমর্থ হবেন। শত্রুরা সুনামে বাধা আনবার চেষ্টা করবে। শেষ পর্যন্ত পারবে না। ব্যবসা–বাণিজ্যে সুফল পাবেন। মাতার পক্ষে সময়টি শুভদায়ক।

মিথুন : যত বাধাই আসুক না কেন অর্থনৈতিক বিবিধ যোগের ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাবে। লেন–দেনের ব্যাপারে শুভ সময়। কাজে লাগাতে পারেন। ভবিষ্যৎ জীবন উন্নতির পথে অগ্রসর হবে। লেখাপড়া ভাল ফল পাবেন। পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। সাবধান হবেন।

কর্কট : সময়টি উন্নতির পথে অত্যন্ত শুভদায়ক। জমি–জমা ও ভূ–সম্পত্তির বিষয়ে শুভ যোগ রয়েছে। ভাই সম্পর্কে শুভফল আশা করবেন না। আর্থিক বিষয়ে উন্নতির যোগ লক্ষিত হয়। শিক্ষায় বাধা এলেও সফল হবেন। ব্যবসায় উন্নতি।

সিংহ : আর্থিক বিষয়ে বিবিধ বাধা আসবে। দায়িত্ব বহুল কাজে যোগ না দেওয়াই ভালো। লেখাপড়ায় মনের মত ফল পাবেন না। প্রতারক থেকে সাবধান থাকবেন। কথায় ও কাজে সামঞ্জস্য রেখে চলার চেষ্টা করুন। সুনাম হানি হতে পারে।

কন্যা : অর্থনৈতিক বিষয়ে ক্ষতি করবার চেষ্টা করবে। অসামাজিক কাজে অগ্রসর হবে না। শত্রুরা ক্ষতি করার জন্য তৎপর হয়ে রয়েছে। শিক্ষায় ফল ভাল পাবেন। কর্মস্থলে কিছু না কিছু গোলযোগ লক্ষিত হবে। ব্যবসায় উন্নতির জন্য নানাবিধ সুযোগ আসবে।

তুলা : বুদ্ধি কর চললে উন্নতি অবশ্যই হবে। ব্যবসা–বাণিজ্যের ক্ষেত্রে লাভযোগ রয়েছে। গৃহভূমি সম্পর্কে শুভফল পাবেন। লেখ্য পরীক্ষায় ক্ষতি হওয়ার যোগ রয়েছে। মাতার পক্ষে সময়টি শুভ। বন্ধুদের সাহায্য পাবেন।

বৃশ্চিক : লেখাপড়ায় বাধা এলেও সুফল পাবেন। আর্থিক বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। দায়িত্বমূলক কাজগুলি মনের মত করে করতে পারবেন। স্নেহ–প্রীতির বিষয়ে মন আকৃষ্ট হবে। অর্থনৈতিক বিষয়ে ক্ষতি হতে পারে। স্বাস্থ্য সম্পর্কে যথেষ্ট সাবধান থাকা দরকার।

ধনু : অযথা মাথা গরম করবেন না। শরীরের প্রতি বিশেষ যত্ন নিতে হবে। গৃহ ভূমি সম্পর্কে সতর্ক হতে হবে। প্রচুর অর্থ ব্যয় হয়ে যেতে পারে। সাবধান হোন। সাংসারিক অশান্তি ও আর্থিক বিষয়ে সতর্ক হওয়া দরকার। লেখাপড়ায় ফল ভাল হবে।

মকর : আর্থিক বিষয়ে পূর্বের তুলনায় কিঞ্চিৎ শুভ হবে। কিন্তু অর্থ ব্যায়ের যোগ রয়েছে। ব্যবসা–বাণিজ্যে লাভযোগ লক্ষিত হয়। লেখাপড়ায় শুভ ফল পাবেন। নূতন কর্মলাভ বা কর্মে উন্নতির যোগ রয়েছে। চলাফেরায় যথেষ্ট সতর্ক থাকতে হবে।

কুম্ভ : আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গ মন্ত্রনায় চলার চেষ্টা করুন। আর্থিক বিষয়ে মিশ্রফল পাবেন। লেখাপড়ার বিষয়ে সতর্ক হওয়া দরকার। ভাগ্যের উন্নতির পক্ষে সময়টি শুভদায়ক। স্বাস্থ্য ভাল যাবে না। ব্যয়বৃদ্ধির যোগ। সঞ্চিত অর্থের উপর হাত পড়তে পারে।

মীন : নিজেকে বেশী জাহির করতে যাবেন না। বাত বা বাতজাতীয় পীড়ায় কষ্ট পাবেন। লেখাপড়ায় শুভফলের যোগ রয়েছে। শির পীড়া বা চক্ষুপীড়ায় কষ্ট। ব্যবসায় খুব বুঝে চলতে হবে। যোগাযোগ মূলক কাজ গুলি সুন্দরভাবে করতে পারবেন।

NOTICE INVITING TENDER

The undersigned is inviting the rates from bonafide printing houses / contractors / suppliers who are willing to **print / supply forms, covers, labels etc.** in connection with the ensuing **Assembly General Election, 2016,** to be submitted in sealed envelopes for supply of forms, addressed to the District Magistrate and District Election Officer, South 24 Parganas. The list of forms, covers, labels etc. with detailed specifications are attached herewith.

The printing houses / contractors / suppliers must abide by the follwing terms and conditions:

1. The printing houses / contractors / suppliers must submit / quote the rate (in figures as well as words) in sealed envelope for supply of printing / supply of forms, labels and covers etc. as mentioned in Annexure-I as per the specification and rate quoted given in coulmn 4 of the Annexure-I, along with the **photocopy of valid up-to-date clearance of P.Tax, I.Tax, VAT papers and PAN card, trade licence and credentials of simllar works** and also to deposit bank draft in favour of the District Magistrate and District Election Officer, South 24 Parganas for an amount of Rs. 10,000.00 (Rupees Ten Thousand) only each, at the office chamber of the Additional District Magistrate (Dev.), South 24 Parganas, 2nd Floor, New Treasury Building, Kolkata-27 from **09.02.2016** to **01.03.2016** between 12.00 noon to 3.00 p.m. every working day.
2. The sealed Tender will be opened at **3.30 p.m.** at the office chamber of Additional District Magistrate (Dev.), South 24 Parganas on **01.03.2016** in presence of participating agencies or their authorised repesentatives, along with the sample of each items.
3. All printing / supply of forms, labels and covers etc. should be supplied in accordance with the specifications and quantity mentioned in the supply / work order at the place of **supply within 2 (two) days from the date of the issue of work / supply order or within time-limit as specified in the order.** No extenslon of time **will be allowed.**
4. The quotationers are to submit separate rate for each item for door step delivery to each sub division. That is to say, **rate quoted for stationery should be sub-division wise and must be inclusive of all charges and taxes.**
5. In case the quality of the forms, covers, labels etc. supplied is found not to be in conformity with the sample submitted at the time of tender or apparently is of bad quality, then security money shall be forfeited without any further communication to the agency and no claim for any payment thereof will be entertained.
6. All forms to be used in a polling station have to be compiled and supplied in the form of a booklet as per specification given from this end. All kinds of envelopes to be used in a polling station are to be supplied in stitched bundles as per specification given from this end.
7. The rates quoted shall remain valid till the completion of the entire election process.
8. The authority reserves the right to:- (a) reject the tender or any part thereof without assigning any reasons, (b) issue supply order to more than one bidder for the same item without assigning any reason, (c) reduce or increase the quantity of articles without assigning any reason whatsoever.
9. The sealed quotations must be captioned by the head-line **"Quotations for supply of forms, covers, labels etc. In connection with Assembly General Election '2016"** and dropped in the tender box kept in the **chamber of the Additional District Magistrate (Dev.), South 24 Parganas, 2nd floor, New Treasury Building, Kolkata-27.**
10. For any further information, the printing houses / contractors / suppliers may contact Officer-in-Charge, Materials Management Cell. South 24 Parganas, during the office hours in any working day in his office chamber.

Sd/-
Additional District Magistrate (Dev.)
South 24 Parganas

২০৮/জেতসদ/দক্ষিণ ২৪ পরগনা/১১.০২.১৬

অভিজ্ঞ বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি চাই

আলিপুর বার্তার জন্য অভিজ্ঞ জেলা ভিত্তিক বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি প্রয়োজন। নাম, ঠিকানা, বয়স, অভিজ্ঞতা ও ছবি সহ বায়োডাটা পাঠাতে পারেন ই-মেল বা হোয়াটস অ্যাপে।

এছাড়াও বিশদ জানতে ফোনে সরাসরি যোগাযোগ করতে পারেন এই নম্বরে : 8013523095

Government of West Bengal
Office of the District Magistrate & Collector
South 24 Parganas
District Pool/Launch Department
Alipore, Kolkata-700027

Notice regarding Condemnation of 06 (Six) vehicles

The details of the vehicles are as follows:

Sl No.	Type of vehicle	Registration No.	Year of Commissioning	Distance covered (K.M.) As per log book	Floor/Reserved Price Recommended
1	Ambassador	WB 02A/0017	2002	-------	23,000/-
2	Ambassador	WB 02 0004	1992	65451 KM	15,000/-
3	Ambassador	WB 02 0006	1992	95552 KM	16,000/-
4	Ambassador	WMA 2711	1970	52928 KM	13,000/-
5	Ambassador	WMD 4948	1971	72760 KM	13,000/-
6	JEEP	WMC 7635	1975	82429 KM	18,000/-

Officer-in-Charge
District Pool
South 24 Parganas, Alipore

২২২(২)/জেতসদ/দক্ষিণ ২৪ পরগনা/১২.০২.১৬

কোথায় পাবেন আলিপুর বার্তা

● **ভবানীপুর পূর্ণ সিনেমা মোড়** – হেমন্তদার স্টল ● **হাজরা পেট্রল পাম্প** – নকুল ঠাকুর ● **রাসবিহারী মোড় চশমার দোকানের সামনে** – কল্যাণ রায় ● **রাসবিহারী অটো স্ট্যান্ড** –আর কে ম্যাগাজিন ● **ট্র্যাঙ্গুলার পার্ক**– ব্রজেন দাস, বাপ্পাদার স্টল ● **দেশপ্রিয় পার্ক ইউকো ব্যাঙ্কের সামনে** – বীণাপানী ম্যাগাজিন ● **লেক মার্কেট** – পাঁচু প্রামাণিক, অরূপ রায় ● **কেওড়াতলা শ্মশান মোড়** – গৌতমদার স্টল ● **চারু মার্কেট** – গণেশদার স্টল ● **মুদিয়ালি** – দীনবন্ধুদার স্টল ● **নিউ আলিপুর হিন্দুস্থান সুইটস** – গৌতম দেবনাথ, সুকান্ত পাল ● **পূর্ব পুটিয়ারি** – রামানন্দদার স্টল ● **রাণীকুঠি পোস্ট অফিস** – শম্ভুদার স্টল ● **নেতাজী নগর** – অনিমেষ সাহা ● **নাকতলা**–গোবিন্দ সাহা ● **বান্টি ব্রিজ**–রবীন সাহা, দীনেশ গাঙ্গুলী ● **গড়িয়া ৫ নং বাসস্ট্যান্ড**– বিশ্বজিৎ কয়াল, দিলীপদার স্টল, এস বোস ● **মহামায়াতলা**–দীপক মণ্ডল ● **তেঁতুলতলা**–দেবুদার স্টল ● **ক্যানিং স্টেশন**–পঞ্চাননদার স্টল ● **যাদবপুর স্টেশন ২ নং প্ল্যাটফর্ম**–সুব্রত সাহা ● **সোনারপুর ২ নং প্ল্যাট ফর্ম** – রাজু বুক স্টল ● **বারুইপুর ২ নং প্ল্যাটফর্ম**–কালিদাস রায় ● **জয়নগর ১ নং প্ল্যাটফর্ম** – কেষ্ট রায় ● **আমতলা** – ইন্দ্রজিৎ মণ্ডল ● **শিরাকোল**–অসিত দাস ● **ফতেপুর বাস স্ট্যান্ড** – অনিমেষ দার স্টল ● **সরিষা আশ্রম মোড়**–প্রণবদার স্টল ● **ডায়মন্ড হারবার স্টেশন ১ নম্বর প্লাটফর্ম**–বৃন্দাবন গায়েন ● **কাকদ্বীপ**–সুভাশিসদা ● **বারাসত উত্তর ২৪ পরগনা**–কৃষ্ণ কুন্ডু।

আমাদের প্রতিনিধি ● কলকাতা : বরুণ মণ্ডল – ৯৮৩৬০৮১৬৭০, প্রিয়ম গুহ – ৯০৩৮৬৪০০৩০, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় – ৯৪৭৪৩৩৬৪০৪/ দক্ষিণ ২৪ পরগনা : কুনাল মালিক – ৯৮৩০৮৫৪০৮৯

প্রতিটি মানুষ রেশন না পেলে আরও তীব্র হবে আন্দোলন

মলয় সুর, চুঁচুড়া : অবিলম্বে রাজ্যের প্রতিটি মানুষকে রেশন ব্যবস্থা ও খাদ্য সুরক্ষার আওতায় না আনলে রাজ্যজুড়ে আন্দোলন হবে। রবিবার (৭ ফেব্রুয়ারি) এক বিক্ষোভ কর্মসূচিতে ডিজিটাল রেশন কার্ডের নামে মানুষের অযথা হয়রানি বন্ধের দাবি জানিয়ে এই হুঁশিয়ারি দিলেন সিপিএম নেতা কর্মীসহ চনন্দনগরের পুরনিগমের কাউন্সিলর তথা বিরোধী নেতা রমেশ তেওয়ারি। ডিজিটাল রেশন কার্ডের নামে মানুষ যেভাবে অযথা হয়রানির শিকার হচ্ছেন তার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে এদিন চন্দননগর লক্ষ্মীগঞ্জ থেকে জ্যোতি সিনেমার মোড় পর্যন্ত এক বিশাল পদযাত্রা হয় সকালে। রমেশ বাবু বলেন, তৃণমূল সরকার সাধারণ গরিব মানুষকে এত জটিল প্রক্রিয়ার মধ্যে ঠেলে দেওয়ার ফলে তাঁরা প্রচন্ড অসুবিধায় পড়ছেন। আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। প্রত্যেকের রেশন ব্যবস্থা না হলে এই সরকারের ক্ষমতায় থাকার কোনও অধিকার নেই। এদিন মিছিলে ছিলেন হীরালাল সিংহ, প্রাক্তন বিধায়ক শিবপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপাল ভৌমিক প্রমুখ।

রেশন কার্ড বিভ্রাটে হয়রানি মানুষের

মেহেবুব গাজি

ঘটনা এক – মহিমা গাজি পরভিন। বয়স সবে ৫ পেরিয়েছে। ডায়মন্ড হারবার পুরসভার ১৫ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা। কয়েকদিন আগে ডিজিটাল রেশনকার্ড এসেছে ওই পরিবারের। সেখানে মহিমার বয়স ৪৩। মহিমাকেই বাড়ির কর্তা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এই পরিবারের বাকি সদস্যদের নামের প্রচুর বানান ভুল। ঘটনা দুই– ডায়মন্ড হারবার পুরসভার ১০ নং ওয়ার্ডের মাধবপুরের বাসিন্দা বনমালি দাস। কিন্তু ডিজিটাল কার্ডে এসেছে ১৩ নং ওয়ার্ড। ঘটনা তিন– ডায়মন্ডহারবার ১ ব্লকের কানপুর–ধনবেড়িয়া পঞ্চায়েতের নারায়ণপুরের বাসিন্দা মমতা মণ্ডল। বিপিএল তালিকাভুক্ত। কিন্তু জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা যোজনার কার্ড পাননি। স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য থেকে প্রধান সর্বত্র ঘুরেছেন এই গ্রাম্য বধূ। কিন্তু এখনও সুরাহা হয়নি। উল্টে এই গ্রামে সরকারি চাকুরিজীবী পেয়েছেন খাদ্য সুরক্ষার কার্ড।

এরকম একাধিক ভুলে ভরা নতুন ডিজিটাল রেশন কার্ড। যা নিয়ে গ্রামে গ্রামে ক্ষোভ বাড়ছে সাধারণ মানুষদের। এর পাশাপাশি জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহ থেকে ডায়মন্ড হারবার ও কাকদ্বীপ মহকুমার বন্ধ সমস্ত রেশন পরিষেবা। ভুলে ভরা রেশন কার্ড আর রেশন না পেয়ে দুই মহকুমার প্রায় ২৫ লক্ষ গ্রাহক আতান্তরে পড়েছেন। কেন্দ্রের বিজেপি সরকার জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা যোজনা চালু করার পর থেকে রাজ্য সরকারও খাদ্য সুরক্ষার নামে চালু করে 'খাদ্য সাথী'। জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা থেকে বাদ পড়া সমস্ত মানুষকে রাজ্য সরকার খাদ্য সুনিশ্চিত করার জন্য এই প্রকল্প চালু করে। এই প্রকল্পে মাসিক ১০ হাজার টাকা কম আয়ের মানুষদের জন্য রাজ্য খাদ্য সুরক্ষা যোজনা–১ আওতায় আনা হবে। এই গ্রাহকরা মাসে ২ টাকা কেজি দরে মাথা পিছু ২ কেজি চাল ও ৩ কেজি গম পাবেন। মাসিক আয় ১০ হাজারের বেশি হলে রাজ্য খাদ্য সুরক্ষা যোজনা–২ আওতায় আসবে। এই গ্রাহকরা ১৩ টাকা কেজি দরে মাথা পিছু মাসিক ১ কেজি ও ৯ টাকা কেজি দরে ১ কেজি গম পাবেন। এই প্রকল্প চালু করার আগে গত জুলাই মাস থেকে রাজ্য সরকার নতুন ফর্মে আবেদন করতে বলেন গ্রাহকদের।

আবেদের পর সেই গ্রাহকদের বাড়িতে সমীক্ষা করতে যান প্রত্যেক থানা এলাকার সিভিক পুলিশের কর্মীরা, যারা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে শাসকদলের কর্মী–সমর্থক। সেক্ষেত্রে শাসকদলের সমর্থকদের নাম থাকলেও বাদ পড়েছেন বিরোধী দলের কর্মী সমর্থকরা। যে প্রকল্প নিয়ে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে শাসকদল গ্রামের মানুষের মন জয় করতে চেয়েছিল তা এখন ব্যুমেরাং হয়ে ফিরছে। প্রতিদিন কার্ড বিলি নিয়ে পঞ্চায়েত থেকে বিডিও অফিসগুলোতে সাধারণ গ্রাহকরা ভিড় জমাচ্ছেন। ঠিকমতো কার্ড না পেয়ে গ্রামের পর গ্রামের মানুষ ক্ষোভ উগরে দিয়েছে শাসকদলের নেতা–কর্মীদের ওপর। ডায়মন্ড হারবার পঞ্চায়েত সমিতির বিরোধী দল নেতা সিপিএমের সিরাজ গাজির অভিযোগ, 'প্রথম পদক্ষেপ থেকে ভুলে ভরা এই প্রকল্প। সিভিক পুলিশ গিয়ে শুধু তৃণমূলের সমর্থকদের নাম তুলেছে। সব মানুষ কার্ড না পেলে বৃহত্তর আন্দোলন নামছে দল।' ড্যামেজ কন্ট্রোলের জন্য গ্রাহকদের পুনরায় আবেদন জানাতে বলা হয়েছে সরকারের তরফে।

ডিজিটাল রেশন কার্ডে ভুল ও রেশন দোকান বন্ধ থাকার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন ডায়মন্ড হারবার ও কাকদ্বীপ মহকুমা খাদ্য ও খাদ্য সরবরাহ নিয়ামকের আধিকারিকরা। ডায়মন্ড হারবারের আধিকারিক রানু সমাজদার বলেন, 'খাদ্য সুরক্ষা প্রকল্পের কাজ হয়েছে প্রত্যেকটি ব্লক অফিস থেকে।

এই সমীক্ষার কাজ করছেও অন্য দফতর। আমরা শুধু প্রকল্পের তালিকা ধরে খাদ্য বন্টন করার কাজ করব। কিছু ভুল ত্রুটি থাকলে নতুন করে আবেদন করতে পারবে।'

রবি কৃষক সম্মেলন

নিজস্ব সংবাদদাতা: গত ৩ ফেব্রুয়ারি আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি প্রসারের লক্ষ্যে চুঁচুড়ায় রবি কৃষক সম্মেলন ও কৃষি প্রযুক্তি সপ্তাহ শুরু হয়। এই অনুষ্ঠানে অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের কৃষি মন্ত্রী পূর্ণেন্দু বসু, ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী বেচারাম মান্না, হুগলি জেলা পরিষদের সভাধিপতি জনাব শেখ আলহাজ মেহেবুব রহমান, সহ–সভাধিপতি চামেলি মুর্মু, কৃষি ও সেচ কর্মাধ্যক্ষ মানস মজুমদার, মৎস্য আধিকারিক পার্থসারথি কুন্ডু, জেলার কৃষি উপ–অধিকর্তা অশোক তরফদার, জেলা উদ্যানপালন আধিকারিক মানস রঞ্জন ভট্টাচার্য, ধান্য গবেষণা কেন্দ্রের যুগ্ম অধিকর্তা মাধব চন্দ্র ধারা, কোদালিয়া– ২ পঞ্চায়েত প্রধাণা কৃষ্ণা দাস প্রমূখ। অনুষ্ঠানে কৃষি মন্ত্রী পূর্ণেন্দু বসু কৃষিতে রাজ্য সরকারের সাফল্য তুলে ধরে বলেন কৃষি ক্ষেত্রে বিশেষ পারদর্শিতার জন্য গত বছরের মত এই বছরও রাজ্য কৃষি কর্মন পুরস্কারে ভূষিত হয়েছে। কৃষি ক্ষেত্রে বিশেষ পারদর্শিতার উদাহরণস্বরূপ তিনি বলেন গত বছর আমাদের রাজ্যে ভুট্টার উৎপাদন বৃদ্ধি করা গেছে। এইবছর

ডালশস্যের জন্য প্রায় ৬০,০০০ হেক্টর জমি ও পাটের সঙ্গে মুগডাল চাষ করার জন্য প্রায় ২৫ হেক্টর জমি চিহ্নিত করা হয়েছে।

এর পাশাপাশি প্রায় ১২০টা গ্রামে জৈব প্রক্রিয়ায় চাষ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এছাড়া, আমন ধানের সঙ্গে সাথী ফসল হিসাবে ডাল, সরষে ক্ষেতে মৌচাক তেরি করার ওপর পূর্ণেন্দুবাবু গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলেন। আলু ও ধান চাষে আমাদের রাজ্য দেশের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় রাজ্যগুলির মধ্যে অন্যতম। তাই আলুর বীজ ও একটি রাইস মিউজিয়াম তৈরির কথাও তিনি বলেন। অনুষ্ঠানে দুটি কৃষি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী বেচারাম মান্না রাজ্য সরকারের কৃষিতে সাফল্যের খতিয়ান তুলে ধরে বলেন বৃষ্টির জল ধরে রেখে 'জল ধরো জল ভরো প্রকল্প', এর সঙ্গে সঙ্গে প্রায় ৪,৫০,০০০ পুকুর, নদী, নালা সংস্কার করা হয়েছে। সভাধিপতি জনাব শেখ আলহাজ মেহেবুব রহমান জানান ইতিমধ্যেই প্রায় ৩,৫০,০০০ কৃষাণ ক্রেডিট কার্ড তৈরি করা হয়েছে। এরপর ভেজেটেবিল গ্রোয়ার প্রোডিউসার কোম্পানি ও তিনজন চাষিকে মাটির স্বাস্থ্য কার্ড বিতরন করা হয়। সবশেষে ফসল প্রদশর্নীর উদ্বোধন করেন কৃষি মন্ত্রী পূর্ণেন্দু বসু। তিনদিনব্যাপী এই অনুষ্ঠানে ১৮ টি ব্লকের প্রায় ৩৫০ জন চাষি উপস্থিত ছিল। অনুষ্ঠানে ফসল প্রদর্শনীকে কেন্দ্র করে সমর কুমার ঘোষ সহ প্রায় ৬০ জন চাষিকে পুরস্কৃত করা হয়।

যানজটে নাভিশ্বাস বীরভূমের

নিজস্ব প্রতিনিধি : পথদুঘটনা ও যানজটের কবলে পড়ে নাভিশ্বাস উঠছে গোটা বীরভূমের। যানজট সয়েও লাভ কিছু হচ্ছে না বলে অভিযোগ জেলাবাসীর। গত ২৫ জানুয়ারি সিউড়ি বাইপাসে ছিলো প্রচণ্ড যানজট। যারজন্য কালঘাম ছুটে যায় যাত্রীদের। চিনপাই গ্রামের পর থেকে কচুজোড় পর্যন্ত ৬০ নং জাতীয় সড়কের একদিক ভারি মাটি কাটার যন্ত্র দিয়ে কেটে চলছে জাতীয় সড়ক সংস্কারের কাজ। ফলে বাধ্য হয়ে একদিক দিয়ে চলছে যাতায়ত। তৈরি হচ্ছে তীব্র যানজট। ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন সাধারণ যাত্রীরা।

কাকদ্বীপে 'হাই ডিপেনডেন্সি ইউনিট'

নিজস্ব প্রতিনিধি : কাকদ্বীপ মহকুমা হাসপাতালে মহকুমার প্রত্যন্ত সাগর, পাথরপ্রতিমা, নামখানা ব্লকের সমস্ত মানুষের কাছে উপযুক্ত পরিষেবা দেওয়ার উদ্দেশ্যে 'হাই ডিপেনডেন্সি ইউনিট' (HDU)–এর নতুন বিভাগ চালু হল বলে, জানালেন সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী মন্টুরাম পাখিরা। মন্ত্রী জানালেন এই মহকুমা হাসপাতাল ১০০ বেড বিশিষ্ট ছিল, এখন সেই সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩০০। তিনি আরও বলেন, এই মহকুমা হাসপাতালে নিয়মিত ভাবে 'ন্যাশানাল মেডিকেল কলেজের চিকিৎসকরা এসে সুন্দরবনবাসীদের পরিষেবা দেবেন। দীর্ঘ ৩৪ বছরের বাম জমানায় এলাকায় মানুষদের মুর্মুষ রোগীদের নিয়ে ছুটতে হতো কলকাতার হাসপাতালে উপযুক্ত পরিষেবা পাওয়ার তাগিদে। তাঁদের এখন আর শহরমুখী হতে হবে না।

উল্লেখ করা যেতে পারে, এই মহকুমা হাসপাতালে মেডিসিন ও সার্জারি বিভাগ খুব শীঘ্রই চালু হচ্ছে। এছাড়াও প্রাতিষ্ঠানিক 'ডেলিভারির' ওপরও বিশেষ নজর দেওয়া হবে বলে জানান মন্ত্রী। ইতিমধ্যেই এই কাকদ্বীপ মহকুমা হাসপাতালে ব্লাড ব্যাঙ্ক ও মর্গ চালু হয়ে গিয়েছে। কাকদ্বীপ তথা এই মহকুমার অন্তর্গত সাগর, পাথরপ্রতিমা, নামখানার প্রত্যন্ত এলাকার মানুষ যাতে স্বাস্থ্য পরিষেবায় সামগ্রিক সুযোগ সুবিধা পান তার জন্যে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী সর্বতোভাবে চেষ্টা করছেন।

মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করে দিয়েছেন আগামী এপ্রিল মাস থেকে ডায়মন্ড হারবার জেলা হাসপাতাল স্বতন্ত্র হিসেবে দায়িত্ব প্রাপ্ত হবে জেলা হাসপাতাল রূপে। সেক্ষেত্রে আরএমআর বাঙ্গুর হাসপাতালের ওপর এই এলাকার মানুষদের নির্ভর করতে হবে না। কেননা, ইতিমধ্যেই ডায়মন্ড হারবার ও কাকদ্বীপ মাল্টি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে যা ৩৪ বছরের বাম জমানায় সম্ভব হয়নি।

কাকদ্বীপবাসীর দীর্ঘদিনের প্রত্যাশা এই মহকুমায় যত শীঘ্র সম্ভব 'ফায়ার স্টেশন' দমকল বিভাগ হওয়ার। এ ব্যাপারে আগামী কয়েকমাসের মধ্যে কাকদ্বীপে এই দমকল স্টেশন উদ্বোধন হবে যাতে করে এই মহকুমার অন্তর্গত প্রত্যন্ত এলাকার মানুষকে ডায়মন্ডহারবার বা ফলতা ইউনিটকে না ডাকতে হয়।

সম্প্রতি উদ্বোধন হওয়া ন্যায্য মূল্যের ওষুধের দোকানে সমস্ত রকমের ওষুধ পরিষেবা পাচ্ছেন না বলে এলাকার মানুষের অভিযোগ রয়েছে। এ ব্যাপারে মন্ত্রীকে প্রশ্ন করা হলে তিনি জানান, এরকম কোনও অভিযোগ তাঁর কাছে বা হাসপাতাল সুপারের কাছে নেই। তবে, অভিযোগ এলে নিশ্চয়ই এই সমস্যার সমাধান করা হবে বলে সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী মন্টুরাম পাখিরা প্রতিশ্রুতি দেন।

এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান তথা সাগর বিধায়ক বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা, কাকদ্বীপ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বুদ্ধদেব দাস, প্রতাপাদিত্যনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপ–প্রধান দেবব্রত মাইতি সহ জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের উচ্চ পদস্থ আধিকারিকরা। কাকদ্বীপের উন্নয়ন এখন পাখির চোখ সকলের।

ধর্ষণে যাবজ্জীবন

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুঁচুড়া : ২০১৩ সালে চন্দননগর কাঁটাপুকুর এলাকায় পাশের বাড়ির যুবক সুবীর দাফী (৩৮) সাড়ে ৪ বছরের শিশুকন্যাকে বেলুন দেওয়ার নামে ফুসলিয়ে বাড়িতে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলপূর্বক ধর্ষণ ও যৌন নিগ্রহ করেন। তাতে শিশুটি জ্ঞান হারায়। এই ঘটনার খবর জানাজানি হওয়ার পর নির্যাতিতার মা প্রতিবেশীদের সাহায্যে চন্দননগর থানায় এফআইআর দায়ের করেন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ সুবীরকে গ্রেপ্তার করে। চন্দননগর আদালতে মামলাটি চলছিল দুবছর ধরে। সরকারি উকিল অন্নপূর্ণা চক্রবর্তীর তত্বাবধানে সওয়াল হয়। বিচারক রতি শর্মা রায় অভিযুক্ত আসামী সুবীরকে ২০ বছরের কারাদণ্ড ও দশ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন।

পথের ক্লান্তি ভুলে

তারাতলা ফ্লাইওভারের নিচে জাতীয় সড়ক ডায়মন্ডহারবার রোডের বেহাল অবস্থা পরিহাস করছে মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্নের বিশ্ব বাংলাকে। মেরামতি নিয়ে রাজনৈতিক চাপানউতরে নাজেহাল যাত্রী থেকে চালকরা। ছবি : অরুণ লোধ

এক বছরের মধ্যেই বাস্তবায়িত জেলা সুন্দরবন

বিশ্বজিৎ পাল

গত ৩ জানুয়ারি রবিবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার মগরাহাট বিডিও অফিস পার্শ্বস্থ ময়দানে আয়োজিত তৃণমূল কংগ্রেসের রাজনৈতিক কর্মী সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী মন্টুরাম পাখিরা, জয়নগর কেন্দ্রের তৃণমূলের সাংসদ প্রতিমা মণ্ডল নস্কর, জেলা সংখ্যালঘু সেলের কার্যকরী সভাপতি হায়দার আলি মল্লিক, মগরাহাট পূর্ব–এর বিধায়ক নমিতা সাহা, কুলপির বিধায়ক যোগরঞ্জন হালদার প্রমুখ। মন্টুরাম পাখিরা বলেন রাজ্যে সাড়ে চার বছরে মা মাটি মানুষের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে এই বাংলা কৃষিতে প্রথম হয়েছে। এমনকি বিদ্যুৎ উৎপাদনে এ রাজ্য দ্বিতীয়। মুখ্যমন্ত্রী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন ১০০ শতাংশ মানুষের কাছে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়া হবে। সেই কাজ প্রায় সম্পূর্ণ। তিনি উন্নয়নের কান্ডারী। বিগত বাম সরকার দীর্ঘ ৩৪ বছরে যা করতে পারেনি তা বর্তমান সরকার সাড়ে চার বছরের অনেক বেশি উন্নয়নমূলক কাজ করেছে। মন্ত্রী মন্টুরাম পাখিরা আরও বলেন মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে অসংগঠিত শ্রমিকদের নাম নথিভুক্ত করা হয়েছে। এমনকি ৬০ বছর বয়স হলে সেই সমস্ত শ্রমিকরা পেনশন পাবে।

ছাত্র–ছাত্রীদের জন্য ৫০ লক্ষ সাইকেল বিলি করেছে এবং কন্যাশ্রী প্রকল্প চালু করেছে। যাতে ছাত্রছাত্রীরা উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ওঠে। এমনকি সুন্দরবনের সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে মুখ্যমন্ত্রী সুন্দরবনকে পৃথক জেলা ঘোষণা করেছেন। আগামী ১ বছরের মধ্যে নতুন সুন্দরবন জেলার কাজ চালু হয়ে যাবে। রাজ্যের সরকার পরিবর্তনে মা মাটি মানুষের সরকারের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে ৮০ লক্ষ সংখ্যালঘু ছাত্র–ছাত্রী স্কলারশিপ পেয়েছে। সংখ্যালঘুদের জন্য চাকরি সংরক্ষিত করা হয়েছে। স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আশা কর্মীরা যাতে ভালো কাজ করতে পারেন তার জন্য আশা কর্মীদের সাইকেল বিতরণ করেছে। সারা রাজ্য জুড়ে উন্নয়নের কর্মযজ্ঞ চলেছে। তাই এই জেলার ৩১টি আসনেই ৫০ শতাংশের বেশি ভোট পেয়ে সব কটি আসনে তৃণমূলের প্রার্থীরা জয়ী হবেন। এ দিনের সম্মেলনে প্রায় ১০ হাজার কর্মী উপস্থিত হয়েছিল।

মহানগরে

শিক্ষার আলোকে উদ্ভাসিত

নিজস্ব প্রতিনিধি : শিক্ষনীয় কর্মদক্ষতায় নব নব ভাবনায় বাংলা মাধ্যমের বিদ্যামন্দিরগুলিকে পুনরায় ছাত্রছাত্রী মুখর করা যে যায় তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত রাখতে চলেছে বেহালার বাসুদেবপুর হাই স্কুল (উচ্চ মাধ্যমিক)। প্রায় মৃতপ্রায় অবস্থা থেকে নবীন ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক অনিন্দ্য দে'র সুদক্ষ নেতৃত্বে ও শিক্ষিকা অর্পিতা লোকেশের সহযোগিতা এবং ১৭ জন নতুন পুরাতন শিক্ষক–শিক্ষিকার কর্মদক্ষতায় পুনরায় প্রকৃত শিক্ষার এক নতুন পরিবেশ গড়ে উঠছে। দীর্ঘ দেড় দশক বাদে গত ৯ জানুয়ারি বিদ্যালয়ের ৫৬তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালন অনুষ্ঠানে বিদ্যালয়ের সুবিস্তৃত আঙিনায় বিশ্ববন্দিত কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আবক্ষমূর্তির আবরণ উন্মোচন করলেন স্থানীয় ১২৬ নম্বর ওয়ার্ডের পুরপ্রতিনিধি শিপ্রা ঘটক। সঙ্গে ছিলেন এ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য প্রথম প্রধান শিক্ষক পীযূষ কান্তি সরকার, পরিচালন কমিটির প্রাক্তন তপন মজুমদার প্রমুখ। বাংলাদেশি উদ্বাস্তু অধ্যুষিত এলাকার সন্তান–সন্ততিদের শিক্ষার উদ্দেশ্যে শিক্ষাবিদ বীরেন্দ্র মোহন ঘটক ও শিক্ষক শ্যামাপদ রায়চৌধুরি ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে বিদ্যামন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেন। ছবি : সোম তাপস

গড়িয়া আদি মহাশ্মশান

নিজস্ব প্রতিনিধি: দক্ষিণ কলকাতার দক্ষিণতম প্রান্তস্থিত 'গড়িয়া আদি মহাশ্মশানভূমি প্রাঙ্গণের সংস্কার সাধন ও সৌন্দর্যায়ন প্রকল্পের উদ্বোধন করলেন মহানাগরিক শোভন চট্টোপাধ্যায় গত ৩১ জানুয়ারি। এই সংস্কার ও সৌন্দর্যায়ন প্রকল্পে শ্মশান প্রাঙ্গণস্থিত দুটি ঐতিহ্যবাহী শিবমন্দির ও একটি পুকুরের আমূল সংস্কার সাধন হয়েছে। এছাড়া সকল শবযাত্রীদের জন্য শীতাতপনিয়ন্ত্রিত একটি দ্বিতল প্রতীক্ষালয় ও একটি সুদৃশ্য তোরণ নির্মিত হয়েছে। প্রসঙ্গত বরো–১১ স্থিত এই শ্মশানসহ কলকাতা পুরাঞ্চলস্থিত মোট সাতটি শ্মশান কলকাতা পুরসভার অধীনে রয়েছে। উল্লেখ্য, নিমতলা এবং কেওড়াতলা মহাশ্মশানের থেকে গরিমায় কোনও অংশে পিছিয়ে নেই গড়িয়া মহাশ্মশান।

এলইডি হোর্ডিংয়ে বিপদ চালকদের, বিপাকে পুরসভা

বরুণ মণ্ডল

বিজ্ঞাপনের হোর্ডিং ভাড়া দিয়ে কলকাতা পুরসভা বছরে গড়ে প্রায় ৩০–৩৫ কোটি টাকা আয় করে। কিন্তু চলতি ২০১৫–'১৬ অর্থবর্ষে হোর্ডিংয়ের বরাতে ব্যাপক অনিয়মের জেরে পুরসভার প্রায় ১৭ কোটি টাকা হাতছাড়া হচ্ছে। পুরসভার এমন এক দুঃসময়ে আবার ডেপুটি কমিশনার (ট্রাফিক) রীতিমতো চিঠিচাপাটি দিয়ে আটঘাট বেঁধে পুরসভাকে জানিয়ে দিয়েছে, আইনি বাঁধার জন্যই মহানগরের রাস্তার ধারে 'লাইট এমিটিং ডায়ড' (এলইডি) হোর্ডিং বসানো ঠিক হবে না। কারণ ২০০৭ সালে এ বিষয়ে হায়দরাবাদ পুরসভার বিরুদ্ধে জনৈক এক ব্যক্তি হাইকোর্টে মামলা ঠুকে দেয়। সেই মামলার রায় দিতে গিয়ে হায়দরাবাদ ডিভিশন বেঞ্চ জানায় এলইডি বোর্ডের উজ্জ্বল চলন্ত আলোয় গাড়ির চালকের সামনে দেখতে অসুবিধা হয়।

আর তাতে যে কোনও সময়ে ছোট বড়ো দুর্ঘটনা ঘটতে বাধ্য। এ যুক্তিতে হায়দরাবাদ মহানগর থেকে সমস্ত এলইডি বোর্ড খুলে ফেলার জন্য সংশ্লিষ্ট এজেন্সিগুলিকে হায়দরাবাদ হাইকোর্ট নির্দেশ দেয়। এরই সঙ্গে তাঁদের অবগতির জন্য জানানো হয়, আগামী দিনে রাস্তায় এলইডি বোর্ড লাগানোর আগে নগর–পরিকল্পনা বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে উপযুক্ত পরামর্শ নিতে হবে। এ অবস্থায় কলকাতা পুলিশের বিশেষজ্ঞ ভাবনা শহরে এলইডি হোর্ডিং বসানো আইনবিরুদ্ধ কাজ হবে। তাই এ ব্যাপারে কেপি পুরসভাকে আগাম সতর্কীকরণ করে দিয়েছে। কেপি–র ওই চিঠি পুরকর্তাদের হাতে আসার পরই তারা চোখে ধুতরো ফুল দেখতে শুরু করেছে। পুর বিজ্ঞাপন দফতরের এক আধিকারিক জানিয়েছেন শহর থেকে হোর্ডিং তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত প্রায় মাসখানেক আগে পুর সর্বোচ্চ নীতিনিয়ামক কমিটি মেয়র পারিষদ বৈঠকে গৃহীত হয়েছে। সে মতো বিজ্ঞাপন সংস্থাগুলিকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। কোন কোন মহানগরী সড়কে এলইডি বোর্ড বসবে সেটারও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। আবার গত ৫ ফেব্রুয়ারি থেকে টেন্ডার জমা পড়ার কাজ শুরু হয়েছে। কিন্তু হঠাৎ করে কেপি–র আপত্তিতে এত বড়ো কর্মযজ্ঞে ইতি টানতে হয়েছে।

ফলস্বরূপ, নয়া অর্থবর্ষে হোর্ডিংয়ের বরাত দেওয়া কার্যত অনিশ্চিত হয়ে পড়ল। আবার শহর সৌন্দর্যায়নের কাজে যেমন বাধাপ্রাপ্ত হবে, তেমনি পুরসভার বিপুল রাজস্ব হাতছাড়া হবে। নগর পরিকল্পনা বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, পুরসভার কার্য প্রক্রিয়ার ত্রুটি বিচ্যুতির বড় অঙ্কের রাজস্ব হাতে বাইরে থেকে গেল। এদিকে পুর আধিকারিকরা কেপি–কেই কাঠগড়ায় তুলেছে। তাদের বক্তব্য, কলকাতা হাইকোর্ট তো এলইডি বোর্ড নিয়ে কোনও নিষেধাজ্ঞা জারি করেনি। তা সত্ত্বেও তাদেরকে সামনে রেখে পুলিশ সমস্যা তৈরি করছে। যদিও বিতর্কে জড়িয়ে পড়ার ভয়ে কোনও আধিকারিক প্রকাশ্যে মুখ খুলতে চাইছেন না।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫০ বর্ষ, ১৬ সংখ্যা, ১৩ ফেব্রুয়ারি – ১৯ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬

এঁদের দুঃসহ পরিস্থিতির কথা কবে কে ভাববে?

বাংলার রাজনৈতিক উত্তাপ বাড়ছে। জোট মহাজোট কুয়াশা এখনো কাটেনি। রাজনৈতিক হানাহানি, দলবদলের নানা নাটক, গণমাধ্যমের নানা পক্ষপাতিত্ব, বিজ্ঞাপনের ঝংকানিনাদে হারিয়ে যাবে ভোট কর্মীদের নিরাপত্তার প্রশ্নটি, গৌণ হয়ে থাকবে ভোটদাতাদের অসহায় অবলার ইতিকথা।

প্রতি বছরই কেন্দ্রীয় বাহিনীর সংখ্যা নিয়ে বিতর্কের ঝড় ওঠে। সংখ্যা মিলুক না মিলুক বাস্তব ক্ষেত্রে ভোটের দিন দেখা যায় একরাশ অভিযোগ, ফলাফল প্রকাশের পর মিলিয়ে যায় সব ক্ষোভ বিক্ষোভ। যাদের পরিবার থেকে হারিয়ে যায় স্বজন সেখানে নিয়মমতো সরকারি আর্থিক সাহায্যই ক্ষতের ওষুধ হিসাবে দেওয়া হয়। স্বজন হারানোর স্মৃতি জেগে থাকে তাদের সারাজীবন। যারা আহত হন, হেনস্থা হন তাঁদের স্মৃতিতে ভোট নামক গণতন্ত্রের বিভীষিকা অমলিন থাকে দীর্ঘদিন। রাজনৈতিক দলগুলি 'নির্ভয়ে' ভোট দানের সোচ্চার আবেগ জাগ্রত করলেও ভোটের দিন বহু ক্ষেত্রেই তাদের মাত্রাহীন তান্ডব কাঁপিয়ে দেয় গণতন্ত্রের ভিত।

পোলিং পার্সোনালদের কী দুঃসহ পরিস্থিতিতে দিনের পর দিন ভোটের কাজ করে যেতে হয় তা রাজনীতির পদগ্রাহীদের পক্ষে বুঝে ওঠা অসম্ভব। ভোটকর্মীদের যতটা প্রতিকূল পরিস্থিতিতে ফেলে দেওয়া যায় ততই স্থানীয়ভাবে প্রভাবশালী দলের পোয়া বারো। ভোট গ্রহণের আগের সন্ধ্যা থেকেই ভোটকর্মীদের ওপর নানাস্তরে চলে অমানবিক চাপ তৈরির কৌশল। রাতে থাকা শোয়া, খাওয়া দাওয়া থেকে শুরু করে সার্বিক নিরাপত্তা নিয়ে চলে নীরব কৌশল। কোথাও বা সরব হুংকার যে সব অঞ্চলে মিডিয়া পুলিশ কিংবা সেলিব্রেটি রাজনীতিকদের চরণচিহ্ন পড়ে না সেখানে পোলিং অফিসাররা একেবারেই অসহায়। নিরপেক্ষভাবে ভোট করাতে গেলে তাঁদের প্রাণ সংশয়ের সম্ভাবনা থাকে। ভোট ফেরত ভোট কর্মীরা দীর্ঘশ্বাস ফেলে প্রতিবারই একথা ক্ষোভের সঙ্গে বলে থাকেন। কিন্তু সরকারি চাকরি বাঁচানোর তাগিদে, পরিবার পরিজনের কথা ভেবে বিদ্রোহী হতে পারেন না, হতে পারেন না রাজনীতির কারবারি, কিংবা লিখতে পারেন না সত্যকথাটি। গণতন্ত্রে ভোট উৎসবে এঁদের কথা কে কবে ভাববে?

অমৃত কথা

যতক্ষণ আমি তুমি আছে যতক্ষণ ভেদ বুদ্ধি আছে, ততক্ষণ নির্গুণ ব্রহ্মের উপলব্ধি হয় না, ততক্ষণ সগুণ ব্রহ্ম মানতে হয়।

যে ব্যক্তি সর্বদা ভগবানের চিন্তা করে, সেই বুঝতে পারে যে তাঁর স্বরূপ কি। যে ব্যক্তি সর্বদা গাছতলায় থাকে, সেই জানে যে বহুরূপী গিরগিটির নানা রং –কখনও হলদে, কখনও সবুজ, কখনও লাল, আবার কখনও বা কোনও রং নেই, ভগবানও সেই রকম, তিনি নানাভাবে নানারূপে তাঁর ভক্তদের দেখা দিয়ে থাকেন। যারা তাঁর কোনও খোঁজ খবর রাখেন না, তারাই তাঁর স্বরূপ নিয়ে তর্ক ঝগড়া করে।

নিত্য থেকেই লীলা, আবার লীলা থেকেই নিত্য। লীলা ধরে স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ ও মহাকারণে যেতে হয়। মহাকারণে এলেই সব চুপ, সেখানে কোনও কথা চলে না। আবার সেখান থেকে ক্রমে কারণ, সূক্ষ্ম ও স্থূলে আসতে হয়। মহাসমুদ্রের ঢেউ মহাসমুদ্রে উঠছে আবার তাতেই লয় হচ্ছে।

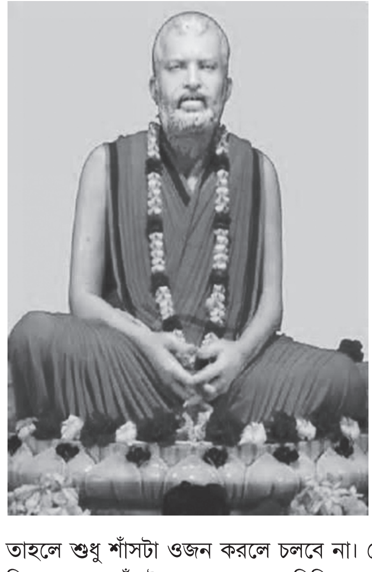

যতক্ষণ ঈশ্বর না পাওয়া যায়, ততক্ষণ নেতি নেতি করে বিচার দ্বারা তাঁকে ধরতে হয়, তাঁকে পেলে তখন দেখতে পাওয়া যায় যে, তিনিই সব হয়েছেন। ঈশ্বর, মায়া, জীব, জগৎ, ভালো, মন্দ, শুচি, অশুচি–সবই তিনি।

একটা বেলের খোলা, শাঁস বিচি, এসব যদি আলাদা করা যায়, তার পরে যদি একজন জানতে চায় যে, বেলটা ওজন কত? তাহলে শুধু শাঁসটা ওজন করলে চলবে না। খোলা বিচিও নিতে হবে। বিচার করলে শাঁসটা সার, খোলা ও বিচি অসার, কিন্তু সত্তার শাঁস,সেই সত্তাতেই খোলা ও বিচির উৎপত্তি। সম্পূর্ণ বেল বুঝতে হলে খোলা ও বিচি ফেলবার যো নেই। সেই রকম ঈশ্বরই সার বস্তু, কিন্তু তাঁকে পূর্ণরূপে বুঝতে হলে সৃষ্টি, জীব জগৎও তাঁর সঙ্গে নিতে হবে।

কলাগাছের খোলা ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে মাঝে যেতে হয়, আবার মাঝ থেকে ক্রমে খোলার পর খোলায় এলে সম্পূর্ণ গাছের জ্ঞান উপলব্ধি হয়। সেইরূপ নেতি নেতি করে উঠে গেলেই ব্রহ্ম, আবার ব্রহ্ম থেকে নেমে এলেই জগৎ।

সচ্চিদানন্দ যেন অনন্ত সাগর। ঠাণ্ডায় যেমন সাগরের জল বরফ হয়ে সাগরের জলে ভাসে, তেমনি ভক্তি–হিম লেগে সচ্চিদানন্দ সাগরে সাকার মূর্তি দর্শন হয়। ভক্তের জন্য সাকার। আবার জ্ঞান–সূর্য উদয় হলে বরফ গলে আগেকার যেমনি জল তেমনি হয়, অধঃ উর্দ্ধ পরিপূর্ণ। সমুদ্র জলে জল। তাই শ্রীমদ্ভাগবতে স্তব করেছে–ঠাকুর তুমিই সাকার, তুমিই নিরাকার, আমাদের সামনে তুমি মানুষরূপে লীলা করছো, আবার বেদে তোমাকেই বাক্য মনের অতীত বলছে।

কবীর বলতেন–'সাকার আমার মা–নিরাকার আমার বাপ। কিসকো নিন্দে কিসকো বন্দে, দোনো পাল্লা ভারি।'

প্রশ্ন: মশাই আমাদের উপায় কি?

উত্তর: গুরু বাক্যে বিশ্বাস, তাঁর বাক্য ধরে ধরে গেলে ভগবানকে লাভ করা যায়, যেমন সূতোর খেই ধরে ধরে গেলে বস্তু লাভ হয়।

কর্ম করা দরকার। সাধনা কর্মগুলো তাড়াতাড়ি শেষ করে নিতে হয়। স্যাকরারা সোনা গলাবার সময় হাপর, পাখা, চোঙ এসব দিয়ে হাওয়া করে,যাতে আগুনটা খুব বেড়ে সোনাটা গলে। সোনা গলাবার পর তখন বলে,তামাক সাজ। এতক্ষণ কপাল দিয়ে ঘাম পড়ছিল, এখন সুখে বসে তামাক খাবো।

একটু সাধনা করলেই গুরু বুঝিয়ে দেন, এই এই। তখন সে নিজেইবুঝতে পারবে কোনটা সৎ, আর কোনটা অসৎ। ঈশ্বরই সত্য আর সব অনিত্য।

ঘোড়ার চোখে দুদিকে ঠুলি না দিলে ঘোড়া এগিয়ে যেতে পারে না। রিপুদেরও সেই রকম আগে বশ না করতে পারলে মনরূপ অশ্ব ঈশ্বরের দিকে এগোতে পারে না।

শাস্ত্র কত পড়বে, কেবল বিচার করতে থাকলেই বা কি হবে? আগে তাঁকে লাভ করবার চেষ্টা কর।গুরু বাক্যে বিশ্বাস করে কিছু কর্ম কর। গুরু না থাকেন ভগবানের কাছে ব্যাকুল প্রাণে প্রার্থনা কর, 'তিনি কেমন' তিনিই জানিয়ে দেবেন।

সাংবাদিক গুহের ভবিষ্যৎবাণী ঝান্ডা এবং দলের নাম বদল না করলে সিপিএম কোনও দিন ক্ষমতায় ফিরতে পারবে না

নির্মল গোস্বামী

পশ্চিমবঙ্গে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে সব থেকে আলোচিত বিষয় হল কংগ্রেস–সিপিএম তথা বামফ্রন্টের জোট। ভাগ্যের কি নিষ্ঠুর পরিহাস। এককালে সিপিএম কেন্দ্র থেকে কংগ্রেসকে উৎখাত করতে চাইত আর কংগ্রেস পশ্চিমবঙ্গ থেকে সিপিএমকে ক্ষমতাচ্যুত করতে চাইত। আজ উভয়েই ক্ষমতাচ্যুত। তাই একে অপরের ব্যাথাটা সহজেই বুঝতে পেরেছে। একে অপরের সমব্যাথী। বুদ্ধ বলছে জোট চাই, সূর্য বলছে জোট চাই। ওদিকে অধীরের অধীরতা তুঙ্গে জোটের জন্য। তিনি রোজ হিল্লি দিল্লি করে বেড়াচ্ছেন। মান্নান সাহেব সোনিয়ার সঙ্গে একান্তে দেখা করে বোঝাচ্ছেন বঙ্গে জোটের কত প্রয়োজন। বেচারা ভোটার এই সব দেখে শুনে কিঞ্চিৎ রোমাঞ্চিত। সত্যিই কি তেলে জলে মিশ খাবে। আর মিশ না খাওয়ারই বা কি আছে সদ্য বিহার তো দেখিয়ে দিয়েছে লালু–নীতিশ দুই চির শত্রু কেমন গলা জড়াজড়ি করে ভোট লড়ল। তাহলে আমাদের বঙ্গের এই সর্বগ্রাসী তৃণমূলের বিরুদ্ধে জোট হবে না কেন? নিশ্চয় হবে রাজনীতিতে অসম্ভব বলে নাকি কিছু হয় না।

এই প্রসঙ্গে খুব ছোট বেলায় পড়া একটা গল্পের কথা মনে পড়ল। এক ব্রাহ্মণ এক ভোজবাড়িতে এতো খাওয়া খেয়েছে যে আর হেঁটে বাড়ি যাবার ক্ষমতা নেই। ভোজবাড়ি থেকে কোনরকমে একটু দূরে নদীর বাঁধের কাছে বাবলা গাছের ছায়ায় শুয়ে পড়ল। ইচ্ছা কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নিয়ে পেট একটু খালি হলে বাড়ি ফিরবে। শোয়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণ ঘুমিয়ে পড়ল। ইতিমধ্যে নদীতে পূর্ণ জোয়ার এলো। সেই জোয়ারে এক ফুলে ঢোল হয়ে যাওয়া মড়া ভেসে এসে ব্রাহ্মণের পাশে আটকে গেল। অনেকক্ষণ পর ব্রাহ্মণ পাশ ফিরে শুতে গেল এবং মড়ার গায়ে তাঁর হাত ঠেকল। ঘুমে আচ্ছন্ন অবস্থাতেই ব্রাহ্মণ সেই মড়ার দেহে হাত বুলিয়ে বলে উঠল ''দাদা তোমারও পেট কি ফুলে ঢাক সমান।'' যাক একজন সঙ্গী পাওয়া গিয়েছে এই ভেবে ব্রাহ্মণ আবার ঘুমিয়ে পড়ল।

এখানে যে জিনিসটা লক্ষ্য করার বিষয় তা হলে যে ব্রাহ্মণ সঙ্গী পাওয়ার আনন্দে এতোটাই মশগুল যে জলে পড়া মড়ার গন্ধটুকুও ব্রাহ্মণের নাকে গেল না।

বঙ্গ রাজনীতির ময়দানে সিপিএম হচ্ছে ওই ব্রাহ্মণ। ৩৪ বছর শাসন করেছে। সে জানে মানুষ আর তাকে বিশ্বাস করে না। তাই একা ভোটের ময়দানে সে একা চলতে পারে না। তাতে করে তার কেবলই শক্তি ক্ষয় হবে। আর পশ্চিমবঙ্গে যে দিন থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তৃণমূল কংগ্রেস গঠন করেছে সে দিন থেকে বঙ্গবাসীর মনে কংগ্রেস অপ্রাসঙ্গিক হয়ে গিয়েছে। দিল্লি ভোট এলে কিছুটা প্রাসঙ্গিকতা ফিরে পায় অবশ্য। বর্তমানে ওই মড়ার মতো।

যে কংগ্রেস ভারতবর্ষের পুঁজিপতি মুনাফাখোর কালো বাজারীদের দালাল। সেই কংগ্রেসের বিরুদ্ধে লড়াই করে কত কমরেড শহিদ হল। কত কমরেড জেল খাটল। কত কমরেড আত্মগোপন করে কাল কাটালো। সেই কংগ্রেসের সঙ্গে আজ জোট গড়তে হবে। যে সোনিয়া মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের দালালি করে পরমাণু চুক্তি সই করল তার প্রতিবাদে ইউপিএ ওয়ান সরকারের উপর থেকে সমর্থন তুলে নিল প্রকাশ কারাত আজকে সেই সনিয়ার মুখের দিকে চাতকের মতো চেয়ে আছে কখন করুণা বিগলিত দু ফোঁটা পড়বে। কংগ্রেসের শ্রেণী চরিত্র তার গায়ের গন্ধ সব ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে গেল। আজকে সিপিএম এর কাছে কংগ্রেসের একমাত্র পরিচয় হচ্ছে সে পেট ফোলা দাদা।'' সে মৃত না জীবিত সে খোঁজের প্রয়োজন নেই।

একথা সকলেই জানে যে সরকার চালানোর ভূমিকা থেকে বিরোধীর ভূমিকা পালন করা অনেক সহজ যে কোনও রাজনৈতিক দলের কাছে। 'সরকার এই ভুল করছে' যত সহজে মানুষকে বোঝানো যায় বা মানুষ বিশ্বাস করে ততই কঠিন ''সরকার এই ভাল কাজ করেছে'' এটা মানুষকে বিশ্বাস করানো। ভাল কাজ 'ভোটের জন্য করেছে' এই বলে সরকারের সৎ উদ্দেশ্য সন্দেহের অবকাশ তৈরি করে দেওয়া যায়। ২০০৪ সালে অটলবিহারির সরকারের 'ফিল গুড' তত্ত্ব যেমন মানুষ বিশ্বাস করেনি। ফলে ৩৪ বছর ধরে এই কংগ্রেস বিরোধী দলের সহজ ভূমিকা পালেন চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। তাই তো দল ছুট তৃণমূলের জন্ম। সেই কংগ্রেসকে মানুষ পশ্চিমবঙ্গের দায়িত্ব দিতে চায় একথা শুধু নেতারাই বলছে জনগণ স্বপ্নেও একথা ভাবে নি।

আবার উল্টো দিকে সাড়ে তিন দশক ধরে রাজ্য চালিয়ে কোন কাজটা করতে বাকি আছে যে সিপিএম ক্ষমতায় এসে তা করে দেবে? ১ লক্ষ ৩০ হাজার কোটি টাকার দেনা অথচ প্রতি বছর ঘাটতি শূন্য বাজেট পেশ করে গিয়েছে। মমতা দেনা করছে তার একটা বাস্তব প্রয়োগ দেখতে পাচ্ছে মানুষ। তিনি দুহাতে বেহিসাবীর মতো জনগণকে টাকা বিলোচ্ছেন। তাই তার দেনা। কিন্তু বামফ্রন্টের কোন প্রকল্প প্রণয়নের জন্য দেনা করতে হয়েছে তা কি বলতে পারবেন? সিপিএম শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্প সব শেষ করে গিয়েছে। প্রশাসনে দলীয়করণ করে গিয়েছে। মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারকে হরণ করেছে সুচতুর কৌশলে। এক লক্ষ কোটি বেকার তৈরি করে গিয়েছে। কি বলে মানুষের কাছে ভোট চাইবে?

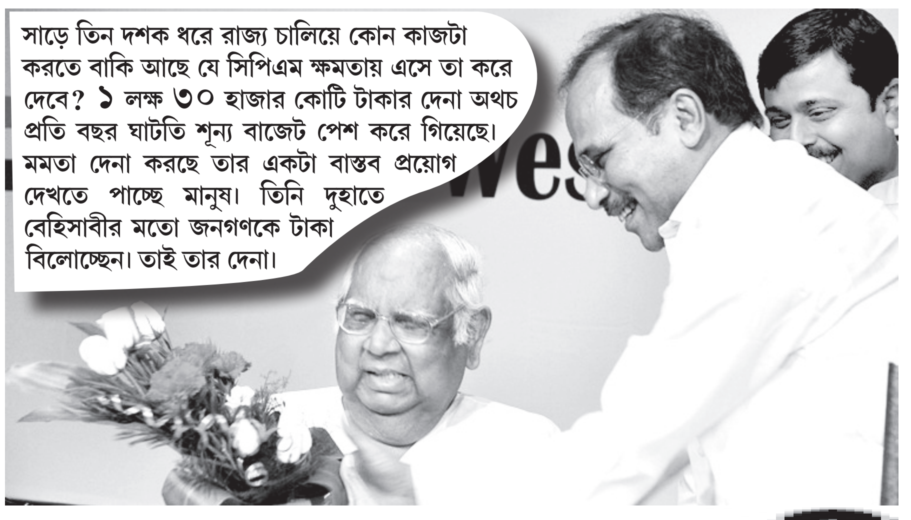

কিন্তু বামফ্রন্টের কোন প্রকল্প প্রণয়নের জন্য দেনা করতে হয়েছে তা কি বলতে পারবেন? সিপিএম শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্প সব শেষ করে গিয়েছে। প্রশাসনে দলীয়করণ করে গিয়েছে। মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারকে হরণ করেছে সুচতুর কৌশলে। এক লক্ষ কোটি বেকার তৈরি করে গিয়েছে। কি বলে মানুষের কাছে ভোট চাইবে?

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে তখন শুধু বিরোধিতা করে গিয়েছেন। মানুষ তাকে বিশ্বাস করেছে কারণ তার দলের অতীতে সরকার চালাবার ভালমন্দ কোনও রেকর্ডই ছিল না। আজ বামেরা ক্ষমতায় যে সব কাজের বিরোধিতা করছে সেই সব কাজ তারা করছে বা তাদের আমলে হয়েছে জনগণের স্মৃতি এখনও সজীব আছে। ফলে তাদের বিরোধিতা সত্যের মাটি স্পর্শ করতে পারছেনা। জোলো হয়ে যাচ্ছে। জনগণ আবার ডেকে এনে সিপিএমকে ক্ষমতায় বসিয়ে দেবে। এ চিন্তা যে নেতারা করছে বুঝতে হবে তাদের মস্তিষ্ক বিকার ঘটেছে বা আজ জনগণ থেকে তারা বিচ্ছিন্ন।

এই দুটো দল সিপিএম আর কংগ্রেস যতই গলাগলি করুক বাংলার জনগণের তাতে তাপ উত্তাপ নেই। কারণ যদি প্রশ্ন করা যায় যে সত্যিই কি জনগণের কাজ করার জন্য জোট বাঁধছে? গণতন্ত্রে জনগণের কাজ করার জন্য বিরোধীদের অবকাশ থাকে। তুমুল বিরোধিতা করে জন বিরোধী সিদ্ধান্ত নেওয়া থেকে সরকারকে বিরত করতে পারে। এসইউসি যেমন বাম সরকারকে প্রাথমিকে ইংরাজি ফিরিয়ে আনতে বাধ্য করেছিল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেমন সিঙ্গুর থেকে টাটাদের চলে যেতে বাধ্য করেছিল। তেমনভাবে মমতা সরকারের কোনও জনবিরোধী সিদ্ধান্তের মরণপণ বিরোধিতা করেছে কি সিপিএম বা কংগ্রেস? টাকার শক্তিকে যদি না কুলায় তবে ভোটের আগে যৌথ আন্দোলন করতে পারত। তাহলে জনগণ বুঝত যে না এই দুটো সত্যিই মানুষের জন্য ভাবে। এখন ভোটে জিততে হবে তাই ঝান্ডা, শ্লোগান ছেড়ে দুটো দল ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে বের হতে চাইছে ক্ষমতায় ফেরার জন্য। জনগণ এই ভন্ডামী এতো সহজে মেনে নেবে বলে মনে হয় না। বিহারে লালু–নীতিশের জয় হয়নি জয় হয়েছে কুর্মী আর যাদব সম্প্রদায়ের। সেখানে জন্মগত জাত থাকে শত চেষ্টা করেও মানুষকে ভোলানো যায় না। আর পশ্চিমবঙ্গে তেমন কোনও জাত নেই আছে পার্টির কিছু জাত সমর্থক। যা সময়ে সময়ে নানান স্বার্থের সংঘাতে পাল্টে যায় সহজেই। তেমন জাত সমর্থকদের উপর নির্ভর করে ভোটে জেতা সম্ভব নয়।

জোট গড়ার জন্য যেমন একটা শক্তি কাজ করছে তেমনি জোট যাতে না হয় তার জন্য একটা শক্তি কাজ করছে। এখন কোন শক্তি জয়ী হয় তা সময়ে প্রমাণ হবে। তবে জোট যদি হয় তাহলে উত্তরবঙ্গে উভয় দলই কিছু সিট ধরে রাখতে পারবে। রাজনীতিতে টিকে থাকার জন্য যা অত্যন্ত জরুরি। এই সত্যটা দুটো দলই বোঝে তাই জোটের প্রতি এতো প্রেম। সরকার গড়া নৈব নৈব চ। আর জোট যদি না হয় তবে উত্তরবঙ্গেও এই দুটি দলের হাল দক্ষিণবঙ্গের মতো হবে। তখন সিপিএম ক্ষমতায়, আমাদের প্রতিষ্ঠাতা সাংবাদিক তরুণ ভূষণ গুহ আমাকে দিয়ে লিখিয়েছিলেন যে এই সিপিএম দলটা একবার ক্ষমতাচ্যুত হলে আর ক্ষমতায় ফিরতে পারবে না। ঝান্ডা এবং দলের নাম বদল করে চেষ্টা করলে যদি পারে তা না হলে নয়। সিপিএমের জোট বার্তার তাগাদায় সেই সত্যেরই যেমন ইংগিত পাওয়া যাচ্ছে।

রাজ্য রাজনীতির একূল–ওকূল

জোট হলেও পাল্লা ভারী শাসকের

কল্যাণ রায়চৌধুরী

রাজ্যে আসন্ন ২০১৬–র বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস ও সিপিএম তথা বামফ্রন্টের জোট সম্ভাবনা এখন প্রধান আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠেছে। শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে এখন রাজ্যে এই দুই বিরোধী দল রীতিমতো মরিয়া হয়ে উঠেছে। অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য এই দুই বিরোধী দলের জোট গড়া যে একান্তই আবশ্যক একথা মনে করছেন উভয় দলের রাজ্য নেতৃত্বের একটা বড় অংশ। এই দুই বিরোধী শক্তির মধ্যে সবচেয়ে জোটের জন্য লালায়িত সিপিএম বলে বিশ্লেষকদের অভিমত। তবে কংগ্রেসের সঙ্গে বামফ্রন্টের জোট শেষ অবধি হবে কিনা, তা এখন নিশ্চিত নয়। কারণ এ বিষয়ে সোনিয়া গান্ধি এখনও দ্বিধায় রয়েছেন। রাজ্য নেতৃত্বের বিভিন্ন কথা তাঁকে ভাবাচ্ছে। একদিকে যেমন কংগ্রেসের আব্দুল মান্নান, প্রদীপ ভট্টাচার্য, সোমেন মিত্র, অধীর চৌধুরীরা জোটের পক্ষে সওয়াল করছেন, তেমনই অন্যদিকে উত্তরবঙ্গের দেবপ্রসাদ রায় ও পশ্চিম মেদিনীপুরের মানস ভুঁইয়ারা বামেদের সঙ্গে জোটের বিরোধিতা করছেন।

রাজ্যের উত্তরবঙ্গে যেখানে তুলনামূলকভাবে কংগ্রেস শক্তিশালী, সেখানেও বিধানসভা ভোটে কংগ্রেসের কর্তৃত্ব চ্যালেঞ্জের মুখে এসে পড়েছে। তবু শেষ পর্যন্ত যদি এই জোট হয়, তবে কংগ্রেসের একটা অংশ, বিশেষ করে যাঁরা প্রবীণ বা ষাটোর্দ্ধ, তারা এই জোট মেনে নেবেন না। কারণ তারা বাম আমলে চৌত্রিশ বছর ধরে সিপিএমের মার খেয়েছেন। সেকথা আজও ভোলেননি। এমনই মন্তব্য বিশ্লেষক মহলের। উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরেছেন, সম্প্রতি গনি খানের মেয়ের বিদেশ থেকে ফিরে এসে তৃণমূলে যোগদানের ঘটনাকে। নিঃসন্দেহে এই পরিবার দীর্ঘদিনের কংগ্রেসী আদর্শে বিশ্বাসী পরিবার। গনি খানের এই কন্যা এই জোটের প্রতি মোটেই আস্থাশীল নন। বামফ্রন্ট ও কংগ্রেসের জোট সম্পর্কে এই ঘটনাকে মালদা জেলা কংগ্রেসের প্রতিক্রিয়া হিসেবে মনে করছেন বিশ্লেষকরা।

অন্যদিকে রাজ্য সিপিএমের সূর্যকান্ত মিশ্র, বিমান বসুরা যে কোনও মূল্যে এই জোট চান। এই জোট হলে সাধারণ মানুষ

উত্তর ২৪ পরগনা

একে মেনে নেবে না বলেও মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। তবে বামপন্থীদের মধ্যে এই জোটের অবশ্য বিরোধিতা করছে এসইউসিআই ও সিপিআই(এমএল) লিবারেশন ফ্রন্ট। এসইউসি–র উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা কৃষকসভার নেতৃত্ব কানাই ঘোষ বলেন, সিপিএম এখনও জনমনে তাদের জায়গা করতে পারে নি। তাই এই দলের একটা অংশ কংগ্রেসের সঙ্গে যৌথভাবে ভোট করতে চাইছে। তবে এতে লাভ নেই। কারণ জনমানসে দলের স্থান নেই। ফলে দলে দলে মিলে গেলে তাতে ভোট বাড়ে না। কারণ কংগ্রেসের অবস্থাও এ রাজ্যে একেবারে তলানিতে।' উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার আর এক রাজনৈতিক বিশ্লেষক পাঁচুগোপাল হাজরার মতে শেষপর্যন্ত কংগ্রেস ও বামফ্রন্টের জোট এ রাজ্যে হলেও তৃণমূল যে আবার ক্ষমতায় ফিরবে, এতে কোনও সন্দেহ নেই।

তবে কংগ্রেস ও বামফ্রন্টের জোট এ রাজ্যে সংঘটিত হলে, সেক্ষেত্রে বিজেপির সঙ্গে তৃণমূলের জোট গঠনের একটা সম্ভাবনা রয়েছে। কারণ হিসেবে বড় কাঁটা। তাই এই জোট হলে তৃণমূল কতকগুলি বাড়তি সুবিধা পাবে। যা এই নির্বাচনের পক্ষে একান্ত জরুরি। প্রথমত সারদা কান্ডে নিয়ে তৃণমূল অনেকটা স্বস্তিতে থাকবে। দ্বিতীয়ত কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়েও দলের চিন্তা কমবে। তৃতীয়ত আর্থিক বিষয় নিয়েও দুশ্চিন্তার লাঘব হবে অনেকাংশেই। পাশাপাশি এই জোটে বিজেপি অনেকটাই লাভবান হবে। কারণ তারা রাজ্যে শাসকদলের সহযোগিতা পাবে। বর্তমানে তাদের অধীনে রয়েছে মাত্র একটি বিধানসভা।

কিন্তু এই জোট হলে বিজেপির পশ্চিমবঙ্গে কয়েকটি বিধানসভা আসন বাড়ার উজ্জ্বল সম্ভাবনা থাকবে। তবে এই জোটে তৃণমূলের ক্ষতি হতে পারে মুসলিম ভোট ব্যাঙ্ক। রাজ্যে তৃণমূল বিজেপি জোট সংঘটিত হলে রাজ্যে তৃণমূলের মুসলিম ভোটের হার কমতে পারে বলে তথ্যাভিজ্ঞ মহলের অভিমত। এক্ষেত্রে তৃণমূল প্রত্যক্ষ জোটে না গিয়ে পরোক্ষভাবে বোঝাপড়ার মাধ্যমে আসনরক্ষা করতে পারে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্ট বিশ্লেষকমহল। উত্তর চব্বিশ পরগনা এসইউসি–র অন্যতম জেলা নেতা কানাই ঘোষ বলেন, 'মূলত তিনটে জিনিস নির্বাচনকে নিয়ন্ত্রণ করে।

সেগুলি হল, অর্থনৈতিক ক্ষমতা, পেশি শক্তি ও প্রচার ক্ষমতা। নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে জনগণের আশা–আকাঙ্খার কোনও প্রতিফলন ঘটেনি।' কেন্দ্রীয় বাহিনীর ব্যবহার প্রসঙ্গে বলেন, 'বাম আমলে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে কিভাবে ব্যবহার করা হবে, এই মর্মে একটা আইন পাশ করা হয়েছিল। বর্তমানে তৃণমূলও সেই আইনের ব্যবহার করছে। যদি নির্বাচন কমিশন তার ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে, যেমন প্রয়োগ করা হয়েছিল সম্প্রতি বিহারের নির্বাচনে, তাহলে বিষয়টা আলাদা। সেক্ষেত্রে মানুষ নির্ভয়ে নিজের মত প্রকাশ করতে পারবে। তাতে তৃণমূলের কিছু আসন কমতে পারে, কিন্তু ক্ষমতাচ্যুত হবে না। কারণ মানুষের মনে এখনও তৃণমূলবিরোধী মনোভাব পুরোপুরি তৈরি হয়নি, এতে কোনও সন্দেহ নেই।'

তৃণমূল Vs তৃণমূল

কুনাল মালিক

আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় ইতিমধ্যেই ভোটের বাজনা বেজে গিয়েছে। একদা লাল দুর্গে এখন তৃণমূলের জোর তৎপরতা শুরু হয়েছে। বামেরাও বসে নেই, আপ্রাণ চেষ্টা করছে ঘুরে দাঁড়াতে। যুৎসই কোনও ইস্যু না পেলেও, হালের রেশন কার্ড বিতর্ক এবং নারী নির্যাতনকে হাতিয়ার করে ব্লকে ব্লকে ডেপুটেশন দিয়ে কর্মীদের মনে অক্সিজেন দিতে চাইছে। বিজেপিও রূপা গঙ্গোপাধ্যায়কে সামনে রেখে কাকদ্বীপ পর্যন্ত র‍্যালি করে তৃণমূল ও সিপিএমের ভোটারদের টানতে চাইছে। এত কিছুর পরেও নিঃসন্দেহে বলা যায় উন্নয়ন ও পরিষেবার নিরিখে শাসক তৃণমূল কংগ্রেস অনেক এগিয়ে আছে জেলার প্রতিটি ব্লকে। তৃণমূলের প্রতিপক্ষ বলতে এই মুহূর্তে তাদের নিজস্ব গোষ্ঠী কোন্দল। তৃণমূলই এখন তৃণমূলের প্রধান প্রতিপক্ষ। আর সেটাই বিরোধীদের ভরসা।

গত সাড়ে চার বছরে মা–মাটি–মানুষের সরকার বিভিন্ন পরিষেবার মাধ্যমে যথেষ্ট জনসংযোগ বৃদ্ধি করেছে। সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ নানাভাবে সরকারি পরিষেবা পেয়েছে। শিক্ষা ক্ষেত্রে কন্যাশ্রী প্রকল্প যথেষ্ট সাড়া ফেলেছে। সবুজসাথী প্রকল্পে ছাত্র–ছাত্রীরা সাইকেল পেয়েছে। অতিবৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত চাষিরা অর্থ পেয়েছে। ১০০ দিনের প্রকল্পে কলাগাছ, লেবু গাছ, নারকেল গাছের সঙ্গে নগদ টাকা পেয়েছে শ্রম দিবস হিসাবে। সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা পরিষেবার আমূল পরিবর্তন হয়েছে। বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা পাওয়া যাচ্ছে। সরকারি ওষুধের দোকানে ৬৭ শতাংশ ছাড়ে ওষুধ মিলছে। শীঘ্রই ২ টাকা কিলো চাল পাওয়া যাবে। নির্মল বাংলা প্রকল্পে ঘরে ঘরে সুলভে শৌচাগার তৈরি হচ্ছে।

দক্ষিণ ২৪ পরগনা

এছাড়াও, স্বনির্ভর গোষ্ঠীদের ছাগল, মুরগি পালনে সরকারি লোন দেওয়া হয়েছে। আগে এত মানুষ, পঞ্চায়েত বা পঞ্চায়েত সমিতিতে আসত না। এখন জেলার সব পঞ্চায়েত ও বিডিও অফিস রোজই খোলা থাকে। অধিকাংশ এলাকাতেই রাস্তাঘাট সংস্কার হয়েছে। সুন্দরবন এলাকাতেও উন্নয়নের ছাপ স্পষ্ট চোখে পড়ে। গত সাড়ে চার বছরে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সর্বত্রই একটা পরিবর্তনের জোয়ার লক্ষ্য করা যাচ্ছে। অন্যদিকে শাসক তৃণমূলের মধ্যে শুরু হয়েছে ব্যাপক গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ও লাঠিবাজি। ক্যানিং, ভাঙড়, ডায়মন্ড হারবার, সাগর, কাকদ্বীপ, সাতগাছিয়া সর্বত্রই এই প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। দলের শীর্ষ নেতারা বারবার সাবধান করা সত্ত্বেও দলের মধ্যে উপদল তৈরি হয়েছে একাধিক।

এই প্রবণতা বন্ধ করতে না পারলে ভোটের বাক্সে তার প্রভাব পড়তে পারে বলে অনেকেই আশঙ্কা করছে। রাজ্যে কংগ্রেস ও বাম শিবিরে অফিসিয়াল জোট হবে কিনা, সেটা লাখ টাকার প্রশ্ন। তবে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় তৃণমূলকে হারাতে সব বিরোধীরাই তলে তলে সলতে পাকাচ্ছে বলে খবর। সেই সঙ্গে যদি শাসক তৃণমূলের দলীয় কোন্দল থাকে, তাহলে বড় প্রশ্ন চিহ্ন দেখা যায়। যদিও জেলার তৃণমূলের এক শীর্ষস্থানীয় নেতা বলেন, ডানপন্থী দলে ছোটখাটো ভুল বোঝাবুঝি থাকে। ভোটের সময় সব ঠিক হয়ে যাবে।

সোনারপুরে বৃদ্ধার খুনীকে পাকড়াও করলো বারুইপুর এসডিপিও টিম

অভিজিৎ ঘোষ দস্তিদার

অবশেষে সোনারপুরে হরিহরতলা সৃজনী অ্যাপার্টমেন্টের বৃদ্ধা খুনের ঘটনার মূল অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করলো বারুইপুর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ও সোনারপুর থানার আইসি। নেতাজিনগর থানার বৈষ্ণবঘাটার বাসিন্দা প্রাক্তন ব্যাঙ্ক কর্মী সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের স্ত্রী দীপান্বিতা মুখোপাধ্যায় (৬৩)। তিনি ৪ তারিখ অর্থাৎ বৃহস্পতিবার সকাল ১০টা নাগাদ বাড়ির থেকে বেরোন এক আত্মীয়কে হাসপাতালে দেখতে যাওয়ার ছুতো করে। রাত পর্যন্ত দীপান্বিতার খোঁজ না পেয়ে সুব্রত তার কন্যাকে ফোনে জানায়। এরপর দীপান্বিতার ভাই আশিস চট্টোপাধ্যায়কে ফোনে না পাওয়ায় আর এক শ্যালককে ফোন করলে তিনি বলেন দিদি হয়তো আশিসদার ফ্ল্যাট সোনারপুরের হরিহরতলায় আছে। শুক্রবার সকালে নিখোঁজ ডায়েরি করেন সুব্রতবাবু। এরপর সৃজনি ফ্ল্যাটে যান। ফ্ল্যাটের দরজার সামনে গিয়ে দেখেন দরজা বন্ধ। এরপর নিরাপত্তাকর্মি ফনী দেবনাথের কাছে জানতে চান তার স্ত্রীর এখানে কাল এসেছিলেন কিনা। নিরাপত্তাকর্মী বলেন, বৃহস্পতিবার বিকালের দিকে দীপান্বিতা দেবী এসেছিলেন। পরে এক ভদ্রলোক ভাইয়ের পরিচয় দিয়ে ফ্ল্যাটে ঢোকেন। কিছুক্ষণ বাদে ফ্ল্যাট থেকে বেড়িয়ে যান। এই ঘটনা শুনে সুব্রতবাবু সোনারপুর থানায় খবর দেয়। পুলিশ এসে ফ্ল্যাটের কোলাপসেবল গেটের তালা ও কাঠের দরজা ভেঙে দেহ উদ্ধার করে। ঘরে ঢুকে দেখে মৃতার গলায় শাড়ির প্যাঁচ লাগানো হয়েছে। দেহ বার করে ময়না তদন্তের জন্য পাঠানো হয়। দীপান্বিতার ভাই এই ফ্ল্যাটের মালিক। শহরের বাইরে থাকতো বলে একটা ডুপ্লিকেট চাবি দীপান্বিতার কাছে থাকতো। সুব্রতবাবু বলেন ওঁকে দেখে মনে হচ্ছে খুন করা হয়েছে। এরপর খুনের ঘটনায় যৌথভাবে তদন্তে নামে সোনারপুর থানার আইসি সুজয় বন্দ্যোপাধ্যায় ও বারুইপুর এসডিপিও অর্ক বন্দ্যোপাধ্যায়। সূত্রের খবর প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে এটা একটা খুন, আত্মহত্যা নয়। কারণ প্রথমত কাঠের দরজা টেনে লক করা থাকলেও বাইরে থেকে খুনি দরজার হ্যাচবোল্ট লাগিয়ে দিয়ে গিয়েছে। দ্বিতীয়ত গলায় শাড়ির প্যাঁচ লাগানো, তৃতীয়ত পোস্ট মোর্টেমের প্রাথমিক রিপোর্টে পাওয়া যায় মেঝেতে মাথা ঠুকে মারা হয়েছে। রক্ত না বেরিয়ে ইন্টারনাল ব্রেন হ্যামারেজে দীপান্বিতা দেবীর মৃত্যু হয়েছে।

এরপর সোনারপুর থানা ও বারুইপুর এসডিপিও যৌথ উদ্যোগে খুনিকে পাকড়াও করতে কৌশল আঁটে । সূত্রের খবর – পাটুলিতে সোর্সের মাধ্যমে, বাস স্ট্যান্ড থেকে শুরু করে দীপান্বিতা দেবীর কোথায় যাতায়াত ছিল, কার কার সঙ্গে মেলা মোশা ছিল, সমস্ত কিছু খবর জোগাড় করে মাত্র ৭২ ঘন্টা যেতে না যেতেই গ্রেফতার হল খুনি। ৮ তারিখ সকাল থেকে ওঁত পেতে বসে ছিলেন বৈষ্ণব ঘাটার এসডিপিও অর্ক বন্দ্যোপাধ্যায়। সঙ্গে ছিল গোটা টিম। ১১২বি বৈষ্ণবঘাটা থেকে বেড়িয়েছেন সবেমাত্র ব্যাস। সঙ্গে সঙ্গে গ্রেফতার করে নিয়ে আসা হল সোনারপুর থানায়। জেরায় নাম বলে মলয় শঙ্কর মজুমদার (৫৩) পিতা–মৃত মৃণালকান্তি মজুমদার। এরপর বারুইপুর কোর্টে তোলা হলে বিচারক তাকে চারদিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। মলয় জেরায় স্বীকার করেছেন তিনিই খুন করেছেন। পেশায় জমি বাড়ির দালালি করে সে। সেই কারণে দীপান্বিতা তার ভাইয়ের হরিতলার ফ্ল্যাট বেচবে বলে ফ্ল্যাট দেখিয়ে অনেক লোকের কাছ থেকে টাকা নিয়েছে এটাই দাবি করে মলয়। সেদিন মলয়ের কাছ থেকে ২০০০ টাকা নেয় এরপর ফ্ল্যাটে ডেকে আরও টাকা নেওয়ার জন্য চাপ দেয়। এর পরেই মলয়ের সঙ্গে দীপান্বিতার ধ্বস্তাধস্তি শুরু হয়। মলয় দীপান্বিতার গলায় শাড়ীর প্যাঁচ দিয়ে যখন দেখে কিছু হয় নি তখন মৃত্যু নিশ্চিত করার জন্য দীপান্বিতাকে মেঝেতে সজোরে মাথা ঠুকে দেয়। এরপর ফ্ল্যাটের ফ্ল্যাশ ডোর টেনে লক করে বাইরে থেকে হ্যাচবোল্ট লাগিয়ে কোলাপসিবল গেটে তালা লাগিয়ে উধাও হয়ে যায়।

সাংবাদিকদের বিনামূল্যে যাতায়াত

বিশেষ সংবাদদাতা : পশ্চিমবঙ্গে কর্মরত যেসব সাংবাদিকের সরকারি পরিচয়পত্র অর্থাৎ প্রেস অ্যাক্রিডিটেশন কার্ড আছে তাঁরা এখন থেকে সরকারি বাস ও ট্রামে পরিচয়পত্র দেখিয়ে বিনামূল্যে যাতায়াত করতে পারবেন। রাজ্যের মধ্যে যেসব দূরপাল্লার বাস চলাচল করে তাদের ক্ষেত্রেও এই নিয়ম প্রযোজ্য হবে। যেসব ক্ষেত্রে বাসে অগ্রিম সংরক্ষণ ব্যবস্থা চালু আছে, সেখানে প্রতিটি বাসে যাত্রা শুরু করার ৭২ ঘন্টা আগে পর্যন্ত সাংবাদিকদের জন্য ২টি করে আসন সংরক্ষিত রাখা থাকবে। যদি কোনও সাংবাদিক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সংরক্ষিত আসনে ভ্রমণ করার ইচ্ছা প্রকাশ না করেন, তা হলে আসন দু'টি সাধারণ যাত্রীরা সংরক্ষণ করতে পারবেন। তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রধান সচিবের জারি করা আদেশনামা নং ১২৬৭/পিআর/আইসিএ, তারিখ ৩০/১২/২০১৫ এবং পরিবহন বিভাগের প্রধান সচিবের আদেশনামা নং ৩০০ ডব্লিউটি/টিআর/ও/৭বি–২/১৬, তারিখ ২১/০১/২০১৬ অনুসারে এই ব্যবস্থা রাজ্যের সর্বত্র বলবৎ করা হয়েছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা তথ্য সংস্কৃতি দপ্তর এই বিজ্ঞপ্তি প্রচার করেছে।

চন্দননগরে ঐতিহ্যমণ্ডিত কানাইলাল স্কুলের পুনর্মিলন উৎসব

মলয় সুর, চুঁচুড়া : চন্দননগরের ঐতিহ্যমণ্ডিত কানাইলাল বিদ্যামন্দির (ইংরাজি বিভাগ) স্কুলের প্রাক্তনী ছাত্রদের পুনর্মিলন উৎসব মহা সমারোহে অনুষ্ঠিত হল। ৩১ জানুয়ারি বিকেলে অনুষ্ঠানে বিভিন্ন প্রজন্মের ৭০ জন প্রাক্তন ছাত্ররা হাজির ছিলেন। তাদের ছাত্রজীবনের নানা মুহুর্তগুলের স্মৃতিচারণ করেন। এই বিদ্যালয়ের ছাত্ররা বিভিন্ন প্রতিভা নিয়ে দেশ–বিদেশে ছড়িয়ে রয়েছে। অনুষ্ঠান চলাকালীন প্রাক্তন ছাত্রদের সঙ্গে পরিচয় পর্ব ছিল। বয়সের ভারে অনেকের নামের সঙ্গে মণিকোঠায় স্মরণ করা হলেও তাদের মুখমন্ডল বেশ পরিবর্তন হয়েছে।

বিপ্লবী কানাইলাল দত্তের নামকরণে স্কুলের একটা আলাদা ইতিহাস আছে। এদিন পরিবেশিত হয় গান, আবৃত্তি, গীতি আলেখ্য, মাউথ অরগানে চন্দন পাল রবীন্দ্রসঙ্গীত শোনান। পুনর্মিলন উৎসবের যুগ্ম সম্পাদক তথা প্রাক্তন ছাত্র বিজয় গুহ মল্লিক জানান, শতাব্দী প্রাচীন বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষগুলিকে সারানোর ব্যবস্থা করবেন। ১২ জন প্রাক্তন ছাত্র এই দায়িত্ব নিয়েছেন। এছাড়া স্কুলের নানা সমস্যার কথা তুলে ধরেন। তবে শুভ পুনর্মিলন সমিতি বার্ষিক উৎসব করা নয়, প্রসঙ্গত তারই পাশাপাশি মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকের পরীক্ষার্থীদের কর্মশালা, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, কেরিয়ার গাইডেন্স, অঙ্কন প্রতিযোগিতাসহ নানা কর্মকান্ড অনুষ্ঠিত করার পরিকল্পনা রয়েছে। এই প্রাচীন বিদ্যালয়ে সুনাম অনুযায়ী বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কাছে ছাত্ররা ঋণী রয়েছে।

অন্যদিকে স্কুলের প্রাক্তনী বামাপদ চট্টোপাধ্যায় জানালেন, প্রত্যেক প্রাক্তন ছাত্রদের কাছে ঐতিহ্যমন্ডিত বিদ্যালয়ে পরিকাঠামো উন্নয়নে সহযোগিতার জন্য আবেদন রয়েছে। প্রতিবছর এই বিদ্যালয়ের ছাত্ররা রাজ্যের মেধা তালিকায় মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকে বিজ্ঞান, সাহিত্য ও কলা বিভাগে স্থান পায়। পুনর্মিলন সমিতি পরিচালিত সদস্য মহম্মদ আশিফ আনসারি বলেন, শুধু পঠন পাঠনে নয় খেলাধূলাতে যথেষ্ট সুনাম বৃদ্ধি করেছে কলকাতা গড়ের মাঠে তিন প্রধানে ফুটবল খেলে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। এমনকি বিদ্যালয়ের ছাত্র ঈশান পোড়েল মুম্বাইয়ে ফ্রাবোন স্টেডিয়ামে সিনিয়র রনজি ট্রফি খেলতে গিয়েছে। সে এবারের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী ছিল। এদিন উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন শিক্ষক ও অনুষ্ঠানের সভাপতি জগন্নাথ দত্ত, মলয় সুর, পৌর নিগমের কমিশনার উজ্জ্বল সেনগুপ্ত, প্রণবেশ ঘোষাল (চাঁদু), প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক প্রবীর কুমার ঘোষ, বর্তমান ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক ডঃ রতন চট্টোপাধ্যায়, শিক্ষক চন্দ্রশেখর পাল, এমন কি প্রবীন প্রাক্তনী ৮০ বছরের নির্মল বন্দ্যোপাধ্যায়, অশিক্ষক কর্মী প্রদীপ দাস, পাপাই অধিকারি, অভিজিৎ সেন, সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুন্দরভাবে সঞ্চালনা ও ঘোষণায় ছিলেন চঞ্চল মুখোপাধ্যায়।

জোকা ওপেডের পরিবেশ মিলন

নিজস্ব প্রতিনিধি : জোকা পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন সংস্থা (জোকা ওপেড) এর বার্ষিক

পরিবেশ মিলন উৎসব সম্প্রতি জোকার আইআইএমসি–তে অনুষ্ঠিত হল।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন রাজ্যপাল তথা প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি এবং রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের প্রাক্তন অধ্যক্ষ শ্রীশ্যামল সেন 'মঙ্গলদীপ' প্রজ্বলিত করে এর সূচনা করেন। তারপর ওপেড সদস্য–সদস্যাদের সমবেত স্বরে বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণের মাধ্যমে মঙ্গলাচরণ করা হয়। স্বাগত ভাষণে ওপেডের সাধারণ সম্পাদক ড. তড়িৎকুমার দত্ত সকলকে আমন্ত্রণ জানিয়ে অনুষ্ঠানের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে কোন পটভূমিতে কি উদ্দেশ্য নিয়ে ওপেড গঠিত হয়েছিল প্রায় কুড়ি বছর আগে তা ব্যাখ্যা করেন। সংস্থার সভাপতি ডাঃ সুশীল কুমার বিশ্বাস পরিবেশ মিলন ২০১৬ উৎসবের প্রাসঙ্গিকতা বিষয়ে সংক্ষেপে বলেন। তারপর প্রধান অতিথি ওপেড–প্রকাশিত পরিবেশ–পত্রিকা 'ওপেডস গ্রিন ভিউ' প্রকাশ করেন। পত্রিকা প্রকাশের পর পত্রিকার সহযোগী সম্পাদক পত্রিকার বিশেষত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

এরপর প্রধান অতিথির ভাষণে বিচারপতি যেন দূষণের মাত্রা, ব্যাপকতা এবং প্রসারতা বিষয়ে আলোকপাত করে বলেন বায়ুদূষণ, জলদূষণ, শব্দদূষণ, ভূমিদূষণ সবই অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। একটার কারণে আরেকটা হয়। শব্দদূষণের সঙ্গে বায়ুদূষণ যুক্ত। আবার ইদানিং শব্দদূষণ অতিমাত্রায় বেড়েছে। শব্দদূষণ প্রতিরোধে সরকারিভাবে বিশেষ একটা চোখে পড়ে না। প্রয়াত বিচারপতি ভগবতীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের চেষ্টায় এবং আদেশে সাময়িকভাবে শব্দদূষণ থেকে একটু স্বস্তি পেলেও পরবর্তীকালে আবার তা মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছে। সবরকম দূষণ প্রতিরোধে ওপেডের মত এনজিওদের আরও এগিয়ে আসতে হবে। বিশেষ অতিথির ভাষণে মৎস্য দপ্তর অতিরিক্ত নির্দেশিকা (Additional sector) শ্রীমতি মধুমিতা মুখোপাধ্যায় ভবিষ্যতের জল প্রয়োজনীয় কথা ভেবে জলাশয় বোজানো বন্ধ করতে হবে। সম্মানীয় অতিথি হিসাবে অধ্যাপক বিপি আব্রাহাম জোকা ওপেডের পরিবেশ উন্নয়ন কর্মসূচির ভূয়সী প্রশংসা করেন।

এরপর বিশেষ অতিথি এবং সম্মানীয় অতিথিদের হাত দিয়ে ওপেডের বরিষ্ঠ সদস্যদের (সিনিয়র ওপেডিমানস) 'পরিবেশ রক্ষক' 'সৈনিক' সম্মান প্রদান ও পুরস্কৃত করা হয়। এছাড়াও এদিন যে সমস্ত সংঘ এবং ক্লাব 'পরিবেশ মিত্র' শ্যামাপুজা করেছেন তাদের পরিবেশ দীপ সম্মানে ভূষিত করা হয়। এই সংঘগুলি হল বড়িশা শক্তি সংঘ ঠাকুরপুকুর সবুজ সংঘ ও সপ্তরথী সংঘ। সবশেষে অনুষ্ঠানটি সুন্দরভাবে সম্পন্ন হওয়ার জন্য সবাইকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ওপেডের সহ চেয়ারপার্সন মমতা দত্ত অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করেন শ্রাবণী বন্দ্যোপাধ্যায় ও সঞ্চালনা করেন সব্যসাচী সর্দার।

সাগরে সাঁওতালদের জমজমাট মোরগ লড়াই

অশোক কুমার মন্ডল, সাগরদ্বীপ : বুধবার সাগর ব্লকে খানসাহেব আবাদ গ্রামে আদিবাসী সাঁওতালদের একটি জমজমাট মোরগ লড়াই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা পূর্ণ টান টান উত্তেজনার মাঝখান দিয়ে ১০০ জোড়া মোরগ এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। বিচারক মণ্ডলীর দ্বারা লড়াইতে অবতীর্ণ মোরগের হাঁসদা উক্ত অনুষ্ঠান পরিচালনার জন্য উপস্থিত ছিলেন। কেদার সোরেন বাড়ি খাসরামকর, সমর হেমব্রম বেগুয়াখী, বুধিয়া সোরেন জীবনতলা, চুনু হেমব্রম গঙ্গাসাগর থেকে আগত বিচারকমণ্ডলী সাঁওতালদের বীরত্বের প্রতীক ''মোরগ লড়াই'' প্রতিযোগিতাটি অত্যন্ত দৃঢ়তা ও দক্ষতার সহিত পরিচালনা করেন।

মূলত ডান পায়ে রামধনুর মতো বাঁকানো লোহার ধারালো ছুরি বেঁধে দিয়ে যুদ্ধের জন্য একটি গোলাকৃতি ট্রাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। মোরগ লড়াই চলাকালীন একটি মোরগ আর একটি মোরগের পেটে ডান পায়ে বাঁধা ধারালো ছুরি জোরালো ভাবে বিদ্ধ করে। গুরুতরভাবে রক্তাক্ত অবস্থায় আহত হয়ে সেই মোরগটি পরাজিত হয়।

এছাড়াও একটি মোরগ প্রতিদ্বন্দ্বী আর একটি মোরগকে লড়াই করতে করতে মাঠে অনুষ্ঠিত ট্রাকের বাইরে ফেলে দিয়ে জয়লাভ করে। চতুর্দিকে নদী বেষ্টি কপিলমুনির লীলাক্ষেত্র সাগর ব্লকের এই রূপ প্রত্যন্ত এলাকায় 'মোরগ লড়াই' দেখবার জন্য বিশেষ উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়। মাঝি হাড়াম (মোড়ল) হিসাবে গোপাল টুডু এবং জগমাঝি (সভাপতি) লক্ষ্মণ

বারো মাসে তেরো পার্বন হিসাবে এই এলাকাগুলিতে আদিবাসী সাঁওতাল সম্প্রদায়ের সহরায় (কালীপুজো), মারাংবুরুং (শিব), পৌষ সংক্রান্তিতে সাকরাত, বনবিবি, মনউয়াট নামক উৎসবগুলি ভক্তি নম্র সহকারে উদ্‌যাপন করা হয়। আদিবাসী সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মোড়ল তথা বিচারক কেদার সোরেন বলেন যে, আগামী ২২শে মাঘ শুক্রবার নামখানা ব্লকের মৌসুনী দ্বীপের বালিয়াড়া গ্রামের বৌবাজারে একটি আকর্ষণীয় ''মোরগ লড়াই'' অনুষ্ঠিত হবে। গোটা কাকদ্বীপ মহকুমার সাঁওতালগণ এই উৎসবে উপস্থিত থাকবেন। পিতল, কাঁসা, সিলভার–এর দ্বারা তৈরি কলসী, হাঁড়ি, বালতি সহ বহু মূল্যবান সুদৃশ্য ট্রফি পুরস্কার হিসাবে উক্ত মোরগ লড়াই অনুষ্ঠানে প্রদান করা হবে।

এবার লড়াই মৌসুনী দ্বীপে

‘গণিত’ অলিম্পিকে জোড়া ‘সোনা’ সিউড়ির

অভিক মিত্র, সিউড়ি (বীরভূম) : রাজ্যে ৭–৯ বছর বয়সী ক্যারাটে দেবরুজ–এর রেশ কাটতে না কাটতে আবার বীরভূমের দুই কৃতী বিশ্বের দরবারে বীরভূমের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখলো। 'Science Olympiad Foundation (SOF)' আয়োজিত নবম সর্বভারতীয় গণিত অলিম্পিয়াড পরীক্ষার প্রথমভাগের ফলাফলে সিউড়ি ইউপি পাবলিক হাইস্কুলের অষ্টম শ্রেণির দীপ্তাংশু সরকার ও দীপ্তাভ দাস সোনার পদক জয় করেছে। দীপ্তাভ ৬০ নম্বরের মধ্যে ৫৯ এবং দীপ্তাংশু ৬০ নম্বরের মধ্যে ৫৩ পেয়েছে।

দীপ্তাংশু জাতীয় স্তরে ১২৩ এবং রাজ্যস্তরে চুয়াল্লিশ র‍্যাঙ্ক করেছে। বিদ্যালয়ে ২০১৫ সালের ১০ ডিসেম্বর পরীক্ষা হয়েছিল। দীপ্তাভ বিদ্যালয়ের প্রথম এবং দীপ্তাংশু দ্বিতীয় র‍্যাঙ্ক করেছে পরীক্ষা দেওয়া পরীক্ষার্থীদের মধ্যে। দীপ্তাভ এবং দীপ্তাংশুকে সোনার পদক এবং সার্টিফিকেট দেওয়া হবে 'SOF' কর্তৃপক্ষের তরফে। দ্বিতীয় বিভাগের পরীক্ষা হবে২ আগামী ১৪ই ফেব্রুয়ারি। দীপ্তাংশুর বাড়ি বোকারো হলেও দীপ্তাংশু মামার বাড়িতে থেকে পড়াশুনা করে বলে জানা গিয়েছে। দীপ্তাভ এবং দীপ্তাংশুর জোড়া সোনার পদকে উচ্ছ্বাসে ভাসছে সিউড়িসহ গোটা বীরভূম।

ইন্টেলিজেন্ট নেটওয়ার্ক প্ল্যাটফর্ম

পিএনবি : কেন্দ্রীয় যোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রী রবিশঙ্কর প্রসাদ সল্টলেকে রাষ্ট্রায়ত্ত টেলিযোগাযোগ সংস্থা বি এস এন এল–এর নোডাল সেন্টারে উচ্চ প্রযুক্তিসম্পন্ন ইন্টেলিজেন্ট নেটওয়ার্ক প্ল্যাটফর্ম–এর সূচনা করেন। প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপনের অঙ্গ হিসেবে রবিশঙ্কর প্রসাদ গত শুক্রবার সর্বাধুনিক এই ব্যবস্থা জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করেন। নতুন এই ব্যবস্থায় এমন উচ্চ প্রযুক্তির সুবিধা রয়েছে, যার মাধ্যমে সেটি দেশের পূর্বাঞ্চল ও উত্তর–পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলির মোবাইল গ্রাহকদের যোগাযোগ এই ব্যবস্থা সামলাতে সক্ষম। উচ্চ প্রযুক্তিসম্পন্ন নতুন এই মোবাইল যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপনে খরচ হয়েছে প্রায় ৪৩ কোটি টাকা। পূর্বাঞ্চল ও উত্তর–পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলির ৬ কটি ৮০ লক্ষ গ্রাহকের মোবাইল যোগাযোগ সামলাতে সক্ষম এই ব্যবস্থায় এমন এক সুসংহত ভাউচার ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সার্ভার' রয়েছে, যেখানে ৩৮ কোটি ভাউচার সঠিকভাবে পরিচালনা করতে পারবে। ওড়িশার কটকে একটি ডিজাস্টার রিকভারি' বা জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলা কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছে। সল্টলেকের মূল কেন্দ্রে সমস্যা দেখা দিলে, ওড়িশার এই কেন্দ্রটি পূর্বাঞ্চলীয় বিএসএনএল গ্রাহকদের যোগাযোগ ব্যবস্থা ঠিক রাখতে সাহায্য করবে। মন্ত্রী আরও জানান, নতুন এই নেটওয়ার্ক ব্যবস্থায় পূর্বাঞ্চলীয় প্রিপেড গ্রাহকদের মোবাইল নম্বর সফলভাবে স্থানান্তরণ শেষ হয়েছে। বিশ্বায়নের যুগে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে শুধু কথা বলা নয়, ইন্টারনেট সঞ্চালনার মাধ্যমে দ্রুত বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়া যায়। ফলে এই শক্তি যত বাড়বে তত দেশে মঙ্গল।

বিএমডি পরীক্ষা শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি : সম্প্রতি উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার হৃদয়পুরের বৈশালীতে 'সোনারতরী'র পক্ষ থেকে বিএমডি (বোন মিনারেল ডেনসিটি) পরীক্ষা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। ২৯ জানুয়ারি এই শিবিরের উদ্বোধন করেন সংস্থার সম্পাদক কল্যাণী হালদার। সোনারতরী একটি এনজিও সংস্থা। প্রায় বছর পাঁচেক আগে এই সংস্থার জন্ম হয়। কল্যাণী হালদারের নেতৃত্বে সম্পূর্ণ মহিলা পরিচালিত এই সংস্থাটি সাধারণত মহিলা স্বনির্ভরতা প্রকল্পের কাজ করে থাকে। কল্যাণী বারাসত পুরসভার ৩১ নং ওয়ার্ডের তৃণমূল ওয়ার্ড সভাপতি। এছাড়াও তিনি তৃণমূল এসসি, এসটি, ওবিসি সেলের রাজ্য সম্পাদক। এদিনের বিএমডি পরীক্ষা শিবিরে প্রায় দু'শতাধিক ব্যক্তির বোন মিনারেল ডেনসিটি টেস্ট করা হয়। ইতিপূর্বে সংস্থার পক্ষ থেকে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, দুঃস্থদের কম্বল বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। কল্যাণী জানান, প্রতিমাসেই সংস্থার উদ্যোগে কোনও না কোনও জায়গায় এ ধরনের বিএমডি টেস্ট হয়। ফেব্রুয়ারিতে মধ্যমগ্রাম এবং দত্তপুকুরে এই শিবির অনুষ্ঠিত হয়েছে। ফেব্রুয়ারিতে মধ্যমগ্রাম এবং দত্তপুকুরে এই শিবির অনুষ্ঠিত হবে।

এছাড়াও অনুষ্ঠিত হয় স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির, স্বাস্থ্য শিবির প্রভৃতি। কল্যাণীর উদ্যোগে এই সংস্থা পরিচালিত মহিলা স্বনির্ভরতা প্রকল্পে ইতিমধ্যে উপকৃত হয়েছেন প্রায় ১০০০ মহিলা বলে জানান।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার
শিশু বিকাশ প্রকল্প আধিকারিকের করণ
বজবজ–২ সুসংহত শিশু বিকাশ সেবা প্রকল্প
গ্রাম + পোষ্ট– জোঙ্গাড়িয়া, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

স্মারক সংখ্যা : ৫৮/আই.সি.ড়িএস./বজ–বজ–২ তারিখ–১০/২/১৬

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বজ বজ–২ সুসংহত শিশু বিকাশ সেবা প্রকল্পের অঙ্গনওয়াড়ী কর্মী ও সহায়িকার শূন্যপদে নিয়োগের জন্য এলাকার যোগ্য মহিলা প্রার্থীদের কাছ থেকে আবেদন পত্র আহ্বান করা হচ্ছে। নিয়োগের ক্ষেত্রে ১০০ পয়েন্ট রোষ্টার সংক্রান্ত সরকারী আদেশনামা এবং নারী ও শিশু উন্নয়ন এবং সমাজ কল্যান বিভাগ, পঃ বঃ সরকার–প্রণীত নিয়োগ সংক্রান্ত সকল আদেশনামা প্রযোজ্য থাকবে। বিশদ বিবরণীর জন্য উপরিউক্ত কার্যালয়ে যে কোনো কাজের দিন বেলা ১২টা থেকে বিকাল ৪টে পর্যন্ত যোগাযোগ করা যেতে পারে, আবেদনপত্রের বয়ান দঃ ২৪ পরগনা জেলার প্রশাসনিক ওয়েবসাইট [www.s24pgs.gov.in] থেকে সংগ্রহ করা যাবে। আবেদনপত্র আগামী ১৫/২/২০১৬ থেকে ১০/৩/২০১৬ পর্যন্ত উপরিউক্ত কার্যালয়ে জমা দেওয়া যাবে।

স্বাক্ষর
মৌসুমী বসু (প্রামানিক)
শিশু বিকাশ প্রকল্প আধিকারিক
বজ বজ–২ সুসংহত শিশু বিকাশ সেবা প্রকল্প
দক্ষিণ ২৪ পরগনা

কিছু সংবাদপত্র কুৎসা রটাচ্ছে:শোভন

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিধানসভা নির্বাচনের আগে কর্মীদের উদ্বুদ্ধ করার জন্য সোনারপুর উত্তরে রাজনৈতিক কর্মী সম্মেলন হল তৃণমূলের। গত ৭ ফেব্রুয়ারি সোনারপুর কামালগাজি নেতাজি স্পোর্টস কমপ্লেক্সে সকাল ১০টা থেকে প্রায় ৬০০০ কর্মীকে নিয়ে সম্মেলন শুরু হয়। উপস্থিত থাকেন বিধানসভার মুখ্য সচেতক শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, কলকাতার মেয়র ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলা তৃণমূলের সভাপতি শোভন চট্টোপাধ্যায় ও আবাসন মন্ত্রী ও জেলা পর্যবেক্ষক অরূপ বিশ্বাস। এছাড়া ছিলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনা তৃণমূলের চেয়ারম্যান শক্তিপদ মণ্ডল, বিধায়ক বারুইপুর নির্মল মণ্ডল, সোনারপুর উত্তরের বিধায়ক ফিরদৌসি বেগম ও দক্ষিণের জীবন মুখোপাধ্যায়, জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ আবু তাহেব, তৃণমূলের যুব সভাপতি অঞ্জন দাস।

প্রথমে এই কেন্দ্রের বিধায়ক ফিরদৌসি বেগমের সাড়ে চার বছরের কি কি উন্নয়নের কাজ হয়েছে তার কর্মসূচি পাঠ করা হয়। এরপর বর্ষীয়ান শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় কর্মীদের মনে করিয়ে দেন রাজনৈতিক পার্টি কিসের জন্য মানুষ করতে আসে। তিনি দলের মধ্যে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব দূর করার বার্তা দেন। তিনি স্বরণ করিয়ে দেন দলীয় সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কীভাবে পরিশ্রম করেন জেলায় জেলায় নানা কর্মসূচির মাধ্যমে। কমিউনিস্টদের সম্পর্কে শোভনদেববাবুর সাফ কথা, এরা গণতন্ত্র রাখতে পারে না। রাশিয়াতেও ছিল না। বিজেপির উদ্দেশ্যে বলেন ধর্ম নিয়ে যারা চিৎকার করছে, ধর্মকে নিয়ে যারা রাজনৈতিক বিভাজন করছেন তারা ধর্ম সম্বন্ধে জানে না। পাশাপাশি সিপিএম–কংগ্রেস জোট নিয়ে তাঁর কটাক্ষ মাত্র দুটো তিনটে আসন পাওয়ার জন্য এরা জোট করতে চাইছে।

অন্যদিকে মেয়র শোভনবাবু বলেন কিছু সংবাদমাধ্যম আমাদের নামে কুৎসা রটাচ্ছে। কালীঘাটের বাড়িতে মমতা ধমকান নি আরাবুল, কাইজার, মন্টুরাম পাখিরাদের। অথচ কতিপয় সংবাদ মাধ্যমে ভুল বার্তা পৌঁছেছে। অরূপ বিশ্বাস বলেন, কর্মীদের বলছি এবার বুথকর্মীরা যেন ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করেন। একটা ভোটও যেন কংগ্রেস, সিপিএম বা বিজেপি না পায়। আপনাদের টার্গেট অন্তত ১ লক্ষ ভোটে জিততে হবে উত্তরের বিধানসভা থেকে। বিজেপি নেত্রী রূপার উদ্দেশ্যে অরূপবাবু বলেন, 'তিনি এখন ভ্যানিটি গাড়ি নিয়ে পদযাত্রা করছেন সেই গাড়িতে আছে এয়ার কন্ডিশন বাথরুম, বিশ্রাম নেওয়ার জায়গা। আর নরেন্দ্র মোদি ৪০টি দেশ ঘুরে বেড়াচ্ছেন আর বলছেন কালো টাকা নিয়ে আসবেন। ভারতবর্ষের মানুষের ব্যাঙ্কে সেভিংস থাকবে ১৫ লক্ষ টাকা। কই আমি তো রোজ নেট খুলি দেখতে পাই না । এইসব ধাপ্পাবাজি দিয়ে কতদিন মানুষের কাছ থেকে ভোট আদায় করা চলবে। যদি কিছু শিখতে হয় দুমাস ছুটি নিয়ে মমতার কাছে এসে শিক্ষা নিয়ে যান। অরূপের এই বক্তব্যের সমর্থনে কর্মীদের উৎসাহের হাততালিতে সভা সরগরম হয়ে ওঠে। সব শেষে অরূপ বলেন, আমার ছোট বোন এই কামালগাজির ব্রিজের জন্য নবান্ন থেকে রাইটার্স বিল্ডিং ঘুরে বেড়িয়েছে কি করে সাহায্য পাব কামালগাজির ব্রিজ করার জন্য।

আমাদের প্রতিনিধি ● ডায়মন্ডহারবার ও কাকদ্বীপ : মেহেবুব গাজী– ৭৪০৭০৩৮৮৮৩/ বারুইপুর : অভিজিৎ ঘোষদস্তিদার –৯৭৪৮১২৫৭০০/ ক্যানিং : বিশ্বজিৎ পাল –৯৩৩৩১২৭৫৭৮, ৯৮০০১৪৬৬১৭

সড়ক নিরাপত্তা: কিছু করার সময় এসেছে

অর্চনা দত্ত

বিকাশ ও নগরায়নের পূর্বশর্ত পরিবহন ব্যবস্থার সম্প্রসারন। দেশ সমৃদ্ধির দিকে যত এগোবে শহরের লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে

সাযুজ্য রেখে পরিবহন ব্যবস্থার বিস্তারের প্রয়োজন হয়ে পড়বে। স্বাভাবিকভাবেই আমরা দেখতে পাই, সারা দেশ জুড়ে সড়ক ব্যবস্থা জালের মতো বিস্তৃতি লাভ করে। বিশ্বের বৃহৎ সড়ক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে ভারতের যোগাযোগ ব্যবস্থা বিশাল আকারের। ২০০৩–২০১৩ এই সময়ে ভারতবর্ষে চক্রবৃদ্ধি হারে যানবাহনের সংখ্যা ১০.৫% বৃদ্ধি পেয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে, নিয়মনীতি মেনে সচেতনতা প্রয়োজন অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়েছে। কারণ, আমাদের দেশে বিপুল সংখ্যার সড়ক দুর্ঘটনা ঘটে, যা স্বাভাবিকভাবে উদ্বেগজনক। আমাদের দেশে প্রতি ঘন্টায় ৫৬টি দুর্ঘটনা ঘটে এবং প্রতি ঘন্টায় ১৫ জন লোকের মৃত্যু ঘটে।

পথচলা নিরাপদ করতে, যানবাহনের চলাচলের সুরক্ষার জন্য সড়কের পরিকাঠামো ব্যবহার উন্নতি করা প্রয়োজন। এরজন্য চালক ও পথচারীদের আচরণ পরিবর্তনে জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং দুর্ঘটনা পরবর্তী পরিষেবার উন্নতি একান্ত প্রয়োজন। এক্ষেত্রে চারটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো– সড়ক নিরাপত্তার শিক্ষা, আইনের প্রয়োগ, কারিগরি পরিষেবা এবং জরুরি সেবা।

২০০৯ সালে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক সড়ক নিরাপত্তার সম্পর্কিত প্রথম বিশ্বব্যাপী সমীক্ষায় পৃথিবীর বুকে সবচেয়ে বড় ঘাতক রূপে সড়ক দুর্ঘটনাকে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই সমীক্ষার প্রতিবেদন থেকে জানা যায় প্রতি বছর সড়ক দুর্ঘটনায় ১.২ মিলিয়ন লোক মারা যায় এবং ৫০ মিলিয়ন লোক এতে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ২০১১–২০২০' সময়টিকে লক্ষ্যমাত্রা ধরে সড়ক দুর্ঘটনার সংখ্যা ৫০% কমিয়ে আনার ক্ষেত্রে কিছু কার্যকরী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

প্রতি মিনিটে একটি সড়ক দুর্ঘটনা এবং প্রতি চার মিনিটে সড়ক দুর্ঘটনায় একজনের মৃত্যু কারণ হিসেবে বিশ্বস্বাস্থ্য সংখ্যা ভারতকে সড়ক দুর্ঘটনাপ্রবণ দেশ হিসেবে চিহ্নিত করেছে। সড়ক পরিবহন ও জাতীয় সড়ক মন্ত্রকের মতে, রাস্তার দুর্ঘটনায় প্রতিবছর এক লক্ষেরও বেশি লোক আমাদের দেশে প্রাণ হারান। শুধুমাত্র ২০১৪ সালেই সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে প্রায় ১.৩৯ লক্ষ লোকের।

সরকার সড়ক নিরাপত্তা নীতি ২০১০–এর নিরাপত্তার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা তৈরির উপর এবং সড়ক নিরাপত্তার আর্থ–সামাজিক প্রভাবের উপর গুরুত্বারোপ করেছে। সড়ক নিরাপত্তার তথ্য ডাটাবেস তৈরির সিদ্ধান্তও নিয়েছে। সরকার রাস্তায় পরিবহন ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত খসড়া এবং নিরাপত্তা বিল, ২০১৪ প্রস্তাবিত আইনটির খসড়া তৈরি করেছে। যাতে সড়ক আইন ভঙ্গকারীদের কঠিন শাস্তি ও

জরিমানার উল্লেখ রয়েছে। ২০১৪–এর এই বিলটিতে সড়ক পরিবহন ও জাতীয় সড়কের জন্য সাধারণের মতামত, সড়ক পরিবহনে আধুনিক পরিকাঠামো, যানবাহন চলাচলের উপযুক্ত গুনগতমান এবং লাইসেন্স প্রদান প্রক্রিয়ার সরলীকরণ এবং সারা দেশে অভিন্ন লাইসেন্স প্রদান প্রক্রিয়ার প্রস্তাবও রয়েছে।

সমস্ত যাত্রীদের সড়ক নিরাপত্তার সামগ্রী যেমন, হেলমেট, সিটবেল্ট আরোহী সহ পেছনে বসা ব্যক্তিদের বাধ্যতামূলক করতে হবে। দু'চাকার যানের ক্ষেত্রে দুর্ঘটনা কবলিত অবস্থায় যাতে সহজে চোখে পড়ে এমন জামাকাপড় পরিধান করার কথা আইনে উল্লেখ করা হয়েছে। শিশুদের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে শিশুর প্রয়োজন মতো নিরাপত্তার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। প্রস্তাবিত বিলে প্রথম পাঁচ বছরে অন্তত দুলাখ প্রাণ বাঁচানোর লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে। সড়ক পরিবহনে নিরাপত্তা বৃদ্ধি জিডিপি–র ক্ষেত্রে ৪% ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। মেক–ইন ইন্ডিয়ার' অধীনে এই লক্ষ্যমাত্রা সড়ক পরিবহনের ক্ষেত্রে ১০ লক্ষের বেশি কর্মসংস্থানের বিনিয়োগে সহায়ক হবে।

সরকার ইতিমধ্যে ২০১৩–২০১৪–তে কয়েকটি রাস্তায় দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে ক্যাশলেস চিকিৎসার একটি পরীক্ষামূলক কর্মসূচি চালু করেছে। যেমন, জাতীয় সড়ক ৮নং–এর গুরগাও–জয়পুর সড়ক, জাতীয় সড়ক ৩৩নং–এর রাঁচি–রারগাঁও–মাহুলিয়া এবং জাতীয় সড়ক ৮নং–এর ভাদোদরা–মুম্বই অংশও রয়েছে। দুর্ঘটনাগ্রস্থ ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রথম ৪৮ ঘন্টা গোল্ডেন আওয়ার হিসেবে ধরা হয়। এই সময়ে দ্রুত এবং যথাযথ চিকিৎসা প্রদানের লক্ষ্যে এই ক্যাশলেস প্রকল্পটি পরীক্ষামূলকভাবে চালু করা হয়েছে। এই নির্ধারিত সড়কগুলোতে ২৪X৭ ঘন্টা নি:শুল্ক ১০৩৩ নম্বরে টেলিফোন পরিষেবার ব্যবস্থা রয়েছে। পরীক্ষামূলক এই কর্মসূচির থেকে তথ্য সংগ্রহ করে সড়ক দুর্ঘটনাগ্রস্থদের চিকিৎসার জন্য সারা দেশের জন্য প্রযোজ্য ক্যাশলেস প্রকল্প প্রণয়নের কাজে ব্যবহার করা হবে।

দুর্ঘটনার সংখ্যা কমিয়ে আনতে, সরকার দুর্ঘটনা ঘটেছে এমন সব রাস্তা গুরুত্বপূর্ণ বলে চিহ্নিত করতে কালোদাগ' দিয়ে চিহ্নিত করবে। এই কালো দাগ দেওয়া সড়কের তথ্য থেকে সড়ক পরিবহন রাজ্য বা কেন্দ্রশাসিত যেকোনও দুর্ঘটনা

প্রবল এলাকা নির্ধারণ করে সড়ক নিরাপত্তার আরও জোরদার করা হবে। এখন পর্যন্ত সারা দেশে ৭২৬টি কালো দাগ' দেওয়া চিহ্নিত অঞ্চলগুলোর বিস্তারিত তথ্য জানা গেছে। এরমধ্যে ১৯০টি কালো দাগ'–এর অঞ্চলের তথ্য বিশ্লেষণ করে ওইসব এলাকায় দুর্ঘটনা এড়ানোর জন্য সঠিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

সড়ক সুরক্ষা নীতি এবং প্রস্তাবিত আইনটিতে সড়ক নিরাপত্তা সম্পর্কে জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধির উপর জোর দেওয়া হয়েছে। পথ চলার ক্ষেত্রে জনসাধারণের কি ভূমিকা হবে, সে বিষয়ে নাগরিকদের ওয়াকিবহাল করতে প্রতিবছর জানুয়ারি মাসে সপ্তাহ জুড়ে পথ নিরাপত্তা সপ্তাহ' পালন করা হয়। এই বিশেষ সপ্তাহে সড়ক পরিবহনের সাথে সংশ্লিষ্টদের নিরাপত্তার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে প্রশিক্ষণ ও ওয়াকিবহাল করা হয়।

পথচারী, চালক, স্কুল ছাত্রছাত্রী, ছাত্র–যুবক – প্রত্যেককে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে গাড়ি চালানোর সময় সড়ক নিরাপত্তার জন্য হেলমেট, সিটবেল্টের ব্যবহার, মেডিকেল চেকআপ ক্যাম্প, ড্রাইভিং প্রশিক্ষণকেন্দ্র ইত্যাদির মধ্য দিয়ে বিষয়টির গুরুত্ব বোঝাতে হবে। অন্যদিকে গণপরিবহন ব্যবস্থার উন্নতিতে ট্রাফিক ব্যবস্থার যথাযথ ব্যবস্থাপনা এবং গৃহীত নিয়মগুলোর সঠিক দেখভাল প্রয়োজন। সচেতনতা বৃদ্ধিতে প্রতিবছর একটি বিষয় বা থিম' নির্বাচন করা হয়। কয়েকটি থিম হলো: জীবনের বহমানতা রক্ষা করতে সুস্থিত সড়ক সুরক্ষা সংস্কৃতি গড়ে তুলুন', সুরক্ষা কোনও শ্লোগান নয়, এটা জীবনের চলার পথ', সড়ক নিরাপত্তার জন্য হাঁটুন', বেঁচে থাকুন. ড্রিংক এবং ড্রাইভ নয়', সড়ক নিরাপত্তা একটি মিশন, নয় ইন্টারমিশন' ইত্যাদি বিষয়গুলো ইতিমধ্যেই সড়ক সুরক্ষা সপ্তাহ পালন অনুষ্ঠানে গুরুত্ব পেয়েছে।

২৭তম সড়ক নিরাপত্তা সপ্তাহ পালিত হয়েছে ১১–১৭ জানুয়ারি। এবছর যে বিষয়টিতে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তা হল Road Safety Time For Action' বা সড়ক নিরাপত্তা: সময় হয়েছে কিছু করার'। এই শ্লোগানটির সাফল্য তখনই আসবে যখন পরিবহন, বিমা, স্বাস্থ্য, আইনি ব্যবস্থাপনা, জাতীয় সড়ক ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত প্রকৌশলী এবং যান নির্মাতা সকলে মিলিতভাবে এই শ্লোগানকে বাস্তবে পরিণত করতে এগিয়ে আসবে।

লেখিকা: আকাশবাণীর অবসরপ্রাপ্ত ডিজি (নিউজ)। মতামত ব্যক্তিগত।

অজানা পাহাড়ী পথের ব্যস্ততা ভুলে ছুঁয়ে আসা বরফের শীতলতা

সুমনা সাহা দাস

একদিকে সবুজের কোলে নাম না জানা রঙবেরঙের বুনোফুল

অন্যদিকে নীচু গভীরতর হওয়া খাদ। চার চাকার হুইপার কখনো কুয়াশা মেঘের আর্দ্রতা মুছে দেয়, কখনো আবার রোদের ঝিকমিকি চোখ ঢাকে। কাঞ্চনজঙ্ঘার সম্পূর্ণ রেঞ্জকে একসাথে দেখলেই নাকি শায়িত বুদ্ধ মনে হয়। সেই অনুভূতিকে চোখের মরমে নিতে নিতে ডান–বা হয়ে পৌঁছে গেলাম দার্জিলিঙের ছোট্ট গ্রাম 'সিলারি গাঁও'। ৬০ থেকে ৭০টি পরিবারের বাস এই পাহাড় ঘেরা গ্রামে, দুদিকে দুটি পথ চলে গিয়েছে এবড়ো–খেবড়ো প্রস্তরময় উচ্চতায়। একটি পথ ধরে প্রবেশ করতে হয় গ্রামের 'হোম স্টে'–র হোটেলগুলিতে অন্যটি চলে যায় সানসেট পয়েন্টে। প্রথম পথটি

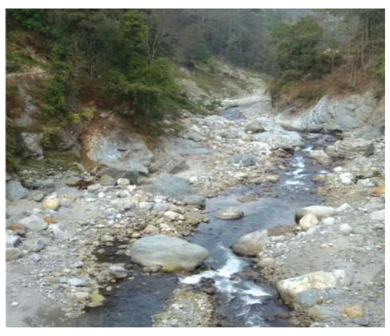

শুরু মনোরম 'সাইলেন্ট ভ্যালি'র একটু আগে থেকে। এই উপত্যকার নাম যথার্থই। নিশ্চুপ নীরবতায় ঢাকা উপত্যকার প্রবেশ পথটি পাইন ঘেরা খাড়াই নিম্নবর্তী পায়ের ভারসাম্য খুঁজতে খুঁজতে কখন যে আমরা পৌঁছে গেলাম নিস্তব্ধ সেই দিগন্তে তা বোঝার আগেই যেন অদ্ভুত প্রশান্তি গ্রাস করে নিল।

সেই গভীরতাকে সঙ্গে নিয়েই পৌঁছে যাওয়া সিলারিগাঁও তবে পথটি মোটেও মনোরম নয়। গাড়ির চালক নামগয়াল ভুটিয়া জানায়, 'বনদপ্তরের অধীনে থাকার কারণে এখানে 'টুরিস্ট গাড়ি ঢোকাই বেআইনি, তাই ইচ্ছা করেই রাস্তা সারায় না তারা''। তবু মানুষ আসে, কম হলেও বিকেলে আবার বেড়িয়ে পড়া পায়ে হেঁটে দু কিলোমিটার চড়াই পেরিয়ে সানসেট পয়েন্ট। বা রামিতে পয়েন্ট সেখান থেকে নিচে দেখা যায় দৃশ্য তিস্তা নদীর ১৪টি বাঁক ও তিস্তা ও রিশি নদীর মিলনস্থল। ৬০০০ ফুট উচ্চতায় নীরব স্বর্গীয় শোভা। দামসাঙ্গ ফোর্ট এস ফোর্ট লেপচা রাজত্বে নির্মিত প্রায় তিনশো বছরের পুরনো সৌধ, যা আজ ধ্বংসাবশেষে পরিণত। তবে এখানে পৌঁছানো পথটি প্রায় এক ঘন্টা ট্রেক করে যেতে হয়। (৪ কিমি)।

ফিরে এসে ঠান্ডা কাটাতে 'ফায়ার ক্যাম্পের' ব্যবস্থা করে নেওয়া যেতে পারে 'হোম স্টে'র ঘরের সামনেই। পরের দিন রওয়ানা পূর্ব সিকিমের দিকে। গন্তব্যস্থল জুলুক।

জুলুকও পাহাড়ের মাঝে ছোট গ্রাম, যার হাতের সামনেই যেন কাঞ্জনজঙ্ঘার অতন্ত্র প্রহরা। এখান থেকেই শুরু হয় পুরনো সিল্ক রুটের দিকে যাওয়ার পথ যেপথে চিন ও তিব্বতের সাথে পশমের ব্যবসা হত পায়ে হেঁটে বা ইয়াকের পিঠে চেপে। তবে পথটি এখন পরিত্যক্ত। ১০ হাজার ফুট উচ্চতায় রয়েছে নৈসর্গিক পার্বত্য সৌন্দর্য, আর্মি বেসক্যাম্প, বাবা মন্দির নাথাংভ্যালি কুপুক লেক–এর হৃদয়গ্রাহী বরফ ঢাকা রূপ, পথে পড়বে জিগজ্যাগ রোড যাকে ৩২ হেয়ার পিনও বলে, ও থামি ভিউ পয়েন্ট, আকাশ পরিষ্কার থাকলে নাকের ডগায় কাঞ্চনজঙ্ঘা রেঞ্জ দাঁড়িয়ে কথা বলবে রঙ ও রূপ বদলাবে সূর্যোদয়ের সঙ্গে। তারপরেই শুরু মেঘের কোলে ভাসতে ভাসতে উপরে ওঠা। বাবা মন্দিরের মিথিকাল গল্পটি রাতে ফায়ার ক্যাম্পে হয়ে উঠতে পারে রহস্যময়।

তবে জুলুক ১০ হাজার ফুট উচ্চতায় হওয়ার কারণে তাপমাত্রা অধিকাংশ সময়েই খুব কম থাকে, তাই পদমচেন নামক স্থানেও থাকা যেতে পারে। এবং সিলাড়িগাও ও জুলুকের মাঝের যাত্রাপথে রিশি খোলা নদীর আলতো স্রোতের শীতলতায় হাত ছুঁয়ে রঙ্গিতে সেই তিস্তার আকাশী সবুজ রঙ দেখার সুযোগ রয়েছে।

তবে যাদের শ্বাস কষ্টের সমস্যা তাদের সঙ্গে অবশ্যই প্রয়োজনীয় ওষুধ রাখা প্রয়োজন। বিশেষত জুলুক ও তার উপরে নাথাং ও কুসুক লেকের কাছে।

আনন্দ নিকেতনের গ্রামীণ মেলা জনারণ্যে মিশিয়ে দেয়

দীপক কুমার বড় পন্ডা

সেদিন আপ কাটোয়া লোকালে দমদমে উঠেছি। কাটোয়া পর্যন্ত যাব, তাই নজর ভাল একটা সিটের দিকে। এদিক ওদিক তাকিয়ে জানলার পাশে একটা সিট চোখে পড়েছে। বসার পরই ব্যাগ থেকে একটা বই বার করে পড়তে শুরু করলাম। 'আলোর ঠিকানা' বইটায় যাঁরা ভালো কাজ করছেন, তাঁদের কথা লেখা। ট্রেন চলছে। নানা কথা ছিটকে ছিটকে আসছে। একটু জল খাব বলে, ব্যাগে হাত ঢুকিয়েছি, এমন সময় একজন বললেন– বইটা একটু দেখতে পারি?

ইচ্ছে হচ্ছিল বলি, না। কিন্তু ভদ্রতায় বাঁধল। বললাম, দেখুন।

ও বাবা উনি দেখা নয়, মনোযোগ দিয়ে পড়া শুরু করলেন। ততক্ষণ আমি খবরের কাগজ গলাধকরণ করতে শুরু করলাম।

ত্রিবেণীতে এসে তিনি আবার কথা বললেন। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনি কোথায় যাবেন আমি জানি।

সেকি! কী করে জানলেন? আমার বিস্ময়ের ঘোর তখন। ঠিক জানেন কি না বোঝার জন্য বললাম, কোথায় যাচ্ছি বলুন তো?

–আপনি কাটোয়ার আনন্দনিকেতন যাচ্ছেন।

–কী করে বুঝলেন?

–'আলোর ঠিকানা' বইতে আপনি আনন্দনিকেতনের ডাক্তারবাবুর কথা পড়ছিলেন তখন। সেটা দেখেই বুঝেছি।

–আপনি ডাক্তারবাবুকে চেনেন? প্রশ্ন করি।

–চিনিতো। উনি আমাদের কলেজের প্রতিষ্ঠাতা। উনি কাটোয়ার রূপকার। কাটোয়ার যত উন্নতি ওঁর হাত ধরেই হয়েছে। ওখানে প্রায় শ তিনেক মানসিক প্রতিবন্ধী আছে। ওদের নতুন জীবন দিয়েছেন উনি।

বললাম, আমিও ওঁর অনেক কাজের কথা জানি, কিন্তু কলেজ প্রতিষ্ঠার কথা জানতাম না।

ভদ্রলোক আবার বলতে শুরু করলেন। ''ডাঃ হরমোহন সিংহ বিধায়ক থাকাকালীন শিক্ষা মন্ত্রীকে অনেক অনুরোধ করে চন্দ্রপুর কলেজ তৈরি করেছিলেন। আমি প্রথম থেকেই ওখানকার শিক্ষক।

ভাল লাগে ওঁর কথা। নাম জানতে চাই।

–হরিমোহন চট্টোপাধ্যায়।

–কলেজে কী পড়ান?

–বাংলা।

–আনন্দনিকেতন গিয়েছেন?

–কয়েকবার গিয়েছি। এখন তো ওখানে মেলা হচ্ছে। বহু দূর দূরান্ত থেকে অনেকে আসছে।

কাটোয়া বাসস্ট্যান্ডে অনেকে সেই মেলার কথা বলেছে। মায় ট্রেনেও শুনেছি।

সন্ধের সময় সেই মেলাতে পৌঁছেছিলাম। চারদিকের গ্রামের হাজার চারেক মানুষের সঙ্গে আনন্দনিকেতনের প্রায় শ'তিনেক মানসিক প্রতিবন্ধী এবং শ'দেড়েক নানা ধরনের কর্মী হাজির সেই মেলায়। হাজির আনন্দনিকেতনের প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ হরমোহন সিংহও। ৯৩ বছর বয়সে শীতের সন্ধে তাঁকে কাবু করতে পারেনি। তিনি মেলার এক প্রান্তে বসে সব তদারকি করছেন। দূর দূর থেকে অতিথিরা আসছেন। দেখা হলেই জানতে চাইছেন কোনো কষ্ট হয়নি তো? খাওয়া হয়েছে।?

তাঁর আন্তরিকতা মুগ্ধ করে। মাথা নত হয় কর্মবীর মানুষটার কাছে।

মেলার চারদিকে শ' দেড়েক দোকান। মনোহরি স্টেশনারি, নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস, খাবার–এর দোকান কি নেই সেখানে। আছে নানারকম নাগরদোলা। চারদিক আলোয় আলোকিত। বিরাট সামিয়ানা। মানসিক প্রতিবন্ধী কিশোরীরা তখন মঞ্চে নাচছে গাইছে। বাইরে থেকে বোঝার উপায় নেই এরা কোনওভাবে প্রতিবন্ধী। এই প্রতিবন্ধী কিশোর কিশোরী যুবক যুবতীরা আজ মূল স্রোতের জোয়ারে ভেসে যাচ্ছে।

এই জোয়ারটাই এনেছিলেন হরমোহন। তাঁকে প্রশ্ন করি।

–কেন এই 'আনন্দ মেলা' আনন্দনিকতনের মেলা এই নামেই পরিচিত। কেউ কেউ 'মেন্টাল মেলা'ও বলেন।

যাওয়া আসার পথে পথে

প্রথমত উদ্দেশ্য মানসিক প্রতিবন্ধীদের সঙ্গে মূল সমাজের মিলন ঘটানো। আমাদের আবাসিকরা বাইরে সেইভাবে মেশার সুযোগ পায় না। ওরা একটা নির্দিষ্ট নিয়মের মধ্যে থাকে। অধিকাংশর বাড়ি–ঘর নেই, এখানেই সব কিছু। তবে তারা বাইরের সমাজটাকে জানবে কী করে? ওদেরও তো সাধ আহ্লাদ আছে। ওরাও তো জিলিপি, চপ, চাউমিন মেলা থেকে কিনে খেতে চায়। এতজন প্রতিবন্ধীকে বাইরে কোথাও নিয়ে যাওয়া মুশকিল। ভাবলাম, আনন্দ নিকেতনেই একটা মেলা শুরু করা যাক। ২০০৮ সালে শুরু করা হল সেই মেলা।

মাইকে তখন ঘোষণা হচ্ছে, এবার শুরু হবে কলকাতার আকাশবাণী অপেরার কসাইখানার পূজারিণী'।

প্রথম ঘন্টা পড়ল। বাজনার যন্ত্র এল।

আবার 'ডাক্তারবাবু' বলছেন। হরমোহন সিংহ এখানে 'ডাক্তারবাবু' নামেই পরিচিত।

আমাদের এখানে অনেকটা জায়গা জুড়ে আনন্দনিকেতনের কাজ হচ্ছে। পাশ দিয়ে বড় পিচ রাস্তা চলে গিয়েছে। চারদিকে অনেক গ্রাম। সারাদিনে বহু মানুষ আনন্দনিকেতনের পাশ দিয়ে যায়। সবার কৌতূহল কী হয় এখানে? সবাইকে জানাবার জন্য ৩১ জানুয়ারি থেকে ৪ ফেব্রুয়ারি মেলার পাঁচদিন আনন্দমেলার মাঠ সবার জন্য খুলে দেওয়া হয়। সমাজের মানুষেরাও মিশতে পারেন আমাদের আবাসিকদের সঙ্গে। মেলার ৫টা দিন সবাই জনারণ্যে মিশে যেতে পারে।

খানিকটা দূরেই সেদিনের 'আনন্দনিকেতন'এর সম্পাদক সুব্রত সিংহ। চোখ গেল ওদিকে। এখানকার আবাসিক অক্ষয়, জগুরা ঘিরে আছে তাঁকে। কাছে গেলাম। শুনলাম ওরা বলছে ''বড়দা আজ চাউমিন খাব।'' আর ১৭–১৮ বছরের উর্মি বলল, ''বাবা আজ খুব ঠান্ডা পড়েছে। তোমার মতন আমার একটা টুপি চাই।'' সারা 'আনন্দনিকেতনে' সুব্রত সিংহ কারোর বড়দা, কারোর বাবা। প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ডাঃ হরমোহন সিংহ ও কারোর দাদু, কারোর জেঠু। যেন একটা যৌথ পরিবার।

যাত্রার কনসার্ট বাজছে। খাজুরডিহি সুদপুর প্রভৃতি গ্রামের মানুষ আনন্দনিকেতনের কর্মী, আবাসিক প্রত্যেকে এখন যাত্রা দেখায় মগ্ন। মঞ্চে আকাশবাণী অপেরার নায়িকা চম্পা হালদার গান গাইছেন, ''আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে''।

আগুনের পরশমণির স্পর্শ সাবই পায় না। ডাঃ হরমোহন পেয়েছেন। তাই তিনি ৯৩ বছর বয়সেও নতুন করে স্বপ্ন দেখেন। আগামী বছর তাঁর প্রতিষ্ঠিত এই মেলা দশ বছরে পা দেবে। ভাবছেন, এইমেলাটাকে আরও বড় করতে হবে।

কিন্তু, বাস্তবতো খুব কঠিন। সংস্থার সম্পাদক সুব্রত সিংহ বলছিলেন, প্রতিদিন প্রায় চারশো লোকের চার বেলা খাবারের ব্যবস্থা করতে হয়। প্রচুর টাকা খরচ। মানসিক প্রতিবন্ধীদের বিষয় সরকারি দৃষ্টিভঙ্গিও খুব স্বচ্ছ নয়। নানা প্রতিবন্ধকতা মেটাতে আরও মানুষ চাই। সেই মানুষরাই পারবেন আনন্দনিকেতন–এর পথচলা আরও মসৃণ করতে।

মঞ্চে তখন 'কসাইখানার পূজারিণী' যাত্রা পালার খলনায়ক বিলাস মল্লিক চিৎকার করছেন। তিনি কোনও শুভ শক্তিকে বাঁচতে দেবেন না হুঙ্কার দিচ্ছেন। মঞ্চের সামনে আনন্দনিকেতন এর আবাসিক সূরজ, লতা, সায়েদারার চেয়ারে বসে ঘুগনি খাচ্ছে পরম তৃপ্তি নিয়ে। সেই তৃপ্তির আবেশ ছুঁয়ে গিয়েছে এখানকার কর্মী নগেনবাবু, সুনীলবাবুদের।

সেই তৃপ্তির টানেই এখানে আসেন বহু গণ্যমান্য মানুষ। যেমন বহুবার এসেছেন বর্তমান রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়। এদিন সকালে ট্রেনেই আলাপ হয়েছিল এক রাজনৈতিক নেতার সঙ্গে। তিনি বলেছিলেন হরমোহনবাবু আমাদের বিরোধী দলের বিধায়ক ছিলেন। কিন্তু তিনি যা কাজ করেছেন, তা অনেক বড়। আমরা বিরোধী দলের হলেও তাঁকে স্যালুট করি।

মাঙ্গলিকী

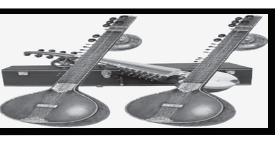

‘আকাশ বলাকা’ –র সাহিত্য বাসর ‘ডানা’ মেলছে

সাহিত্য পত্রিকা ‘আকাশ বলাকা’–র সাম্প্রতিক মাসিক সভায় ২৮ জন কবি, লেখক, সঙ্গীত শিল্পী অংশগ্রহণ করেন। সঞ্চালনায় ছিলেন পত্রিকার সম্পাদক কবি সুনীল গুহ। পত্রিকা গোষ্ঠির সভাপতি কাহিনীধর্মী নিবন্ধ রচনায় উজ্জ্বল সাহিত্যিক বিনয় দত্তই আসরে সভাপতিত্ব করেন। উদ্বোধনী সঙ্গীত, ‘সবার হৃদয়ে রবীন্দ্রনাথ’ পরিবেশন করলেন গৌরী চট্টোপাধ্যায়। শ্রীমতি চট্টোপাধ্যায় পরে আরও গান শুনিয়েছেন। ‘হেমন্ত কণ্ঠী’ শিল্পী দেবাশিস মল্লিক শোনালেন ‘তোমার ভুবনে মাগো এতো পাপ’– অনবদ্য পরিবেশন। বরিষ্ঠ সঙ্গীত শিল্পী স্বপন মুখোপাধ্যায় শোনালেন রবীন্দ্রসঙ্গীত।

এদিন যাঁদের কবিতা এই প্রতিবেদকের মন ছুঁল তাঁরা হলেন সুজিত সরকার (দুঃসাহসির সীমানা ছোঁয়া রোমান্টিক কবিতা, ‘অকাল বৃষ্টি’), কিশোরী শর্মিষ্ঠা দে (‘নিঃশ্বাস’), অতুল কর্মকার (ছোটদের জন্য লেখা ছড়া, বড়দেরও ভাল লাগলো), বাসুদেব সাহা (‘সুস্থ থাকো’ উপভোগ্য ব্যাঙ্গাত্মক কবিতা), বসুমিত্র দত্ত (পাঁচ মিশেলী উপভোগ্য ছড়া), কিশোরী মৌমিতা দাস (‘মায়াজাল), ইন্দ্রনীল সেনগুপ্ত (‘একলা ড্রাইভে বিপন্ন’– সুন্দর বর্ণনা সমৃদ্ধ কবিতা), প্রদীপ গুপ্ত (অনবদ্য অসীম কালকে ছুঁয়ে রচনা ‘চিরকালের প্রেমের কবিতা’) প্রমুখ।

এছাড়াও কবিতা শুনিয়েছেন সুনীল গুহ, নিতাই মৃধা, বুদ্ধদেব নাগ মজুমদার ও আরও অনেকে। কৌতুক কাহিনী (জীবন থেকে নেওয়া) ‘কথোপকথন শুনিয়েছেন অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় (সাংবাদিক)। ১৯৭১–এ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের পটভূমিকায় লেখা ‘সৈনিক দলিল মিয়ার অতৃপ্ত আত্মকাহিনী’, যা ব্যতিক্রমী রচনা, বাস্তবধর্মী ও ‘ভৌতিক’ শুনিয়েছেন প্রবীর নন্দী। বিশিষ্ট জন ডঃ অমরেন্দ্রনাথ বর্ধন শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ–মা সারদা–স্বামী বিবেকানন্দকে ছুঁয়ে অবতরণ করলেন সুভাষ বোসের চিন্তা ভাবনা নিয়ে সমৃদ্ধ আলোচনায়— এক সময়ে অতীতে পেছিয়ে গিয়ে ঝাঁসির রাণীর কথাও বললেন– বললেন আজকের ‘সহিষ্ণুতা অসহিষ্ণুতা নিয়ে তাঁর চিন্তা ভাবনা– আসর হল সমৃদ্ধ। বিবিধপাঠে উজ্জ্বল ছিলেন সৌরীন চট্টোপাধ্যায় (রবীন্দ্রনাথকে ছুঁয়ে মশা নিয়ে উপভোগ্য রচনা), দেবনাথ পোড়ে প্রমুখ।

সবশেষে কিছু অপ্রিয় সমালোচনা–সঞ্চালনায় সুনীল গুহ প্রায়ই কিছুটা অগোছালো থাকেন। তাঁকে এই ভাবটা কাটিয়ে উঠতে হবে (সকলকে চা জলপানের আপ্যায়নে খুবই যত্নবান!)। আগামী গ্রীষ্মে তাঁকে হাওয়া বাতাস খেলে, এমন বড় ঘরে সভার ব্যবস্থা করতে হবে নচেৎ কোনও প্রবীণ ব্যক্তি অসুস্থ হয়ে পড়তে পারেন– তাঁকে মনে রাখতে হবে ‘আকাশ বলাকা’–র মাসিক সাহিত্য সভা প্রকৃতই ‘ডানা’ মেলছে...

জীবন থেকে নেওয়া কৌতুক

অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় (সাংবাদিক/জাদুকর)

একটি সংবাদপত্রের বিজয়ার আসর। সকাল দশটায় শুরু হয়ে দুপুর দেড়টায় আসর শেষ হল। তারপর সবাই মধ্যাহ্ন ভোজনে বসলেন (পংক্তি ভোজন)। পাশাপাশি বসলেন এক সুখ্যাত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক (বয়স ৬০/৬২), একজন বরিষ্ঠ সাংবাদিক–জাদুকর। বরিষ্ঠ ব্যক্তিটি উক্ত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকের কাছে খুবই কৃতজ্ঞ। কারণ বহু বছর আগে উক্ত চিকিৎসক বরিষ্ঠ ব্যক্তিটির পায়ের এক চর্মরোগ সারিয়েছিলেন, যা প্রায় কর্কট রোগের চেহারা নিচ্ছিল। তাই উক্ত রবিষ্ঠ ব্যক্তিটি এই ধরনের অনুষ্ঠানে তাঁর জীবনদাতা চিকিৎসকের সব সময় সান্নিধ্য চান।

অতঃপর সকলের পাতে নানান খাদ্য দ্রব্য পরিবেশিত হচ্ছে। কিন্তু বরিষ্ঠ ব্যক্তিটি প্রায় কিছুই খাচ্ছেন না। তাই দেখে পরিবেশনকারী যুবাদের মধ্যে একজন বরিষ্ঠ ব্যক্তিটিকে বললেন, ‘জ্যেঠু, আপনি তো কিছুই খাচ্ছেন না?’

বরিষ্ঠ ব্যক্তিটি বললেন, ‘আর বাবা বোলনা গল ব্লাডার অপারেশনের পরে আমার হজম শক্তি প্রায় চলে গিয়েছে। তাই বিশেষ কিছু খেতে সাহস পাইনা। এই সাথে ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে এখনও বাণিজ্যিক জাদু প্রদর্শনী দিই। তার জন্যে সবসময় টেনশানে ভুগি আর তাই খাবার ইচ্ছে কমে গিয়েছে।

পাশে বসা হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক খেতে খেতেই তাঁর পুরানো রুগিকে নির্বিবাদে প্রশ্ন করলেন, ‘৮০ হয়েছে?’ বরিষ্ঠ ব্যক্তি (তথা প্রাক্তন রুগী) : ‘না, বয়স ৭৫’। চিকিৎসক (খেতে খেতে) : ‘৮০ অবধি টানতে পারবেন না’। রুগী : ‘তাই মনে হচ্ছে’। চিকিৎসক : ‘ভেতর থেকে বোঝা যায়।’ রুগী : ‘হ্যাঁ আমার অনুভূতিও তাই বলছে ৮০ অবধি পৌঁছাতে পারব না।’ এবার চিকিৎসক খাওয়া থামিয়ে রুগীর দিকে তাকিয়ে অধীর আগ্রহে প্রশ্ন করলেন, ‘পরিষ্কার বুঝতে পারছেন?’

রুগী : ‘হাঁ, আমার অনুভূতি তাই বলছে।’ এবার চিকিৎসক আত্মতৃপ্তির হাসি হেসে খেতে খেতেই বললেন, ‘একদম ঠিক বলেছি।’ অর্থাৎ সুচিকিৎসক তাঁর পুরনো রুগীর শেষ রোগটি নির্ণয় করতে পেরে ভীষণ খুশি, আর রুগী তথা বরিষ্ঠ ব্যক্তিটিও জেনে গেলেন তাঁর কি ‘রোগ’! তাই তিনি পাতে পড়ে থাকা আলু পটল কুমড়ো নাড়াচাড়া করতে লাগলেন আর মনে মনে সেই গানটি ধরলেন, ‘হরি দিন তো গেলো সন্ধ্যা হল পার কর এবার!’...

প্রকাশিত হতে চলেছে বাগেশ্রী শিল্পী গোষ্ঠীর রবীন্দ্র সংগীতের অ্যালবাম

ইন্দ্রজিৎ আইচ : ইউডি সিরিজ থেকে সম্প্রতি প্রকাশিত হতে চলেছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ৩০টি গানের এক অনবদ্য সংকলন। বাগেশ্রী শিল্পী গোষ্ঠীর শিল্পীরা ১৪ থেকে ২৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত উত্তর কলকাতার মিউজিশিয়ান্স স্টুডিওতে রেকর্ডিং শেষ করলেন। এই রবীন্দ্র সংগীতের অ্যালবামে গান আছে ৩০টি। এর মধ্যে অন্যতম খরবায়ু বয় বেগে, হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে, পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে ইত্যাদি গান। শিল্পীরা হলেন অরিজিতা ঘোষ, জয়িতা ঘোষ, আত্রেয়ী গাঙ্গুলী, আরাধনা সাহা, মিতা গুপ্ত, কাকলী বসু, টুম্পা দলুই, সুজাতা মণ্ডল, পারমিতা, অনুস্কা, জয়স্মিতা, শুচিস্মিতা, তৃষা, ঐশিকা, শিবাঙ্গী, সৃজা ও আরও অনেকে। ভাবনা ও পরিকল্পনা ভাস্মতী দত্ত। বাদ্যযন্ত্রে ছিলেন এস্রাজে অঞ্জন বসু, পারকাশান্সে অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, কি বোর্ডে দেবাশিস ভট্টাচার্য, রেকর্ডিস্ট ছিলেন কিশোর মল্লিক। এক সাংবাদিক সম্মেলনে বাগেশ্রী শিল্পী গোষ্ঠীর কর্ণধার ও এই সিডির পরিচালক শ্রীমতি ভাস্মতী দত্ত জানালেন এই অ্যালবামটি বৈশাখে প্রকাশিত হবে। গান সম্পর্কেএমনই তিনি মন্তব্য করতে নারাজ। তাঁর বক্তব্য প্রকাশিত হলে সবই আপনারা হাতে পাবেন, শুনবেন, রবিঠাকুরেরগান গাইছি এটি সবচেয়ে বড়ো আনন্দের।

কথাবলা পুতুল নিয়ে বিদিশা

নিজস্ব প্রতিনিধি : বর্তমান সমাজে মেয়েরা অনেক সময় নানা ভাবে অবহেলিত বা হেনস্থা হয় রাস্তায় পথে–ঘাটে যৌন হেনস্থা, কখনওপণপ্রথা এসবের বিরুদ্ধে কথা বলা পুতুল নিয়ে জনসচেতনতা গড়ে তুলতে নানা জায়গায় অনুষ্ঠান করে চলেছে বিদিশা বিশ্বাস। ছোটবেলা থেকেই তার স্বপ্ন ছিল কথা বলা পুতুল নিয়ে কাজ করবে। তার প্রথম শিক্ষাগুরু দিলীপ মণ্ডল। স্কুলের গণ্ডি পেরিয়ে নেতাজি সুভাষ ওপেন ইউনিভার্সিটি থেকে ইতিহাস নিয়ে অনার্স পাশ করে পুরোদমে কথাবলা পুতুলের অনুষ্ঠান করছে বিদিশা। মিনিষ্ট্রি অফ কালচার Govt of India (2014) ন্যাশনাল স্কলারশিপ পায়। ২০১৫ ট্রেজারী বিল্ডিং কো. অপারেটিভ সোসাইটি অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে। হাওড়া ম্যাজিক সার্কেলে কথাবলা পুতুলে প্রথম হয় ২০১৩ সালে। এছাড়া আকাশ বাংলা চ্যানেলে ছোটদের একটা অনুষ্ঠান করেছে ‘কিচিমিচি’ নামে তিন বছর ধরে। সচেতনতা বিষয়ক ছোটদের খুব সহজে শিক্ষাদান, ঠাকুরপুকুর ক্যান্সার হাসপাতালে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের পুতুল নিয়ে অনুষ্ঠান,

এইচপি গ্যাস নিয়ে ৩০টি স্কুলে গ্যাস সচেতনতা নিয়ে ছোটদের বোঝানো। এইচআইভি, এইডস নিয়ে যৌনকর্মীদের সচেতন করা, হিন্দি ভাষা দিবসে হিন্দি ভাষার প্রচার, সল্টলেকে সিজিও কমপ্লেক্সে শিশু উৎসব করা সহ নানা ধরনের অনুষ্ঠান করে চলেছে বিদিশা। সম্প্রতি ‘ছলনাও কি ভালোবাসা’ এবং ‘লালসা’ এই দুটি নাটক নিজে লিখে পুতুল নাটকের মাধ্যমে মেয়েদের সচেতন করছে বিদিশা।

দশ বছর ধরে ধুমকেতু পাপেটের সঙ্গে যুক্ত। বিদিশা চায় রাজ্যসরকার পাপেট নিয়ে যদি পড়ার নতুন কোর্স শুরু করে অনেকে উপকৃত হবে। সম্প্রতি ট্যাংরার সেবাকেন্দ্রে মহিলাদের সচেতনতা মূলক নাটক দেখিয়ে নজর কেড়েছে। তার লক্ষ্য একটাই পুতুল আকাদেমী গড়ার এবং সেখানে ছোটদের পুতুল শেখানো, স্কুলে গিয়ে পুতুলের প্রচার এই নিয়েই পথ চলতে চায় বিদিশা বিশ্বাস।

সারদামায়ের জন্মোৎসব

হীরালাল চন্দ্র : গত ১ জানুয়ারি ২০১৬ সন্ধ্যায় রাজা দিগম্বর মিত্রের বাসভবনে ‘‘ঝামাপুকুর শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ সংঘের’’ উদ্যোগে ও কর্মাধ্যক্ষ সমর সরকারের ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে পরমারাধ্যা শ্রীশ্রী মা সারদাদেবীর

১৬৪তম শুভ ‘‘জন্মতিথি’’ এবং ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ‘‘কল্পতরু’’ মহোৎসব সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। মা সারদার মহান জীবনী ও অমরবাণী সম্বন্ধে সারগর্ভ ভাষণ দেন জগদ্বন্ধু ভট্টাচার্য, পার্থসারথি গোস্বামী, প্রব্রাজিকা দেবপ্রাণা মাতাজি, অর্দ্ধেন্দু শেখর ভট্টাচার্য। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন ‘‘সারদা মহিলা শাখার’’ সভ্যাবৃন্দ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সম্পাদক প্রতাপ মিত্র। শেষে অসংখ্য ভক্তদের প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

পুস্তক প্রকাশ

বরুণ মণ্ডল: মুসলিম ভাইদের মনে প্রশ্ন জাগে যিনি এত শক্তিমান সেই ‘আল্লাহ’র স্বরূপ কী? কী করে জানা যাবে তা? এ বিষয়ে ২৪ পরগনা জেলার সোনারপুর এলাকাস্থিত অনন্য সাহসী লেখক জনাব এমদাদুল হক–এর সাড়া জাগানো এমনই এক পুস্তক ‘আল্লাহ সত্যিই কি নিরাকার!’ গ্রন্থে এ বিষয়ে সুন্দর আলোকপাত করা হয়েছে। গত ৫ ফেব্রুয়ারি কলকাতা প্রেস ক্লাবে গ্রন্থটির প্রকাশ করলেন বাংলার একদল গুণী ব্যক্তি। ছিলেন রাজ্যের প্রাক্তন ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল ড. নজরুল ইসলাম, ঐতিহাসিক প্রাক্তন অধ্যাপক ড. জীবন মুখোপাধ্যায় (সোনারপুর দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল বিধায়ক), অধ্যাপিকা ড. মীরাতুন নাহার, কলকাতা দূরদর্শনের বরিষ্ঠ সংবাদদাতা তহমিনা বেগম, আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক হাফেজ আইনুল বারি, শিক্ষক কাজি মাসুম আক্তার প্রমুখ। আল্লাই তাঁর নিজের সম্পর্কে ‘কোরান ও হাফিজে’ যা কিছু বলেছেন লেখক তা–ই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তুলে ধরেছেন।

আসলে ভক্তের ভগবান মানুষের হৃদয়ে বিচরণ করছে। তার নেই কোনও ভেদাভেদ, নেই কোনও ছুৎমার্গ। অথচ সমাজের কতিপয় ক্ষমতাবান মানুষ ধর্মের নামে মানুষকে প্ররোচিত এবং বঞ্চিত করে থাকেন। এইসব দিক থেকে সাধারণকে সচেতন করতে সবার আগে দরকার সচেতনতা। যা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে এই গ্রন্থের আকারে প্রকাশ পেল। আশা করা যায় এর থেকে প্রকৃত মানব ধর্ম আহরণ করতে পারবে মানুষ।

চন্দননগর ফরাসি মিউজিয়ামে প্রদর্শনী আলোচনাচক্র

মলয় সুর, চুঁচুড়া : ১৯৫১ সালের ২ ফেব্রুয়ারি ভারত সরকারের হাতে চন্দনগরের আইনগত হস্তান্তর হয়। প্রতিবছর এই দিনটিকে স্মরণ করেই ফরাসি ইনস্টিটিউট ও মিউজিয়ামের তরফে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এরই সাথে চন্দননগরের ৬৫তম জন্মদিন পালিত হল চন্দননগর ফরাসি মিউজিয়ামে। অতীতে এই ফরাসি মিউজিয়ামটি ফরাসি গভর্নর হাউস ছিল। অনুষ্ঠানে প্রদীপ জ্বালিয়ে সূচনা করেন কলকাতার ফরাসি কনসাল দ্যানিয়েন সৈয়দ। পরে তিনি বলেন, ভারত ও ফ্রান্সের মধ্যে সম্পর্ক খুবই ভাল। তাছাড়া চন্দননগর ইনস্টিটিউট দীর্ঘ সময় ধরে নানা ধরনের কাজকর্মের মধ্যে সম্পর্কের দৃঢ়তা বজায় রেখেছে। এরই পাশাপাশি অনুষ্ঠানে আজকাল পত্রিকার চেয়ারম্যান সত্যম রায়চৌধুরী বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে তাঁর গবেষণার কিছু অংশ পাঠ করেন। এরপর দ্বিতীয় অধ্যায় শুরু হয় ‘ইউরোপ, রবীন্দ্রনাথ ও চন্দননগর আলোচনাচক্র। আলোচনায় রবীন্দ্রতীর্থ নিউটাউনের কিউরেটর অনুপ মতিলাল বিশ্বকবির নানা সময়ে ইউরোপ যাত্রার অভিজ্ঞতা। নোবেল প্রাপ্তির কাহিনী তুলে ধরেন। রবীন্দ্রনাথের ফরাসি জ্ঞান নিয়ে বলেন ফরাসি অধ্যাপক স্যামুয়েল বার্থেট। রবীন্দ্রনাথের ছবি ও গান নিয়ে বক্তব্য রাখেন শান্তিনিকেতনের কলাভবনের কিউরেটর সুশোভন অধিকারী অন্যদিকে চন্দননগর ও রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে বিভিন্নভাবে আলোকপাত করেন চন্দননগর মিউজিয়ামের কিউরেটর অরূপ গঙ্গোপাধ্যায়। এদিন মিউজিয়ামে রবীন্দ্রনাথের বেশ কয়েকটি দুষ্প্রাপ্য চিত্র ও লেখা প্রদর্শনী দেখা যায়। একসময় রবীন্দ্রনাথ গঙ্গায় বজরা করে এসে দু’মাস চন্দননগরে কাটান। সেই সময় তিনি বেশ কিছু নাম করা কবিতার বই ও কাব্যগ্রন্থ লেখেন। এদিন বেশ কয়েকজন সম্মানীয় অতিথিকে সংবর্ধিত করা হয়। শেষবার কবিগুরু চন্দননগরের ১৯৩৭ সালে বিংশতিতম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনে যোগ দিতে আসেন। রবি ঠাকুরের সঙ্গে চন্দননগরের গভীর সম্পর্ক ছিল। এখানকার প্রদর্শনীতে রবি ঠাকুরের ছবি করেছেন তরুণ চিত্রকর মনোজ সাহা।

বসে আঁকো প্রতিযোগিতা

দীপক ঘোষ : গত ৬ ফেব্রুয়ারি বিবিআইটি পাবলিক স্কুলে জগন্নাথ গুপ্ত বসে আঁকো প্রতিযোগিতা হয়। তৃতীয়তম বর্ষে প্রতিযোগীর সংখ্যা ছিল প্রায় ৫২৬ শিশু কিশোর। তিন বিভাগে কৃতীদের হাতে ২০০০, ১৫০০, ১০০০ টাকা করে পুরস্কার দেওয়া হয়। সকল প্রতিযোগীদের মানপত্র, টিফিন এবং বাসযোগে বাড়িতে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করা হয়। বিড়লাপুর, বাখরা, মেমানপুর, আছিপুর থেকে আসা প্রতিযোগী ও তাদের অভিভাবকদের সম্মানের সঙ্গে আপ্যায়ন করা হয়।

প্রতিযোগিতা মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন চেয়ারম্যান জগন্নাথ গুপ্ত সহ ডাইরেক্টর বোর্ডের সদস্য ও শিক্ষক শিক্ষিকা ও বজবজ প্রেস ক্লাবের সাংবাদিকবৃন্দ। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন মানস বাড়ুই।

সুন্দরবনের জঙ্গলে মৌমাছিদের দ্বন্দ্ব

শঙ্করকুমার প্রামাণিক

জুলাই ২৫, ২০১৫ তারিখের টাইমস অফ ইন্ডিয়ার একটা খবর আমার নজরে আসে। সেখানে দেখলাম, জুলজিকাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার একদল গবেষক জানাচ্ছেন, সুন্দরবন এলাকায় মৌমাছি পালন ক্রমাগত বৃদ্ধির ফলে জঙ্গলের মৌমাছিদের (ওয়াইল্ড বী) সংখ্যা কমছে। এতে ডাঁশ মৌমাছির (এপিস ডরসাটা) সঙ্গে পালন করা মৌমাছির (এপিস মেলিফেরা) একটা প্রতিযোগিতা, একটা দ্বন্দ্ব তৈরি হয়েছে। ফলে সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ অরণ্যে বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদের পরাগ মিলন বিঘ্নিত হচ্ছে। এতে জঙ্গলের উদ্ভিদের স্বাভাবিক বংশবৃদ্ধি বাধা প্রাপ্ত হচ্ছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ তাঁরা বলছেন, বর্তমানে খলসি গাছের বংশবৃদ্ধি, একই কারণে, হ্রাস পাচ্ছে। বনদপ্তরের কর্তারা এ যুক্তি মানতে পারছেন না। তাঁরা বলেন, একটা ছোটোখাট জায়গায় (বালি দ্বীপ) কিছু পরীক্ষা–নিরিক্ষা করে এ ধরনের সিদ্ধান্তে আসা যায় না।

কাগজে এই খবরটা দেখার পর, ঠিক করলাম, সুন্দরবনে আমার আসন্ন ক্ষেত্রসমীক্ষার সময়, আমিও এ ব্যাপারে খোঁজখবর করব। ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তহে, গোসাবা থানার বিভিন্ন গ্রামে, মৌলেদের সম্পর্কে কিছু তথ্য সংগ্রহের জন্য বেরিয়ে পড়ি। তখন শান্তিগাছি, লাহিড়ীপুর, লাঞ্চাবাগান, পরশমনি, রজতজুবিলি, বিধানকলোনি প্রভৃতি গ্রামের মৌলেদের সঙ্গে দেখা করি। সে সময় অভিজ্ঞ মৌলেদের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের মতামত জানার চেষ্টা করেছি। তাঁদের বক্তব্যের সারাংশ এখানে উল্লেখ করছি। সুন্দরবনের জঙ্গলের কাছাকাছি গ্রামগুলোতে মৌমাছি পালনের বাঞ্চের সংখ্যা বড়ছে।

মৌমাছিপালকরা ভিন্ন থানার, ভিন্ন জেলার লোক। এঁরা বিভিন্ন মানুষের বাড়িতে পয়সার বিনিময়ে বাঞ্চ বসাচ্ছেন। পালনকরা মৌমাছিরা, শুধুমাত্র খেতে চাষ করা ফসলের ফুল থেকে পুষ্পরস (নেকটার) সংগ্রহ করে না। তারা জঙ্গলে যায় এবং জঙ্গলের ফুল থেকেও পুষ্পরস সংগ্রহ করে। সেটা করতে গিয়ে জঙ্গলের ডাঁশ মৌমাছির (এপিস ডরসাটা) সঙ্গে পালন করা মৌমাছির (এপিস মেলিফেরা) লড়াই হয়। সুন্দবনের যেসব মৌলেদের সঙ্গে কথা বলেছি, তাঁরা বলেছেন এ লড়াই–এ ডাঁশ মৌমাছি হেরে যায়।

সুন্দরবনের ডায়েরি

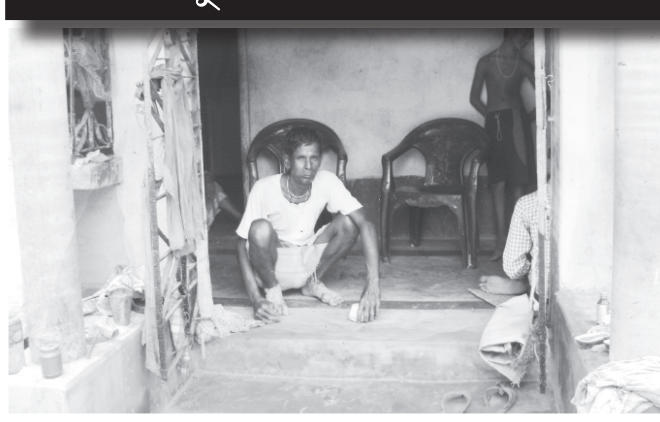

বাঞ্চের মৌমাছির শক্তি বেশি। যদিও আমরা জানি পাহাড়ি বা ডাঁশ মৌমাছি খুব হিংস্র ও জেদি। তাদেরকে পোষ মানানো যায় না। অভিজ্ঞ মৌলেরা আরও জানালেন যে, জঙ্গলের ডাঁশ মৌমাছিরাও লোকালয়ে এসে খেতে যে–সব ফসলের চাষ হয় তার ফুল থেকেও পুষ্পরস সংগ্রহ করে। এর ফলে বাঞ্চের মৌমাছির মতো জঙ্গলের মৌমাছিরও একই পরিণতি হতে পারে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বিভিন্ন পোকার হাত থেকে ফসল বাঁচাতে খেতে যেভাবে ঢালাও কীটনাশক ব্যবহার হচ্ছে তাতে, সুন্দরবন ও সংলগ্ন এলাকায় মৌমাছি সহ অন্যান্য পরাগ সংযোগকারী পতঙ্গের সংখ্যা কমছে। সুন্দবনের মৌলেদের পর্যবেক্ষণ সঠিক হলে জঙ্গলের মধু কীটনাশক–জনিত দূষণ থেকে মুক্ত নয়।

এ প্রসঙ্গে সুন্দরবনের একজন অভিজ্ঞ মৌলের সঙ্গে আমার কথোপকথনের কিছুটা অংশ এখানে তুলে দিলাম। তাঁর নাম সুভাষ মন্ডল। বয়স ৫৪ । জঙ্গলে মধু ভাঙার অভিজ্ঞতা বিশ বছরের বেশি। বাবা : মোহন মন্ডল। গ্রাম : রজতজুবিলি। থানা : গোসাবা, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা।

– আপনারা কয় পুরুষ মধু ভাঙতে যাচ্ছেন? আমি জানতে চাইলাম।

– চার পুরুষ। আমার বাবার ঠাকুরদা (দুর্লভ মন্ডল) এবং বাবার কাকা (সুধীর মন্ডল) মধু ভাঙতে গিয়ে বাঘের আক্রমণে নিহত হয়েছে। এখন আমার বাবার বয়স ৭৩, গত বছরও (২০১৪) মধু ভাঙতে গিয়েছিল। আমরা এখন তিন ভাই (সুভাষ, ধ্রুব ও ধরণি) মধু ভাঙতে যাই।

– আপনারা সবাই অভিজ্ঞ। কয়েকটা ব্যাপারে আপনাদের মতামত জানতে চাই। আপনার বাবাও এখানে আছেন। তিনিও বলবেন।

– বলুন কী জানতে চান? জানা থাকলে নিশ্চয়ই বলব।

– আপনি কি মনে করেন বাঞ্চের মৌমাছি জঙ্গলের ফুল থেকে মধু (পুষ্পরস) সংগ্রহ করে?

– নিশ্চয়ই করে। বাঞ্চের মৌমাছিদের জঙ্গলের ফুলে বসতে দেখেছি। তা নাহলে মৌমাছি পালকরা জঙ্গলের কাছাকাছি বাঞ্চগুলো পাতে কেন?

– তাহলে ডাঁশ মৌমাছির সঙ্গে বাঞ্চের মৌমাছির তো লড়াই হবে?

– হ্যাঁ, লড়াই তো হয়।

– এ লড়াই–এ জেতে কারা?

– বাঞ্চের মৌমাছিরা। তারাই বেশি শক্তিশালী। ডাঁশ মৌমাছিরা বাঞ্চের মোমাছিদের কাছে পেরে ওঠে না। জঙ্গলের মোমাছিরাও লোকালয়ে আসে। তবে তুলনামূলকভাবে খুব কম। তবে, বাঞ্চের মৌমাছিরা আমাদের অনেক ক্ষতি করছে।

– ক্ষতি করছে? কী রকম ক্ষতি?

– আমরা লঙ্কা, উচ্ছে, কুমড়ো ইত্যাদি সব্জি চাষ করতাম। এখন বাঞ্চের মৌমাছির জ্বালায় করতে পারছি না। বাঞ্চের মৌমাছি আমাদের এলাকায় এতো বেশি জড়ো হয়েছে যে, তারা খেতের ফুলগুলোর ওপর দল বেঁধে বসে, তাদের রস নিঃশেষ করে শুষে নিচ্ছে। ফুলগুলো নিস্তেজ হয়ে শুকিয়ে যাচ্ছে। আমরা এখন সব্জি চাষ বন্ধ করে দিয়েছি।

– কী বলছেন? মৌমাছি কমে গেলে পরাগ মিলনে বিঘ্ন ঘটবে। তাতে ফসলের বেশি ক্ষতি হবে।

– তা তো জানি। কিন্তু একটা ফুলের ওপর এক সাথে অনেকগুলো মৌমাছির হুড়োহুড়ি করে মধু (পুষ্পরস) সংগ্রহ, সে তো বলাৎকারের সামিল।

সুভাষবাবুর কথা কতটা বাস্তব এবং যুক্তিসংগত সেটা পতঙ্গ বিশেষজ্ঞরা বলতে পারবেন। আমি শুধু তাঁর মতামত পাঠকদের সামনে তুলে ধরলাম।

আমাদের সবার আগ্রহ রইল এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট বৈজ্ঞানিকদের মতামত জানার জন্য ।

আমাদের প্রতিনিধি ● উত্তর ২৪ পরগনা : কল্যাণ রায়চৌধুরী –৯০৫১২০৮৪৬০/ হুগলি : মলয় সুর –৮৪২০৩৩২৭৯৬/ পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর : পুলক বড়পন্ডা – ৯৬৩৫৯৮৫৫৭০

জাতীয় লিগে ফোকাস বাগানের

কমল নস্কর

চিনের ০-৬ হার এখন অতীত। মোহনবাগান ফের মাটির কাছাকাছি। কোচ সহ গোটা দল চিন থেকে হয়তো অনেক কিছু পাওয়ার আশা করেছিলেন। কিন্তু ব্যর্থ মনোরথে এই কম্যুনিস্ট দেশ থেকে ফিরতে হয়েছে ভারতের প্রতিনিধি মোহনবাগানকে। আর সম্বিত ফিরে আসার পর মোহনবাগান চাইছে যেভাবে হোক এই গ্লানি ঢেকে দিতে। সে ক্ষেত্রে একমাত্র জাতীয় লিগ জয় হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারে সবুজ মেরুনের। এই মর্মার্থটা হয়তো বেশ উপলব্ধি করছে বাগান শিবির। এখন পর্যন্ত আই লিগ যেভাবে এগোচ্ছে তাতে মোহনবাগানের জন্য ইতিবাচক উপাদানই ভরপুর। কারণ একমাত্র বেঙ্গালুরু এফসি বাদে মোহন ব্রিগেডের সামনে টক্কর ছুঁড়ে দিতে পারে এমন কোনও দল অন্তত এখনও চোখে পড়ছে না। যদিও ম্যারাথন লিগের যে কোনও সময়ে মোহনবাগান বা বেঙ্গালুরুকে চ্যালেঞ্জ নেওয়ার মতো কোনও শক্তিশালী প্রতিপক্ষ গজিয়ে যেতেই পারে। এই ব্যাপারে সামনের সারিতে রয়েছে পাহাড়ের দলগুলি। উত্তর-পূর্ব ভারতের এই দল দুটি এখনও খুব একটা দাগ কাটতে না পারলেও যখন তখন ঘুরে দাঁড়াতেই পারে। বাগানের পক্ষে সবথেকে সুখবর এখনও পর্যন্ত তাদের প্রবল প্রতিপক্ষ ইস্টবেঙ্গলের অনেকটাই পিছিয়ে পড়া। অবশ্য ডার্বিতে ইস্টবেঙ্গলের মোকাবিলা করতে গিয়ে বেশ নাকাল হতে হয়েছে বাগানকে। কর্নেল গ্লেনের গোলভাগ্য এবং গোলকিপারের শক্ত হাত এই যাত্রা তাদের বাঁচিয়ে দিয়েছে। তবে পুনে, আইজলদের মোহনবাগান যেভাবে উড়িয়ে দিয়েছে তা কোচের বুকে অনেক মন বল জোগাচ্ছে। তা যতই চিনের কাছে ওইভাবে হারতে হোক না কেন। আসলে মোহন কোচ বুঝতে পেরেছেন তাঁর এবং টিমের ফোকাস পুরো আই লিগেই আবদ্ধ থাকা উচিত। তাছাড়া কর্নেল গ্লেনের গোলের মধ্যে থাকা, সোনি নর্ডির ফর্ম ফিরে আসা ইত্যাদি তাদের আশা দিচ্ছে।

এমতাবস্থায় চিনের ধাক্কা সামলে নিতে ফেডারেশনের কৃপায় মাঝে কয়েকটা দিন বিশ্রাম পেয়ে গিয়েছে বাগান বাহিনী। এখন শুধু সামনের দিকে তাকিয়ে পরের ম্যাচগুলিকে পাখির চোখ করছেন সঞ্জয় সেন। আই লিগ ভাগ্যটা কোচের ভালো বলেই মনে করছে আপামর মোহনপ্রেমী থেকে ফুটবল বিশেষজ্ঞরা। এই চওড়া কপাল সবুজ মেরুনকে কতটা টানতে পারবে তা আগামী সপ্তাহের ম্যাচগুলি বলবে। এতে বাগান যদি জয়ের ট্র্যাক ধরে রাখতে সক্ষম হয় তাহলে অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠবে সেকেন্ড লেগ থেকে। কারণ অতীত অভিজ্ঞতা বলছে এইসব বড় বা মেগা আকারের টুর্নামেন্টে মনস্তত্ত্ব একটা বড় ফ্যাক্টর। সেদিকেই অগ্রসর হতে চাইছে মোহন পরিবার।

সবুজ মেরুনের এই জয়ের ধারার মধ্যে অনেকটা ফিকে মনে হচ্ছে প্রবলতম প্রতিদ্বন্দ্বী ইস্টবেঙ্গলকে। যদিও লাল-হলুদের মধ্যেও বড় দলের টেম্পারমেন্ট পুরোভাগে বিচরণ করছে। ফলে লাগাতার দু-তিনটি জয় ইস্টবেঙ্গলকে আই লিগের প্রথম সারিতে নিয়ে আসতে পারে। সেদিকে নজর পুরো লাল-হলুদ শিবিরের। কোচ বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্যও প্রচন্ড আশাবাদী। ইস্টবেঙ্গলের পক্ষে আরও যেটা ইতিবাচক তা হল গোল মেশিন র‍্যান্টি মার্টিন্সের ফর্ম ফিরে পাওয়া। এর সঙ্গে ফরাসি মেন্ডি এসে যাওয়া বাড়তি স্পিরিটের আমদানি হয়েছে লাল হলুদের মধ্যে। শুধু স্থানীয় লিগে ইস্ট-জনতার হৃদয় কেড়ে নেওয়া দক্ষিণ কোরিয়ান ডু ডংয়ের অফ ফর্ম একট হলেও চিন্তায় রেখেছে কোচ বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য এবং গোটা ইস্ট ব্রিগেডকে। তার ওপর কোচের সঙ্গে এই তারকার মনকষাকষি চাপে ফেলছিল তাদের। এদিক থেকেই যথার্থ টিম ম্যানের মতো ডু ডংয়ের ফর্ম ফিরিয়ে আনতে সক্রিয় হয়েছেন র‍্যান্টি মার্টিন্স। কোচের কাছেও ক্ষমা চেয়ে নিয়েছেন ডং। এর মধ্যে যদি সত্যি তার অনুতাপ সৃষ্টি হয়, তা হলে হয়তো এই আই লিগেই তার ফসল তুলতে পারে লাল-হলুদ।

লেখার প্রথমে ইস্টবেঙ্গলের জন্য যে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছিল তা কার্যত মিরাকেলের মতো ফলে গেল গত ম্যাচে। যে ম্যাচটিতে ইস্টবেঙ্গলের প্রাণভোমরা র‍্যান্টি মার্টিন্সের হ্যাটট্রিকের দৌলতে লাল-হলুদ বাহিনী ৪-০ হারাল শিলঙের লাজংকে। বস্তুত ইস্টবেঙ্গল এমন একটি জয়ই চাইছিল যা এনে দিল র‍্যান্টিরা। এই বড় জয় ইস্টবেঙ্গলকে ফিরিয়ে আনল আই লিগের ট্র্যাকে। আগামী কয়েকটি ম্যাচে যদি জয় এনে দিতে পারেন মেন্ডি-র‍্যান্টি-ডংরা তবে মোহনবাগানের সমানে নিজেদের তুলে ধরতে পারবে বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্যের দল। তবে এই ছবিটা বাংলার ফুটবলের জন্য যথেষ্ট ভালো নিঃসন্দেহে। এমনটা চলতে থাকলে আবারও দেশের ফুটবলের রাশ চলে আসবে ইস্ট-বাগানের হাতে। সেই আশাতেই বুক বাঁধছে বাঙালি।

বৈশালী সাহা: হাওড়ার সাংবাদিকরা যে খেলাধূলায় কোনও অংশে কম যান না তার প্রমাণ মিলেছে আগেই। সংবাদমাধ্যমের ব্যস্ততার বাইরে বেরিয়েও তারা একের পর নজির গড়েছেন খেলাধূলার আসরে। মূলত আউটডোর গেমসে তাদের দক্ষতা অনেকসময়ই প্রশ্নাতীত হয়ে উঠেছে। সম্প্রতি হাওড়া প্রেস ক্লাবের আয়োজনে অনুষ্ঠিত হল এক চারদলীয় ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। যাতে সবুজ বাহিনীকে ফাইনাল ম্যাচে হারিয়ে চ্যাম্পিয়নের শিরোপা তুলে নিল হাওড়া প্রেস ক্লাবের হলুদ দলটি। ফাইনালে ভালো লড়েও রানার্স হল সবুজ দল। টুর্নামেন্টের সবথেকে বড় আকর্ষণ ছিল হাওড়ারই ভূমিপুত্র তথা বিশিষ্ট অভিনেতা রুদ্রনীল ঘোষের অতিথি হিসেবে উপস্থিতি। বিজয়ী এবং বিজিতদের হাতে পুরস্কার তুলে দিলেন তিনি।

বাওয়ালীতে শুরু ইউকে মণ্ডল শিল্ড

কুনাল মালিক : দক্ষিণ শহরতলীর নোদাখালী থানার বাওয়ালীতে গত ৩১ জানুয়ারি শুরু হল ঐতিহ্যমণ্ডিত ইউকে মণ্ডল শিল্ড ফুটবল টুর্নামেন্ট। বাওয়ালী ফুটবল ক্লাবের পরিচালনায় তাদের নিজস্ব মাঠে এই খেলার সূচনা করেন নোদাখালী থানার আইসি শান্তিনাথ পাঁজা। অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বজবজের বিধায়ক অশোক দেব, জেলার জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ ডাঃ তরুণ রায়, পঞ্চায়ত সমিতির সভাপতি স্বপন রায়, ক্রীড়াপ্রেমী সুশীল বাড়ুই প্রমুখ। প্রসঙ্গত বাওয়ালী মণ্ডল জমিদারদের প্রবর্তিত ইউ কে মণ্ডল শিল্ড টুর্নামেন্ট ব্রিটিশ আমলে শুরু হয়। এই টুর্নামেন্টে কলকাতার মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গলও এক সময় অংশগ্রহণ করেছিল। শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ ফুটবলার শৈলেন মান্না ছিলেন এই টুর্নামেন্টের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক। বাওয়ালীর মণ্ডল জমিদারদের বংশধর অরুণ মণ্ডল এই টুর্নামেন্টের জন্য অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছেন। বাওয়ালী ফুটবল ক্লাবের সম্পাদক রাধা মোহন দাস জানালেন এই টুর্নামেন্টে এবার ৮টি দল অংশগ্রহণ করবে। প্রথম দিন বজবজ ফুটবল আকাদেমি বাওয়ালী ফুটবল ক্লাবকে ১-০ গোলে পরাজিত করে।

জীবনের ব্যালেন্স ফুটবলেই পান প্রসেনজিৎ

মলয় সুর

ফুটবলের উপর ভর দিয়ে হেঁটে বালি ব্রিজ অতিক্রম করে বা মাথায় ফুটবল নিয়ে সাইকেলে যাতায়াত করে ইতিমধ্যেই যিনি প্রচারের আলোয় এসেছেন ফুটবল ব্যালেন্সার প্রসেনজিৎ মাইতি। তাঁর এই অসামান্য দক্ষতা শিখেছেন গুরু ওমদাসের কাছ থেকে। যিনি ফুটবল ব্যালেন্সে গিনেস বুকে নাম তুলেছেন। প্রসেনজিৎ-এর বাড়ি হাওড়ার দাসনগরে। বালটিকুরির নিতান্ত দরিদ্র পরিবারের সন্তান প্রসেনজিৎ মাইতি। বাবা ধীরেন মাইতি ঢালাই কারখানার কর্মী, মা পুষ্প মাইতি, ভাই সুরজিৎ ও দিদি মালবিকা কোলে। শৈশবকাল থেকেই ফুটবলকে সঙ্গী করে নিয়েছিলেন। ফুটবলকে ঘিরেই তার প্রেম, তার ভাব ভালবাসা। দিন শুরু হওয়া থেকে আরম্ভ করে রাতে বিছানায় যাওয়ার আগে পর্যন্ত ফুটবলই ছিল তাঁর ধ্যান জ্ঞান। তবে ফুটবল খেলা নয়, বল নিয়ে বিভিন্ন ব্যালেন্স করাকে ঘিরেই তাঁর উৎসাহ উদ্দীপনা বেশি। একান্ত সাক্ষাৎকারে প্রসেনজিৎ বললেন, একটা সময়

বালটিকুরি নবীন সংঘের ফুটবলার ছিলেন। স্বপ্ন ছিল ফুটবলার হব। বড় দলে ফুটবল খেলব। কিন্তু ফুটবল খেলতে গিয়ে আমার ব্যর্থতাই আমাকে চিরাচরিত ভাবে ফুটবল ব্যালেন্সের জগতে নিয়ে এসেছে। ফুটবলের প্রতি প্রসেনজিতের যে কী দখল তার একঝলক দেখা গেল ভদ্রেশ্বর তেলিনীপাড়ায় নৈশ ফুটবল আসরে। প্রতিযোগিতার হাফ টাইমে তিনি মাথায় বল নিয়ে ছুটলেন সারা মাঠ। দেখালেন নাকের ডগায় বল দাঁড় করিয়ে নিমেষে মাথার উপর দিয়ে ঘাড়ের উপর বল নিয়ে ব্যালেন্স হাতের আঙুলের উপর বল ঘুরছে চরকির মতো সেও কি কম বিস্ময়ের। পারেন বলের উপর যোগাসন করতে। বল মাথায় সাইকেল চড়া। সব থেকে চমকপ্রদ ঘটনা হল বল মাথায় নিয়ে পুকুরে সাঁতার। মাত্র চার বছরের প্রচেষ্টায় বাইশ বছরের প্রসেনজিৎ যে কীর্তি স্থাপন করেছেন তা এক কথায় অনবদ্য। তার কথায় এই ফুটবল ব্যালেন্স একটি শিল্প। তিনি চান না এটাকে জাগলিং বলতে। তাঁর রেকর্ড একটানা ৮ ঘন্টা ফুটবলের উপর থাকা।

বার্ষিক স্কুল ক্রীড়া

বিশ্বজিৎ পাল : গত ৫ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার ক্যানিং নলিয়াখালির জিএন হরি নারায়নী বিদ্যাপীঠের বার্ষিক ক্রীড়া অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক শ্যামল মণ্ডল, জেলা পরিষদের সদস্য মিতা মহান্তি প্রধান শিক্ষক শ্যামল মণ্ডল, শিক্ষিকা পাপিয়া হালদার, স্কুল পরিচালন সমিতির সভাপতি তৃণমূলের বলাই মহান্তি প্রমুখ।

মনের খেয়াল

আঁকা শেখো

শেখাচ্ছেন মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল

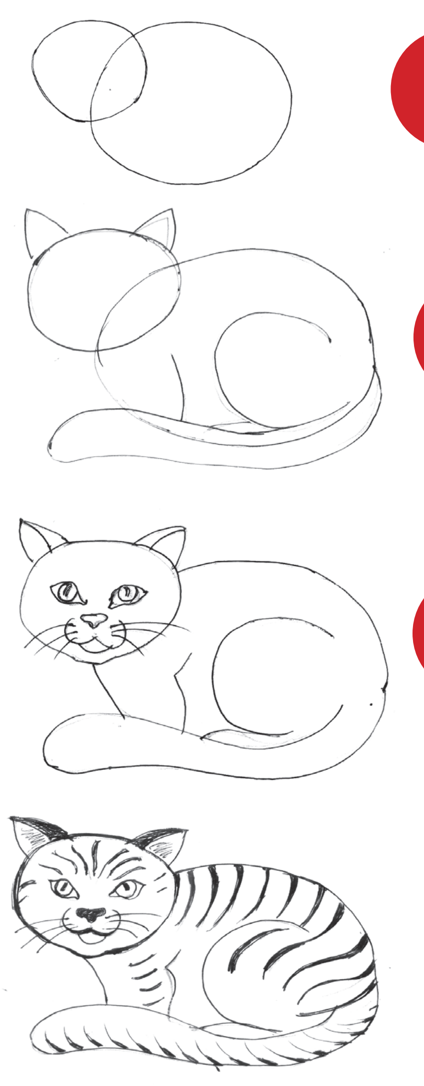

১
২
৩
৪

সময় মতো

জ্ঞানেন্দ্র নাথ রায়

তপন থিয়েটারের ফুটপাথে অপেক্ষমান অভিষেক ঘন ঘন হাত ঘড়ি দেখছে আর অস্থির হয়ে পায়চারি করছে। শো শুরু হবার কথা সাড়ে ছয়টায়। এ কথাটা প্রায় সপ্তাহ খানেক আগে সুচরিতাকে বলে আসছে। বার বার বলবার পর নিশ্চিত হয়ে আজকের শোয়ের দুটো টিকিট কেটেছে। সুচরিতা বলেছিল বৃহস্পতিবার হলে ওর অসুবিধা নেই। তাই আজকের টিকিট কাটা। এখানকার টিকিটে আবার সিট নাম্বার দেওয়া থাকে না। তাই ভাল সিটে বসতে হলে একটু আগে ঢোকা প্রয়োজন। সোয়া ছয়টা তো বেজেই গেল। অথচ সুচরিতার দেখা নেই।

ফোনেও ওকে পাওয়া যাচ্ছে না। সাড়ে পাঁচটা থেকে চেষ্টা করে যাচ্ছে, প্রতি বারই বলছে নট রিচেবল্। তাহলে কি ও এখন মেট্রোর সুড়ঙ্গে? কোনও রকম বিপদ হয় নি তো?

এই অভি, কী করছিস এখানে? ঘন ঘন ঘড়ি দেখছিস। অপেক্ষা করছিল কি কারো জন্যে?

গল্প বলি শোন

তাকিয়ে দেখল, ওর দিকে এগিয়ে আসছে শিল্পী। এক সময় শিল্পীর সঙ্গে ওর অন্তরঙ্গতা ছিল, কিন্তু সুচরিতার সঙ্গে আলাপ হবার পর শিল্পীকে অভিষেকের আর অতটা ভাল লাগত না। সুচরিতার তুলনায় শিল্পী অনেক সুন্দরী হলেও সুচরিতার সৌন্দর্যের স্নিগ্ধতা অভিষেককে আকর্ষণ করে বেশি।

শিল্পী আবার প্রশ্ন করে, আজকের শোটা তো 'আমি মন্ত্রী হব'-র। তুই কি আজকের শো দেখবি বলে দাঁড়িয়ে আছিস?

-তাই তো ইচ্ছা ছিল, কিন্তু যার আসবার কথা সে তো এখনো এল না।

-কার আসবার কথা? সুচরিতার?

অভিষেক বলল, না ও নয়। আমার মনে হয় ও আর আসবে না। তার থেকে চল না তুই। অনেক দিন তোর সঙ্গে কোনও নাটক দেখি নি।

-ঠিক আছে, মাকে তাহলে একটু ফোন করে জানিয়ে দিই।

একটু দূরে গিয়ে মাকে কী সব বলে, ফিরে এসে বলল, এই নাটকটা না খুব দেখার ইচ্ছা ছিল আমার। ভাগ্য ভাল যে ঠিক সময়ে তোর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল আজ।

দু'জনে সেই আগের মত হাত ধরাধরি করে হলে ঢুকল। পাছে সুচরিতা ওর খোঁজ করে সেই ভয়ে অভিষেক মোবাইলটা সাইলেন্ট না করে একেবারে স্যুইচ অফ করে রাখল।

বইমেলায় শিশু দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত রবিবার কলকাতা বইমেলার পক্ষ থেকে মিলন মেলায় শিশুদের উদ্দেশ্যে শিশু দিবস পালিত হয়। মেলায় আগত সকল বইপ্রেমী ছোট ছোট শিশুদের হাতে গিল্ডের পক্ষ থেকে প্রকাশিত রামধনু নামে মজার বইটি সম্পূর্ণ বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়। শিশুদের রামধনু বইটি বিখ্যাত সাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় সহ বিশিষ্ট সাহিত্যিকদের হাত দিয়ে প্রদান করা হয়। গিল্ডের পক্ষ থেকে লোকসংগীত মেলারও আয়োজন করা হয়েছিল।

শিশুদিবস পালন উৎসব শেষ হয়ে যাবার পরেই ওই একই মঞ্চে বিকেল সাড়ে ছটার সময় লোকসংগীত অনুষ্ঠান শুরু হয়। এই অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন বিখ্যাত ব্যান্ড দোহারের কালিকা প্রসাদ এবং জি বাংলার সারেগামা-র মূলপর্বে উঠে আসা নবতম প্রতিভা লোকসংগীত শিল্পী গঙ্গাধর মণ্ডল, তুলিকা মণ্ডল সহ আরও অনেক শিল্পী। রবিবার ছুটির দিন হওয়ায় বই মেলায় ছিল উপচে পড়া ভিড়। এবারের মতো বইমেলা মিটে গেলেও পরের বারের কাউন্টডাউন শুরু হয়ে গিয়েছে পুরোদমে। বিশেষ করে কচিকাঁচাদের মধ্যে আগামী বছরের আকর্ষণ নিয়ে এখন থেকেই বইপাড়ায় নবনব পরিকল্পনা চলছে।

অর্ণব পঞ্চাধ্যায়, প্রথম শ্রেণি, নিভা আনন্দ বিদ্যালয়

খুদে বন্ধুরা তোমাদের আঁকা ছবি, ছড়া, ছোটগল্প ও মজার অভিজ্ঞতার কথা পাঠাও পত্রযোগে অথবা ই-মেলে পাঠাও বাংলা ওয়ার্ডে বা JPEG ফরম্যাটে

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com